দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বঙ্গবন্ধু

BANGABANDHU IN DISASTER RISK REDUCTION

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বঙ্গবন্ধু

BANGABANDHU IN DISASTER RISK REDUCTION

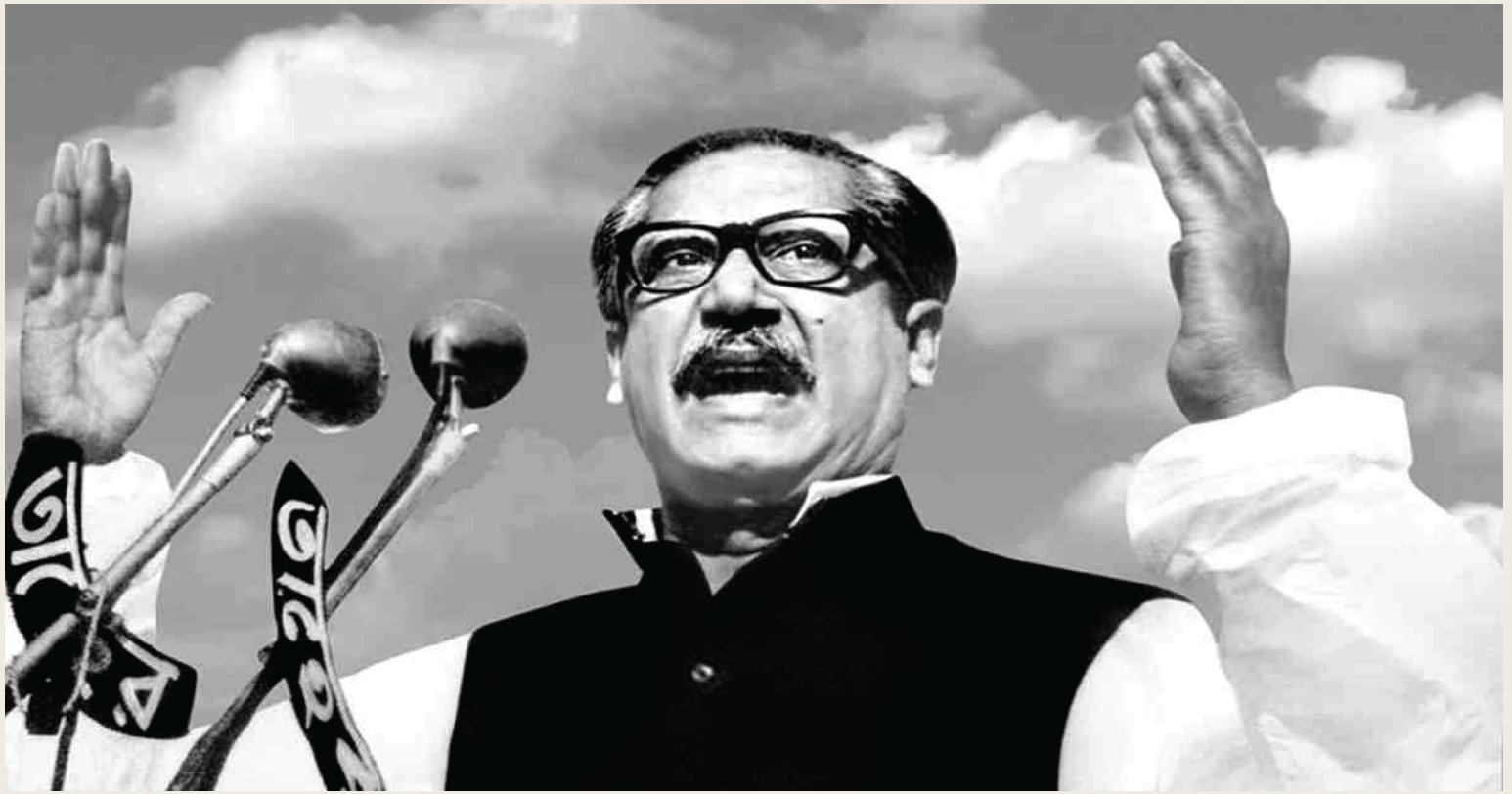

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বঙ্গবন্ধু

Bangabandhu in Disaster Risk Reduction

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu in Disaster Risk Reduction

প্রকাশকাল : জুন ২০২১
Published in : June 2021

গ্রন্থস্বত্ব : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
Copyright : Ministry of Disaster Management and Relief

প্রকাশনায় : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
Published by : Ministry of Disaster Management and Relief
Website: www.modmr.gov.bd
E-mail: secretary@modmr.gov.bd

Online Version :

গ্রাফিক্স ডিজাইন : গ্রাফিক মেলোডি
Graphics Design : Graphic Melody

মুদ্রণ : ডাইনামিক প্রিন্টার্স
Printing : Dynamic Printers

উৎসর্গ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

Dedication

To the sacred memory of the greatest Bangalee of all times, the great
Architect of Independent Bangladesh, the Father of the Nation
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০২ ফাল্গুন ১৪২৭
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদী কিন্তু অধিকার আদায়ে আপসহীন। তিনি ছিলেন বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বাধীনতার রূপকার। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৫৮ এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ৬৬ এর ৬ দফা, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং '৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপস করেননি।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ০৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমণ চালালে ২৬ মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচির অংশ হিসাবে তিনি মুজিব কিল্লা নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বনায়নসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কাজও তিনি শুরু করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে সংকেত প্রচার, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য

بسم الله الرحمن الرحيم

PRESIDENT
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
BANGABHABAN, DHAKA.

02 Falgun 1427
15 February 2021

Message

I welcome the initiative of the Ministry of Disaster Management and Relief to publish a memorial book titled 'Bangabandhu in Disaster Risk Reduction' on the occasion of 'Mujibbarsho', the birth centenary of the greatest Bengalee of all time the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

The Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the architect of independent and sovereign Bangladesh, was born in Tungipara of Gopalganj district on 17 March in 1920. From his boyhood, he was very kind hearted but uncompromising on attaining the rights. He was dreamer of the Bengali Nation and the architect of our Independence. Right from the beginning of the language movement in 1952, he led the nation in every democratic and freedom movement including Jukta-Front election in 1954, movement against Martial Law in 1958, Six-Point Movement in 1966, Mass Upsurge in 1969 and the General Elections in 1970 for attaining freedom and rights of our people. He was sent to jail several times and had to bear inhuman sufferings for his active participation in those movements. Despite manifold challenges, he never compromised with the Pakistani rulers on the question of establishing the rights of Bangalees.

On the 07th March in 1971 at the Race Course Maidan, keeping with the feelings and aspirations of the Bangalees, Bangabandhu uttered in his thunderous voice, "The struggle this time is a struggle for emancipation, the struggle this time is a struggle for independence". This historic address was, in fact, the true charter of our independence. On the night of March 25, when Pakistani invaders attacked the unarmed Bangalees in a blaze, the Father of the Nation declared the long cherished independence on 26 March 1971. We achieved ultimate victory on 16th December 1971 through a nine-month long armed struggle under the leadership of Bangabandhu.

Just after the independence, Bangabandhu returned home on 10th January in 1972 freeing from Pakistan Jail. He put all-out efforts to rebuild the war-torn economy. As part of the disaster risk reduction programs, he implemented various programs including construction of Mujib Fort, flood control dam and coastal forestation. He also started construction of cyclone and flood

গৃহীত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি অদ্যাবধি দুর্যোগ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কার্যকর অবদান রাখছে। এ ছাড়া মিত্রবাহিনীর সদস্যদের দেশে প্রত্যাবর্তন, স্বল্পসময়ের মধ্যে দেশের সংবিধান রচনা, জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণ, সকল স্তরে দুর্নীতি নির্মূল, কৃষি বিপ্লব, কলকারখানাকে রাষ্ট্রীয়করণসহ দেশকে 'সোনার বাংলা' হিসাবে গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি।

বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর আদর্শ আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ুক; গড়ে উঠুক সাহসী, ত্যাগী ও আদর্শবাদী নেতৃত্ব- এ প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

shelters. The Cyclone Preparedness Program, adopted in 1973 to provide signals, rescue and first aid through volunteers, is still making an effective contribution to disaster preparedness. Besides, he took all out preparations including the returning of the members of allied forces to their country, framing the country's constitution in a short time, fulfilling the basic rights of the people, eliminating corruption at all levels, launching agricultural revolution, nationalizing the industries to transform the country into 'Sonar Bangla'. But the anti-liberation forces did not give the scope for materializing that dream as this murderer group assassinated Bangabandhu and almost all of his family members on 15th August in 1975.

Bangabandhu is no more amongst us but his ideals will remain our source of eternal inspiration. Let the principle and ideals of Bangabandhu spread from generation to generation; a courageous, dedicated and idealistic leadership be built up- it is my expectation.

Joi Bangla
Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.

Md. Abdul Hamid

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ মাঘ ১৪২৭
১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত 'মুজিববর্ষ' উদযাপনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার পথিকৃৎ। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর সংস্কৃতি সৃষ্টিতে বিশেষ করে দুর্যোগ মোকাবিলায় উদ্ভাবিত 'মুজিব কিল্লা' নির্মাণের ধারণা ও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সোনার বাংলা বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর ছিল দৃঢ় প্রত্যয়। তিনি সমাজের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একটি দুর্যোগ সহনশীল জাতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যকর ও শক্তিশালী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং সময়োপযোগী আইন, নীতিমালা, পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় সর্বস্তরের জনগণের সচেতনতা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও মাঠকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত ভয়াবহ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস, বজ্রপাত, শৈত্য প্রবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও অন্যান্য মানব সৃষ্ট দুর্যোগ সফলতার সঙ্গে মোকাবিলা করা হচ্ছে। সর্বোপরি দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে এনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। চলমান মহামারী করোনার আগ্রাসন নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম বিশ্বের দরবারে প্রশংসিত হচ্ছে।

আমি 'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বঙ্গবন্ধু' নামের স্মারকগ্রন্থটির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

PRIME MINISTER
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

28 Magh 1427
11 February 2021

Message

I am happy to learn that a memorial book titled 'Bangabandhu in Disaster Risk Reduction' is going to be published by the Ministry of Disaster Manegement and Relief on the occasion of celebrating 'Mujibborsho' in the birth centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I convey my wishes to all concerned in this regard.

The Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was the pioneer to fight against natural disasters in Bangladesh. Under Bangabandhu's firm and far-sighted leadership, Bangladesh has created a rare example in the disaster management history of the country through creating culture of resilience to face natural disaster and building war-ravaged economy, especially for innovative idea in building 'Mujib Killa' and establishing Cyclone Preparedness Programme (CPP).

Bangabandhu had strong commitment to build "Golden Bengal" Programme through building hunger-poverty free, developed flourishing and exploitation-free society. He emphasized to establish social security rights for the under-privileged section of society. In order to build a disaster-resilient nation, an effective and strong disaster management set-up and time demanding Act, Policy and Plans have been formulated. The natural calamities like flood, cyclone, landslide, thunderstorm, cold wave and all other human created hazards are being managed successfully through awareness of the people of all strata and capacity building of concerned stakeholders and field worker. Above all, we have been able to establish Bangladesh as 'Role Model' of disaster management in the world through reducing risk and losses. The ongoing programs in controlling corona pandemic aggression undertaken by Awami League government accompanied by people of Bangladesh are also being appreciated by the world community.

I wish all the success of 'Bangabandhu in Disaster Risk Reduction'.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu
May Bangladesh Live Forever

Sheikh Hasina

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঘোষিত মুজিববর্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করছে। দুর্গত মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধুর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৭০ সালে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় দশ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। নির্বাচনী কার্যক্রম স্থগিত রেখে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন দুর্গত মানুষের সেবায়। এরই ধারাবাহিকতায় ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় ১৯৭৩ সালে তিনি ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ, অতিরিক্ত জনবসতি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট ভয়াবহ তীব্র আকার ধারণ করবে তা দূরদর্শী জাতির পিতা স্বাধীনতার আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর সরকার ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানুষের জীবন, সম্পদ এবং গবাদি পশু রক্ষার জন্য "মুজিব কিল্লা" নির্মাণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু দুর্যোগ মোকাবিলায় জাতীয় বাজেটে ৭২-৭৫ সময়কালে গড়ে মোট বাজেটের শতকরা ১১ ভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বরাদ্দ রেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, জাতির পিতার দূরদৃষ্টি এবং গতিশীল নেতৃত্ব এখনও বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীতি, কৌশল এবং কার্যক্রমের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।

আধুনিক প্রযুক্তি ও পূর্ব প্রস্তুতির কারণে বিশ্বব্যাপী অতিমারীর মধ্যেও ২০২০ সালে সুপার ঘূর্ণিঝড় 'আম্পান' -এ প্রাণহানি ঘটেছে মাত্র ১০ জনের। এ দুই মহাদুর্যোগ সফলতার সাথে মোকাবিলা করে বিশ্ব দরবারে প্রশংসা কুড়িয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী।

২০৪১ সালে বিশ্বে উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ অনুসারে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশনার সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডা. মোঃ এনামুর রহমান এমপি

State Minister
Ministry of Disaster
Management and Relief

Message

The Ministry of Disaster Management and Relief is publishing a memorial book on the occasion of celebrating declared 'Mujibborsho' on the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the greatest Bangali of all times and the Father of the nation. The contribution of Bangabandhu for the afflicted people is undeniable. In 1970, a catastrophic cyclone killed about one million people. Postponing the election campaign, he hurriedly went for rendering services for the affected people and in continuation of combating potential cyclones he set up the Cyclone Preparedness Programme (CPP) in 1973.

Visionary Bangabondhu even before independence could have realized the intensified crisis due to climate change that would arise due to man-made disasters, over population, and climate change affects. In early 1970s his government built "Mujib Killa" for the protection of human lives, assets, and live-stocks from natural disasters like floods and cyclones. He had allocated average 11 per cent of the total budget for disaster management in the national budget during the period of 1972-75. In fact, the foresight and dynamic leadership of the Father of the Nation still continues to be the driving force to policies, strategies, and activities in disaster management of Bangladesh.

Due to modern technology and preparedness even during the pandemic only 10 people died due to super cyclone 'Ampan'. Our Prime Minister has earned international recognition for dealing with two catastrophes of super cyclone 'Amphan' and pandemic Covid-19.

Ministry of Disaster Management and Relief is working relentlessly as one of the important Ministries to make Bangladesh a developed country by 2041 creating technology-driven skilled work force and to implement the action plan of Bangladesh Delta Plan-2100.

I wish overall success of the publication of the memorial book.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu
May Bangladesh Live Forever.

Dr. Md. Enamur Rahman MP

সভাপতি
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'স্মারক গ্রন্থ' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত ও গর্বিত।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় গোর্কি'র আঘাতে প্রায় দশ লাখ মানুষ প্রাণ হারায় এবং ব্যাপক সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বাধীনতার পর দূরদর্শী বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্নির্মাণের অংশ হিসেবে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে একটি কার্যকর 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি' (সিপিপি) গঠন করেন।

আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি- ১৯৯৭ প্রণয়ন করে। ২০১৯ সালে এটি ২য় বার হালনাগাদ করা হয়। ২০১২ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের আওতায় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল গঠন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয় যা দুর্যোগ মোকাবিলা, ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জনবান্ধব সরকারের জোরালো ভূমিকার কারণে দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ অনেক সক্ষমতা অর্জন করেছে। উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়সহ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি দৃশ্যমান হারে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্বে এখন বাংলাদেশ শুধু উন্নয়নের রোল মডেলই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাতেও রোল মডেল।

দক্ষ জনবল ও স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে দুর্যোগে পূর্ব প্রস্তুতির কারণে জীবন-সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অভূত-পূর্ব অগ্রগতি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করতে বিশেষ অবদান রেখেছে। ফলে জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' ২০৪১ সালে বিশ্বে উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ করবে।

স্মারক গ্রন্থটি ভবিষ্যত প্রজন্মকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে পরিচিতি দান করবে বলে আমি আশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এ বি তাজুল ইসলাম এমপি

Chairman
Parliamentary Standing Committee
Ministry of Disaster Management and Relief

Message

I am very happy and proud to know that a commemorative book is going to be published by the Ministry of Disaster Management and Relief on the occasion of the birth centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

On 12 November 1970, a devastating cyclone "Gorki' killed at least one million people and damaged huge property. After the birth of independent Bangladesh, farsighted Bangabandhu established Cyclone Preparedness Programme (CPP) to take effective measures against cyclones and natural disasters in the coastal part of the country as part of his sincere efforts to rebuild war-torn Bangladesh.

After the formation of the Awami League Government in 1996 under the leadership of Sheikh Hasina, the Standing Orders on Disaster-1997 was formulated. It was updated in 2019 for the 2nd time. Within the framework of the Disaster Management Act, 2012 the National Disaster Management Council (NDMC) was formed and the Department of Disaster Management was established, which are contributing significantly towards disaster risk reduction and disaster management. Due to the strong role of the people-friendly government, Bangladesh has gained a lot of capability in dealing with disasters. We have been able to reduce the loss of lives and property due to cyclones and other natural disasters in the coastal areas at a visible rate. Following this, Bangladesh is now not only a role model of development in the world, but also a role model in dealing with natural disasters.

Owing to the pre-disaster preparedness through skilled manpower and volunteers, unprecedented social progress including the protection of life and properties and upgradation of natural environment has made a significant contribution to the transformation of Bangladesh from a least developed country to a developing country. As a result, Bangabandhu's dream of 'Sonar Bangla' will become a developed country by 2041.

I hope this Memorial Book will acquaint future generations with Bangabandhu's farsighted vision in disaster management.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu
May Bangladesh Live Forever.

A B Tajul Islam MP

সচিব

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করছে। দেশের প্রথিতযশা লেখক ও বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধুর অবদান তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এই প্রয়াস।

দুর্গত মানুষের কল্যাণে বঙ্গবন্ধু ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করে ত্রাণের পাশাপাশি ঝুঁকিহ্রাসের কার্যকর উপায় বের করেছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়ন ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে তিনি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন যা পর্যায়ক্রমে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পর উপকূলের দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালে ঘূর্ণিঝড়জনিত প্রাণহানি রোধ ও সম্পদ রক্ষায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠা করেন। উপকূল জুড়ে মাটির উঁচু ঢিবি নির্মাণ করেন, স্থানীয় জনগণ ভালোবেসে যার নাম দেন 'মুজিব কিল্লা'। সিপিপি ও মুজিব কিল্লাসহ জনঘনিষ্ঠ উদ্যোগসমূহ ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আরও সুদৃঢ় করেছেন। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে দুর্যোগ-পূর্ব প্রস্তুতি ও সাড়াদান কার্যক্রম জোরদার করার ফলে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি বিশেষ করে প্রাণহানির সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারালেও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও পূর্ব প্রস্তুতির কারণে ২০২০ সালের ঘূর্ণিঝড় আম্পানে মাত্র ১০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে ।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের বহুল অর্জনের প্রশংসা আজ পৃথিবীব্যাপী ধ্বনিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায়ও বিশ্বব্যাপী 'রোল মডেল'। এই অর্জনের পিছনে, জাতির পিতার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও উদ্যোগ ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

আজ এই মাহেন্দ্রক্ষণে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থটির সফলতা কামনা করছি। এই স্মারকগ্রন্থ যাঁদের লেখনীতে সমৃদ্ধ হয়েছে, যাঁদের চেষ্টায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ মোহসীন

Secretary

Ministry of Disaster
Management and Relief

A memorial book titled 'Bangabandhu in Disaster Risk Reduction' is going to be published on the occasion of the birth centenary of the greatest Bangalee of all time and the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. This is an effort to highlight Bangabandhu's contribution in disaster risk management from the viewpoint and insights of the renowned writers and experts.

Throughout his life, Bangabandhu was dedicated towards the welfare of the distressed people. He realised the significance of disaster risk management and paved the path for effective ways in disaster risk reduction as well as humanitarian assistance. He initiated a longterm plan for development and disaster risk reduction of post independent Bangladesh which consequently contributed to develop capacity in disaster risk management.

Bangabandhu stood beside the disaster survivors in the coastal area after the 1970's cyclone. From the experience, a Cyclone Preparedness Programme (CPP) was established in 1973 to prevent the loss of lives and protect assets. Earthen mounds for emergency evacuation were built in the coastal areas as a safe haven for the livestock which the local people named 'Mujib Killa' out of affection. The CPP and Mujib Killa along with people associated initiatives have been playing a vital role to reduce the loss and damages significantly from cyclones and tidal surges over the years.

Following the footprint of the Father of the Nation, his worthy daughter, Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina has further solidified the disaster risk reduction related activities. Under her dynamic leadership, disaster preparedness and response programs have been strenghthened. It has led to reduced causalties and damaged properties from floods and cyclones. While around 1 million people lost their lives from the catastrophic 1970's cyclone, only 10 people died from Cyclone 'Amphan' in 2020. It was a result of the combined effort of modern technologies and people centered disaster preparedness programs.

Today, the leadership of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina is pronounced worldwide for achieving great success and Bangladesh is now the 'Role Model' in disaster risk reduction. The initiative and plans related to disaster management of the Father of the Nation have worked as the foundation behind the achievement.

On this auspicious occasion, I convey my heartfelt gratitude to those who provided guidance and valuable contribution towards the publication of this memorial book.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu
May Bangladesh live forever.

Md. Mohsin

অভিব্যক্তি

অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বিশ্ব-অতিমারি কভিড-১৯ এর ভয়ংকর থাবার মধ্যেও জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে বহু কাঙ্খিত 'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির বাণী এবং সচিব মহোদয়ের শুভেচ্ছা বক্তব্য গ্রন্থটিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর রচিত বাংলা প্রবন্ধ 'শেখ মুজিব- আমার পিতা' ইংরেজিতে অনুবাদসহ প্রকাশের সানুগ্রহ অনুমোদন দিয়ে আমাদেরকে চিরঋণে আবদ্ধ করেছেন। স্বনামধন্য ও সম্মানিত লেখকগণের প্রেরিত নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁদের হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মোঃ এনামুর রহমান এমপি স্মারকগ্রন্থটির বিষয়ে নিয়মিত খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মোহসীন স্মারকগ্রন্থটিকে অর্থবহ, তাৎপর্যপূর্ণ ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে শ্রম, মেধা ও মনন দিয়েছেন তার তুলনা হয়না। তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

বিভিন্ন পর্যায়ে নিরলস শ্রম, মেধা ও প্রতিভার সমন্বয়ে নান্দনিক সৌন্দর্য সংযোজন, সাহিত্য-সম্পাদনা এবং অনুবাদ কাজে প্রশংসনীয় সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

বর্তমান ও আগামী প্রজন্ম এবং গবেষকদের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এটি এক অনন্য 'স্মৃতিভাস্বর' ও দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিশ্ব-অতিমারি এবং লক-ডাউন পরিস্থিতিতে প্রকাশনা কাজের বাস্তবিক প্রতিকূলতা বিবেচনায় মুদ্রণ-প্রমাদ জনিত ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে নিয়ে সুধী পাঠক মহলে স্মারকগ্রন্থটি সমাদৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা কমিটি

EXPRESSION

We feel blessed to be able to publish the much-coveted memoir titled 'Bangabandhu in Disaster Risk Reduction' on the occasion of the birth centenary of the Father of the Nation 'Mujibbarsha' in the midst of the terrifying clutches of the global pandemic COVID-19 after going through many ups and downs.

The messages from His Excellency the President of the People's Republic of Bangladesh, Hon'ble Prime Minister, Hon'ble Minister of State in the Ministry of Disaster Management and Relief, Hon'ble Chairman of the Parliamentary Standing Committee and the Secretary's Greetings have enriched the book.

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina has bound us forever by approving the publication of the Bengali essay 'Sheikh Mujib- My Father' written by her with English translation. Articles written by well-known and respected writers reflect their heartfelt esteem and love for Bangabandhu. Our humble respect and gratitude to all of them.

Hon'ble State Minister Dr. Md. Enamur Rahman MP has regularly inquired about the memorandum and provided inspiration. We are grateful to him. Respected and dynamic Secretary Mr. Md. Mohsin has done his best from the beginning to the end to make the memorandum authentic, significant and successful. Our gratitude to him knows no bound.

Many thanks and best wishes to all concerned for their tireless work on various levels of aesthetic beauty, literary editing and translation.

We believe that it will be considered as a unique 'memoir' and document on disaster management in on the life of Bangabandhu for the present and future generations and the researchers. Our relentless efforts will be fruitful if the memorandum is appreciated by the learned readers with a forgiving look at the errors and omissions caused by typographical faults considering the actual adversity of the publishing work in the pandemic situation with lock-down.

Commemoration Publication Committee

সূ চি প ত্র

পৃষ্ঠা

শেখ মুজিব-আমার পিতা ০১
শেখ হাসিনা

ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় টেকসই উন্নয়ন ১৫
ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

দুর্যোগে-দুঃসময়ে বঙ্গবন্ধু ২৫
ড. আতিউর রহমান

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাঃ ৩৫
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুশাসনের আলোকে
অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন ও অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধুর দর্শন ৪৫
ড. আতিক রহমান

বঙ্গবন্ধু দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পথিকৃৎ ৬৩
মোঃ মোহসীন

বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের বিশ্ব-নন্দিত সিপিপি ৭৩
মুহাম্মদ সাইদুর রহমান

জেগে থাকার সাহস শৃঙ্খলমুক্তির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু ৮৭
অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম

হবে হবে প্রভাত হবে, আঁধার যাবে কেটে ৯৯
অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী শ্লোগানঃ মুজিব লোকান্তরে, মুজিব বাংলার ঘরে ঘরে ১১৩
কামাল চৌধুরী

বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ড এবং দায়মুক্তি অধ্যাদেশঃ অমোচনীয় কলঙ্কের ইতিহাস ১২১
অধ্যাপক ড. এম এ মান্নান

বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টাঃ শেখ মুজিবুর রহমান ১৪১
সেলিনা হোসেন

বঙ্গবন্ধুঃ ইস্পাতে গড়া শাণিত সূর্য ১৫৭
অধ্যাপক ড. শিরীণ আখতার

টুঙ্গিপাড়ায়ই তাঁর যাত্রা শেষ হলো ১৭৩
অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

CONTENT

	Page
Skeikh Mujib My Father Sheikh Hasina	01
Sustainable Development in Relief and Disaster Management Mohammad Farashuddin	15
Bangabandhu's Response to Disasters Dr. Atiur Rahman	25
Disaster Risk Management in Bangladesh: Revisiting through the Good Governance of Bangabandhu Professor Dr. Khondoker Mokaddem Hossain and Professor Dr. Mahbuba Nasreen	35
The Vision of Bangabandhu in Climate Change and Disaster Managemnet Dr. Atiq Rahman	45
Bangabandhu: The Pioneer in Disaster Risk Management Md. Mohsin	63
Bangabandhu and Cyclone Preparedness Programme (CPP) of Bangladesh Mohammad Saidur Rahman	73
The courage to stay awake : Bangabandhu- A great hero of freedom Prof. Dr. Rafiqul Islam	87
Surely the dawn shall come, shall fade away the darkness AAMS Arefin Siddique	99
Slogan against the killing of Bangabandhu Kamal Chowdhury	113
Bangabandhu's Brutal Murder and Indemnity Ordinance: A History of Ineffaceable Disgrace Professor Dr. M A Mannan	121
The visionary of the Bangalees: Sheikh Mujibur Rahman Selina Hossain	141
Bangabandhu: Steel-nerved stimulated Sun Prof. Dr. Shireen Akhter	157
His journey was over at Tungipara Dr. Syed Anwar Hossain	173

অভিব্যক্তি

অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বিশ্ব-অতিমারি কভিড-১৯ এর ভয়ংকর থাবার মধ্যেও জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে বহু কাঙ্খিত 'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির বাণী এবং সচিব মহোদয়ের শুভেচ্ছা বক্তব্য গ্রন্থটিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর রচিত বাংলা প্রবন্ধ 'শেখ মুজিব- আমার পিতা' ইংরেজিতে অনুবাদসহ প্রকাশের সানুগ্রহ অনুমোদন দিয়ে আমাদেরকে চিরঋণে আবদ্ধ করেছেন। স্বনামধন্য ও সম্মানিত লেখকগণের প্রেরিত নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁদের হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মোঃ এনামুর রহমান এমপি স্মারকগ্রন্থটির বিষয়ে নিয়মিত খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মোহসীন স্মারকগ্রন্থটিকে অর্থবহ, তাৎপর্যপূর্ণ ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে শ্রম, মেধা ও মনন দিয়েছেন তার তুলনা হয়না। তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

বিভিন্ন পর্যায়ে নিরলস শ্রম, মেধা ও প্রতিভার সমন্বয়ে নান্দনিক সৌন্দর্য সংযোজন, সাহিত্য-সম্পাদনা এবং অনুবাদ কাজে প্রশংসনীয় সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

বর্তমান ও আগামী প্রজন্ম এবং গবেষকদের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এটি এক অনন্য 'স্মৃতিভাস্বর' ও দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিশ্ব-অতিমারি এবং লক-ডাউন পরিস্থিতিতে প্রকাশনা কাজের বাস্তবিক প্রতিকূলতা বিবেচনায় মুদ্রণ-প্রমাদ জনিত ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে নিয়ে সুধী পাঠক মহলে স্মারকগ্রন্থটি সমাদৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা কমিটি

EXPRESSION

We feel blessed to be able to publish the much-coveted memoir titled 'Bangabandhu in Disaster Risk Reduction' on the occasion of the birth centenary of the Father of the Nation 'Mujibbarsha' in the midst of the terrifying clutches of the global pandemic COVID-19 after going through many ups and downs.

The messages from His Excellency the President of the People's Republic of Bangladesh, Hon'ble Prime Minister, Hon'ble Minister of State in the Ministry of Disaster Management and Relief, Hon'ble Chairman of the Parliamentary Standing Committee and the Secretary's Greetings have enriched the book.

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina has bound us forever by approving the publication of the Bengali essay 'Sheikh Mujib- My Father' written by her with English translation. Articles written by well-known and respected writers reflect their heartfelt esteem and love for Bangabandhu. Our humble respect and gratitude to all of them.

Hon'ble State Minister Dr. Md. Enamur Rahman MP has regularly inquired about the memorandum and provided inspiration. We are grateful to him. Respected and dynamic Secretary Mr. Md. Mohsin has done his best from the beginning to the end to make the memorandum authentic, significant and successful. Our gratitude to him knows no bound.

Many thanks and best wishes to all concerned for their tireless work on various levels of aesthetic beauty, literary editing and translation.

We believe that it will be considered as a unique 'memoir' and document on disaster management in on the life of Bangabandhu for the present and future generations and the researchers. Our relentless efforts will be fruitful if the memorandum is appreciated by the learned readers with a forgiving look at the errors and omissions caused by typographical faults considering the actual adversity of the publishing work in the pandemic situation with lock-down.

Commemoration Publication Committee

সূ চি প ত্র

পৃষ্ঠা

শেখ মুজিব-আমার পিতা ০১
শেখ হাসিনা

ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় টেকসই উন্নয়ন ১৫
ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

দুর্যোগে-দুঃসময়ে বঙ্গবন্ধু ২৫
ড. আতিউর রহমান

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাঃ ৩৫
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুশাসনের আলোকে
অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন ও অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধুর দর্শন ৪৫
ড. আতিক রহমান

বঙ্গবন্ধু দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পথিকৃৎ ৬৩
মোঃ মোহসীন

বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের বিশ্ব-নন্দিত সিপিপি ৭৩
মুহাম্মদ সাইদুর রহমান

জেগে থাকার সাহস শৃঙ্খলমুক্তির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু ৮৭
অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম

হবে হবে প্রভাত হবে, আঁধার যাবে কেটে ৯৯
অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী শ্লোগানঃ মুজিব লোকান্তরে, মুজিব বাংলার ঘরে ঘরে ১১৩
কামাল চৌধুরী

বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ড এবং দায়মুক্তি অধ্যাদেশঃ অমোচনীয় কলঙ্কের ইতিহাস ১২১
অধ্যাপক ড. এম এ মান্নান

বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টাঃ শেখ মুজিবুর রহমান ১৪১
সেলিনা হোসেন

বঙ্গবন্ধুঃ ইস্পাতে গড়া শাণিত সূর্য ১৫৭
অধ্যাপক ড. শিরীণ আখতার

টুঙ্গিপাড়ায়ই তাঁর যাত্রা শেষ হলো ১৭৩
অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

CONTENT

Page

Skeikh Mujib My Father 01
Sheikh Hasina

Sustainable Development in Relief and Disaster Management 15
Mohammad Farashuddin

Bangabandhu's Response to Disasters 25
Dr. Atiur Rahman

Disaster Risk Management in Bangladesh:
Revisiting through the Good Governance of Bangabandhu 35
Professor Dr. Khondoker Mokaddem Hossain and Professor Dr. Mahbuba Nasreen

The Vision of Bangabandhu in Climate Change and Disaster Managemnet 45
Dr. Atiq Rahman

Bangabandhu: The Pioneer in Disaster Risk Management 63
Md. Mohsin

Bangabandhu and Cyclone Preparedness Programme (CPP) of Bangladesh 73
Mohammad Saidur Rahman

The courage to stay awake : Bangabandhu- A great hero of freedom 87
Prof. Dr. Rafiqul Islam

Surely the dawn shall come, shall fade away the darkness 99
AAMS Arefin Siddique

Slogan against the killing of Bangabandhu 113
Kamal Chowdhury

Bangabandhu's Brutal Murder and Indemnity Ordinance:
A History of Ineffaceable Disgrace 121
Professor Dr. M A Mannan

The visionary of the Bangalees: Sheikh Mujibur Rahman 141
Selina Hossain

Bangabandhu: Steel-nerved stimulated Sun 157
Prof. Dr. Shireen Akhter

His journey was over at Tungipara 173
Dr. Syed Anwar Hossain

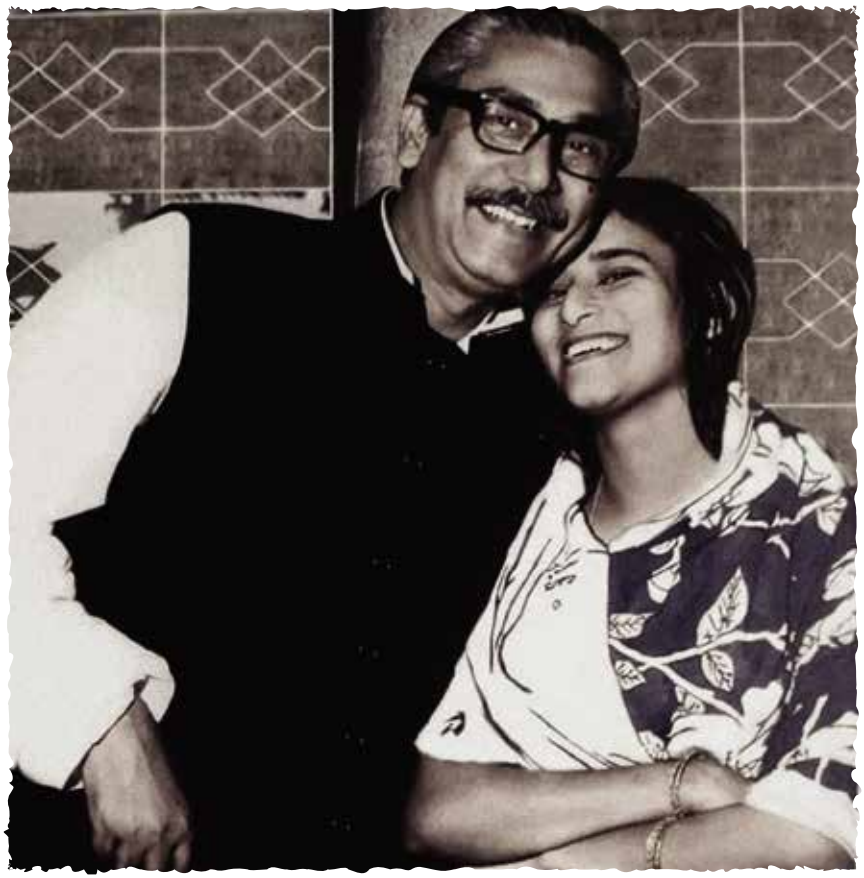

শেখ মুজিব
আমার পিতা

শেখ হাসিনা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জ্যেষ্ঠ কন্যা
ও
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Sheikh Mujib-**My Father**

Sheikh Hasina
The eldest daughter of the Father of the Nation
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman
and
Hon'ble Prime Minister of Government
of the People's Republic of Bangladesh

বাইগার নদীর তীর ঘেঁষে ছবির মতো সাজানো সুন্দর একটি গ্রাম। সে গ্রামটির নাম টুঙ্গিপাড়া। বাইগার নদী এঁকেবেকে গিয়ে মিশেছে মধুমতী নদীতে। এই মধুমতী নদীর অসংখ্য শাখানদীর একটি বাইগার নদী। নদীর দুপাশে তাল, তমাল, হিজল গাছের সবুজ সমারোহ। ভাটিয়ালি গানের সুর ভেসে আসে হালধরা মাঝির কণ্ঠ থেকে, পাখির গান আর নদীর কলকল ধ্বনি এক অপূর্ব মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলে।

সন্তানের জন্যে তিনি ছিলেন স্নেহময় পিতা, নাতি-নাতনীর কাছে মায়াময় পিতামহ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মানবিক আদর্শের নিশানা। শেখ হাসিনা, শেখ রাসেল, সজীব ওয়াজেদ জয় ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের সঙ্গে স্নেহময় মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু

He was a loving father for his children, diaphanous grandfather to his grandchildren and Bangabandhu, the father of the nation, an aiming of the humanitarian ideals. Bangabandhu, in affectionate moment with Sheikh Hasina, Sheikh Russel, Sajeeb Wazed Joy and Saima Wazed Putul

There is a beautiful and picturesque village on the bank of the river Baigar. The name of that village is Tungipara. The river Baigar reaches the Madhumati river by following a meandering course. The river Baigar is one of numerous branches of this river Madhumati. There lay a green foliage of palm-tomal-hijal trees on both sides of the river. The songs of 'Bhatiali' float from boatmen on this river. The splashing of the oars, the chirping of birds and the ripples of river-water create a fascinating environment.

The river Madhumati has flown by this village nearly for two centuries ago. Habitats were then built up on its bank. Due to the unavoidable law of nature, the river has now moved further away. Many other villages also sprang up after the surfacing of shoals. Our forefathers had arrived in this small riverine village of natural splendor and beauty and settled here with the goal of preaching Islam. Their trading and commercial activities were in fallow lands here together with the local peasants. Gradually, they built up Tungipara as a self-reliant and affluent habitat. At the outset, boats were the only mode of transport. Later, a steamer landing part developed at Gopalganj thana.

Our ancestors, purchased landed properties at Tungipara village for dwelling. They built houses there by hiring masons and artisans from Kolkata. Those were completed in 1854. The remnants of those buildings still remain as a witness of time. The Pakistani invading forces burnt down the two buildings which were used as residences till 1971.

প্রায় দু'শ বছর পূর্বে মধুমতী নদী এই গ্রাম ঘেঁষে বয়ে যেত। এই নদীর তীরে ঘেঁষেই গড়ে উঠেছিল জনবসতি। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ধীরে ধীরে নদীটি দূরে সরে যায়। চর জেগে গড়ে ওঠে আরও অনেক গ্রাম। সেই দু'শ বছর আগে ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়েই আমাদের পূর্বপুরুষরা এসে এই নদীবিধৌত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত ছোট গ্রামটিতে তাদের বসতি গড়ে তোলেন এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে। অনাবাদী জমিজমা চাষাবাদ শুরু করেন এবং গ্রামের বসবাসকারী কৃষকদের নিয়ে একটা আত্মনির্ভরশীল গ্রাম হিসেবেই এটিকে বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রামরূপে গড়ে তোলেন। যাতায়াত ব্যবস্থায় প্রথমে শুধু নৌকাই ছিল একমাত্র ভরসা, পরে গোপালগঞ্জ থানা স্টিমার ঘাট হিসেবে গড়ে ওঠে।

আমদের পূর্বপুরুষরা টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জমিজমা ক্রয় করে বসতির জন্য কলকাতা থেকে কারিগর ও মিস্ত্রি এনে দালান বাড়ি তৈরি করেন, যা সমাপ্ত হয় ১৮৫৪ সালে। এখনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই দালানের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৭১ সালে যে দুটো দালানে বসতি ছিল, পাকিস্তানি হানাদার আগুন দিয়ে সে দুটোই জ্বালিয়ে দেয়। এই দালানকোঠায় বসবাস শুরু হবার পর ধীরে ধীরে বংশবৃদ্ধি হতে থাকে আর আশপাশে বসতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এই দালানেরই উত্তরপূর্ব কোণে টিনের চৌচালা ঘর তোলেন আমার দাদার বাবা শেখ আব্দুল হামিদ। আমার দাদা শেখ লুৎফর রহমান এই বাড়িতেই সংসার গড়ে তোলেন। আর এখানেই জন্ম নেন আমার বাবা, ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ। আমার আব্বার নানা শেখ আব্দুল মজিদ। আমার আব্বার আকিকার সময় নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমার দাদির দুই কন্যাসন্তানের পর প্রথম পুত্রসন্তান আমার আব্বা। আর তাই আমার দাদির বাবা তার সমস্ত সম্পত্তি

After starting to reside in those buildings, our family began to expand and the number of settlements around the place also rose. My great grandfather Sheikh Abdul Hamid built a tin-roofed house on the north-eastern corner of that building. My grandfather Sheikh Lutfor Rahman started his family life in his dwelling. And my father was born here on 17 March 1920. My father's maternal grandfather Sheikh Abdul Majid named him Sheikh Mujibur Rahman during his Aqiqua (naming ceremony). My father was the first son of my grandmother who had two daughters earlier. My grandmother's father therefore donated all his properties to her and said during Aqiqua, "Maa (daughter) Saira, I have given your son such a name that it will be famous all over the world".

My father's childhood was spent diving in the

বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তান, দেশবাসী সবার কাছেই তিনি অনন্য মানুষ। বাবা শেখ লুৎফর রহমান, মা সায়েরা খাতুন এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
He is unparalleled person to his parents, wife, children and countrymen. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman with father Sheikh Lutfar Rahman, mother Sheikh Sayera Khatun and Bangamata Sheikh Fozilatunnesa Mujib.

দাদিকে দান করেন এবং নাম রাখার সময় বলে যান, 'মা সায়েরা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম যে নাম জগৎজোড়া খ্যাত হবে।'

আমার আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গিপাড়ার নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠো পথের ধুলোবালি মেখে। বর্ষার কাদাপানিতে ভিজে। বাবুই পাখির বাসা কেমন করে গড়ে তোলে, মাছরাঙা কীভাবে ডুব দিয়ে মাছ ধরে, কোথায় দোয়েল পাখির বাসা, দোয়েল পাখির সুমধুর সুর আমার আব্বাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করত। আর তাই গ্রামের ছোটো ছোটো ছেলেদের সঙ্গে শালিক পাখির ছানা, ময়না পাখির ছানা ধরে তাদের কথা বলা ও শিস দেওয়া শেখাতেন। বানর ও কুকুর পুষতেন, তারা তাঁর কথামতো যা বলতেন, তারা তাই করত। আবার এগুলি দেখাশোনার ভার দিতেন ছোট্ট বোন হেলেনের উপর। এই পোষা পাখি, জীবজন্তুর প্রতি এতটুকু অবহেলা তিনি সইতে পারতেন না। মাঝে মাঝে এজন্য ছোট্ট বোনকে বকাও খেতে হতো। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘেঁষে একটা সরু খাল চলে গেছে, যে খাল মধুমতী ও বাইগার নদীর সংযোগ রক্ষা করে। এই খালের পাড়েই ছিল বড়ো কাচারি ঘর। আর এই কাচারি ঘরের পাশে মাস্টার, পণ্ডিত ও মৌলবি সাহেবদের থাকার ঘর ছিল। এরা গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং তাঁদের কাছে আমার আব্বা আরবি, বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক শিখতেন।

আমাদের পূর্বপুরুষদেরই গড়ে তোলা গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া স্কুল। তখন ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাড়ি থেকে সোয়া কিলোমিটার দূর। আমার আব্বা এই স্কুলে প্রথম লেখাপড়া করেন। একবার বর্ষাকালে নৌকা করে স্কুল থেকে ফেরার সময় নৌকাডুবি হয়ে যায়। আমার আব্বা খালের পানিতে পড়ে যান। এরপর আমার দাদি তাঁকে আর ওই স্কুলে যেতে দেননি। আর একরত্তি ছেলে, চোখের মণি, গোটা বংশের আদরের দুলাল, তাঁর এতটুকু কষ্ট যেন সকলেরই কষ্ট! সেই

river-water at Tungipara and getting dusty on the rural-paths winding through the field. He used to get soaked in the muddy waters during monsoon. How the weaver-birds built their nest, how the kingfisher dived into the water to catch fish, where lay the nest of the magpie robin- the searching of all these were the usual activities of this wandering boy. My father was greatly attracted by the sweet melody of the Doel. And that is why he liked to mingle with nature by moving around the fields and ghats with small children of the village. He used to teach the little '"Shalik' and 'Mynah' birds how to speak or whistle after catching them. He had as a pet, a monkey and a dog, and they used to do whatever he told them to. Again, he used to give the responsibility of looking after them to his younger sister Helen. He could not

আদর্শ পরিবার থেকেই আসে আদর্শ দেশ ও মানুষকে ভালোবাসার শিক্ষা। একই ফ্রেমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমার, শেখ হাসিনা ও সজীব ওয়াজেদ জয় দেশসেবায় নিয়োজিত তিন প্রজন্ম।
Learning to build the ideal nation and loving the country people start from the family. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Sheikh Hasina and Sajib Wazed Joy, three generations, engaged in national services, are in the same frame.

স্কুল থেকে নিয়ে গিয়ে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। গোপালগঞ্জ আমার দাদার কর্মস্থল ছিল। সেই থেকে গোপালগঞ্জেই তিনি পড়ালেখা করতে শুরু করেন। মাঝখানে একবার দাদা মাদারীপুর বদলি হন। তখন কিছুদিনের জন্য মাদারীপুরেও আব্বা পড়ালেখা করেন। পরে গোপালগঞ্জেই তাঁর কৈশোর বেলা কাটে।

আমার আব্বার শরীর ছিল বেশ রোগা। তাই আমার দাদি সবসময়ই ব্যস্ত থাকতেন কীভাবে তাঁর খোকার শরীর ভালো করা যায়। আদর করে দাদা-দাদিও খোকা বলেই ডাকতেন। আর ভাইবোন গ্রামবাসীদের কাছে ছিলেন 'মিয়া ভাই' বলে পরিচিত। গ্রামের সহজসরল মানুষদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে তিনি মিশতেন। তাই দুধ, ছানা, মাখন ঘরেই তৈরি হতো। বাগানের ফল, নদীর তাজা মাছ সবসময় খোকার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকত। কিন্তু আমার আব্বা ছোট্ট বেলা থেকেই ছিপছিপে পাতলা ছিলেন, তাই দাদির আফসোসেরও সীমা ছিল না কেন তার খোকা একটু হৃষ্টপুষ্ট নাদুসনুদুস হয় না। খাবার বেলায় খুব সাধারণ ভাত, মাছের ঝোল, সবজিই তিনি পছন্দ করতেন। খাবার শেষে দুধ-ভাত-কলা ও গুড় খুব পছন্দ করতেন। আমার চার ফুফু ও এক চাচা ছিলেন। এই চারবোনের মধ্যে দুই বোন বড়ো ছিলেন। ছোট্ট ভাইটির যাতে কোনো কষ্ট না হয়, এজন্য সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকতেন বড়ো দুই বোন। বাকিরা ছোট্ট কিন্তু দাদা-দাদির কাছে খোকার আদর ছিল সীমাহীন। আমাদের বাড়িতে আশ্রিতের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। আমার দাদা ও দাদির বোনদের ছেলে-মেয়ে বিশেষ করে যারা পিতৃহারা-মাতৃহারা তাদেরকে দাদা-দাদি নিজেদের কাছে এনেই মানুষ করতেন। আর তাই সতেরো-আঠারোজন ছেলে-মেয়ে একই সঙ্গে বড়ো হয়ে ওঠে।

আব্বার বয়স যখন দশ বছর, তখন তাঁর বিয়ে হয়। আমার মায়ের

tolerate the slightest negligence towards these animals. Sometimes the younger sister was being scolded for that reason. There is a narrow canal on the north-western side of our house, which connects with confluence of the rivers Madhumati and Baigar. A large 'Kachari Ghar' stood on its bank. And the teachers, pundits and moulavi sahibs used to reside in rooms adjacent to this house. They were appointed as house tutors and my father used to learn Arabic, Bangla, English and Mathematics from them.

The Gimadanga Tungipara High School was built by our ancestors. It was then a primary school, located almost one and a quarter kilometre far from our house. Abba (my father) initially studied in this school. One day, his boat capsized while he was returning home from school. My father fell down in the canal water. After that, my grandmother did not allow him to go to that school ever. He was a little boy, the apple of their eyes, object of love and affection of all family-members; his slightest discomfort brought pain to others. She admitted him to Gopalganj Missionary School taking a transfer certificate from that school. Gopalganj was the place of work of my grandfather. From then on, my father started to receive education at Gopalganj. At one stage, my grandfather was transferred to Madaripur during that episode. Later, his teenage days were spent in Gopalganj.

The health condition of my father was delicate. The concern of my grandmother was therefore, focused on how to keep her 'khoka' well. My grandparents

পরিবারের কর্তা, দেশের কর্তা বঙ্গবন্ধু
The head of the family, as well as the head of the country, Bangabandhu

বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। আমার মা পিতৃহারা হবার পর তাঁর দাদা এই বিয়ে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি মা ও খালার নামে লিখে দেন। আমার খালা মায়ের থেকে তিন-চার বছরের বড়ো। আত্মীয়ের মধ্যেই দুই বোনকে বিয়ে দেন এবং আমার দাদাকে (গার্জিয়ান) মুরব্বি করে দেন। আমার মায়ের যখন ছয়-সাত বছর বয়স, তখন তাঁর মা মারা যান এবং তখন আমার দাদি কোলে তুলে নেন আমার মাকে। আর সেই থেকে একই সঙ্গে সব ছেলে-মেয়ের সঙ্গে মানুষ হন।

আমার আব্বার লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি দারুণ ঝোঁক

also called him ‘khoka’ out of affection. And he was known as ‘Mia Bhai’ to his peers and villagers. He could associate very easily with the simple village-folks. My grandmother constantly remained busy caring for improving khoka’s health. Milk, posset, butter etc. were therefore produced in the house. Fruits from the garden and fresh fish from the river were always kept ready for khoka, but my father was very lean and thin since his very childhood; therefore my grandmother regretted why her khoka

ছিল। বিশেষ করে ফুটবল খেলতে খুব পছন্দ করতেন। মধুমতী নদী পার হয়ে চিতলমারী ও মোলারহাট যেতেন খেলতে। গোপালগঞ্জে স্কুলের টিম ছিল। এদিকে আমার দাদাও খেলতে পছন্দ করতেন। আব্বা যখন খেলতেন তখন দাদাও মাঝে মাঝে খেলা দেখতে যেতেন। দাদা আমাদের কাছে গল্প করতেন যে, তোমার আব্বা এত রোগা ছিল যে, বলে জোরে লাথি মেরে মাঠে গড়িয়ে পড়তো। আব্বা যদি ধারেকাছে থাকতেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করতেন। আমরা তখন সত্যিই খুব মজা পেতাম। এর পেছনে মজার ঘটনা হলো, মাঝে মাঝে আব্বার টিম ও দাদার টিমের মধ্যেও খেলা হতো। আমি যখন ওই সমস্ত এলাকায় যাই, অনেক বয়স্ক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়, যারা আব্বার ছোটোবেলার কথা বলেন। আমাদের বাড়িতে এই খেলার অনেক ফটো ও কাগজ ছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ফলে সব শেষ হয়ে যায়।

তিনি ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত হৃদয়বান ছিলেন। তখনকার দিনে

পারিবারিক মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu in a family moment

সপরিবারে বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu with his family

did not become plump with nutrition. During food intakes, he preferred ordinary rice, fish curry and vegetables. After taking food, he liked to eat rice with milk, banana and molasses. I have four aunts and one uncle. Of these sisters, two were older. These older sisters were always alert so that their younger brother would not face any discomfort. The rest were younger, but the affection, khoka received from my grandparents was limitless. People who lived in our house were also numerous. The children of my grandparents' sisters, especially those who had been orphaned, were brought to our house to groom them properly. Therefore around 17-18 children were growing up in our house at the same time.

My father was married when he was ten years old. My mother's age was then only three years. After my

দাদি বেগম ফজিলাতুন্নেসার কোলে সজীব ওয়াজেদ জয়
Sajeeb Wazed Joy with his grand mother Begum Fazilatunnesa

ছেলেদের পড়াশোনার তেমন সুযোগ ছিল না। অনেকে বিভিন্ন বাড়িতে জায়গির থেকে পড়াশোনা করতো। চার-পাঁচ মাইল পথ হেঁটে স্কুলে আসতে হতো। সকালে ভাত খেয়ে স্কুলে আসত। আর

mother lost her father, her grandfather gave all his property to her and my aunt's names in writing following their marriages. My aunt was three years

সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় অনেক দূর হেঁটে তাদের ফিরতে হতো। যেহেতু আমাদের বাড়িটা ছিল ব্যাংক পাড়ায়, আব্বা তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে ফিরে দুধভাত খাবার অভ্যাস ছিল এবং সকলকে নিয়েই তিনি খাবার খেতেন। দাদির কাছে শুনেছি, আব্বার জন্য মাসে কয়েকটা ছাতা কিনতে হতো। কারণ আর কিছুই নয়। কোনো ছেলে গরিব, ছাতা কিনতে পারে না, দূরের পথ রোদ বা বৃষ্টিতে কষ্ট হবে দেখে তাদের ছাতা দিয়ে দিতেন। এমনকি পড়ার বই ও মাঝে মাঝে দিয়ে আসতেন।

দাদির কাছে গল্প শুনেছি, যখন ছুটির সময় হতো তখন দাদি আমগাছের নিচে এসে দাঁড়াতেন। খোকা আসবে দূর থেকে রাস্তার উপর নজর রাখতেন। একদিন দেখেন, তার খোকা গায়ের চাদর জড়িয়ে হেঁটে আসছে, পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি নেই। কী ব্যাপার? এক গরিব ছেলেকে তার শত ছিন্ন কাপড়ে দেখে সব দিয়ে এসেছেন। আমার দাদা-দাদি অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। আমার আব্বা যখন কাউকে কিছু দান করতেন, তখন কোনদিনই বকাঝকা করতেন না; বরং উৎসাহ দিতেন। আমার দাদা ও দাদির এই উদারতার আরও অনেক নজির রয়েছে।

স্কুলে পড়তে পড়তে আব্বার বেরিবেরি রোগ হয় এবং চোখ খারাপ হয়ে যায়। ফলে চার বছর লেখাপড়া বন্ধ থাকে। তিনি সুস্থ হবার পর পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন। এই সময় আব্বার একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন, তাঁর নাম হামিদ মাস্টার। তিনি ছিলেন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় এবং বহু বছর জেল খাটেন। পরবর্তী পর্যায়ে আব্বা বিভিন্ন সময় যখন জেলে থাকতেন অথবা পুলিশ গ্রেফতার করতে আসতো, আমার দাদি মাঝে মাঝেই সেই মাস্টার সাহেবের নাম নিতেন আর কাঁদতেন। এমনিতে আমার দাদা-দাদি অত্যন্ত উদার মনের মানুষ ছিলেন। ছেলের কোনো কাজে কখনো তাঁরা বাধা

senior to my mother. Their grandfather married off the two sisters with relatives and made my paternal grandfather their guardians. When my mother was 6-7 years old, her mother also died. My paternal grandmother then took my mother in her arms. And from then on, she was groomed together with the rest of the children.

Side by side with receiving education, Abba was very fond of sports. Especially, he liked to play football. He used to go to Chitalmari and Mollarhat by crossing of the Madhumati for playing. There was a school team of Gopalgonj. My grandfather also liked to play. He used to visit the playgroud when Abba was playing. Grandfather used to tell us the story later: ‘Your father was so frail that he fell on the ground after forcefully kicking the ball.’ If Abba was standing nearby, he used to protest. We then really enjoyed these discussions. An interesting happening was that matches were played between Abba’s and grandfather’s teams also. Even now, when I visit those places, I come across many elderly peoples who speak about Abba’s childhood days. There were many photos and papers about those games. The Pakistani invading forces set our house on fire in 1971. As a result, everything was burnt and destroyed.

My father was a warm-hearted person since his childhood. At that time, the boys did not have much opportunity for pursuing education. Many individuals used to pursue education by taking ‘jaigirs’ (a system of getting food and accommodation in exchange for providing tuition to children of the host

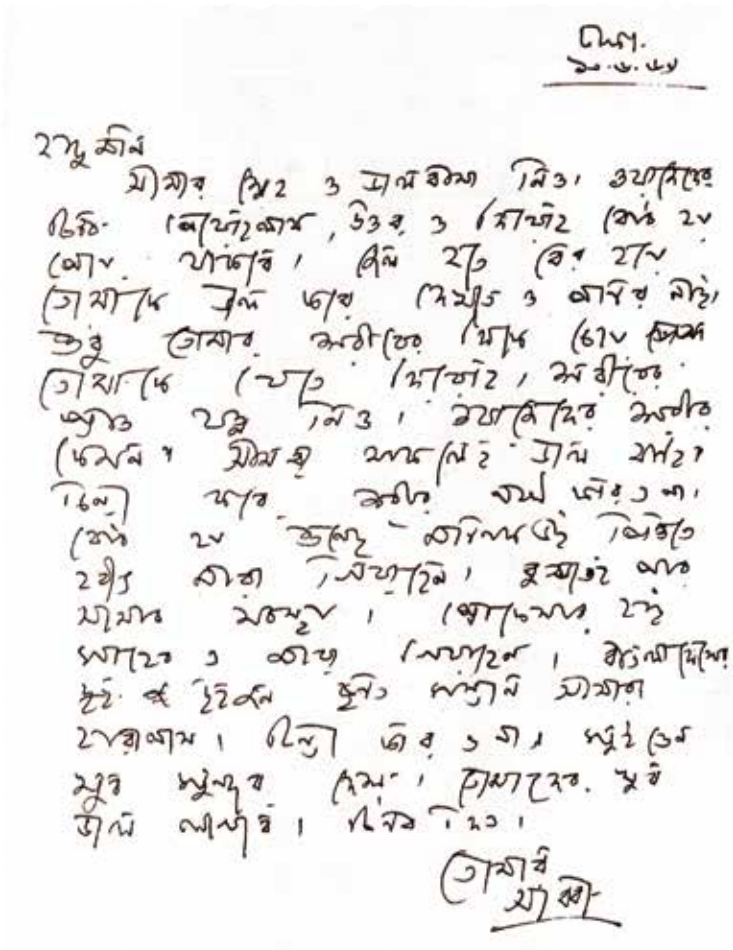

১৯৬৯ সালে জ্যেষ্ঠ কন্যাকে লেখা পিতার চিঠি
Father's letter to his dear daughter written in 1969

দিতেন না বরং উৎসাহ দিতেন। অত্যন্ত মুক্ত পরিবেশে আমার বাবার মনের বিকাশ ঘটেছে। প্রতিটি কাজ, যখনই যেটা ন্যায়সঙ্গত মনে হয়েছে, আমার দাদা তা করতে নিষেধ না করে বরং উৎসাহ দিয়েছেন। আব্বার একজন স্কুল মাস্টার একটা সংগঠন গড়ে

family). Students had to reach schools after walking a distance of 4-5 miles. They used to come to school after eating rice. They had to return home walking a long distance without a meal for the whole day. As our house was located in the 'bank-para' area, Abba used to bring them home. He had the habit of taking rice with milk and used to share food with others. I heard from my grandmother that a number of umbrellas had to be bought for my father every month. The reason was he used to give away his umbrellas to those who could not buy one; it pained him to see them suffer due to sun and rain. Sometimes, he even used to give away his text-books.

I heard from my grandmother that she used to stand under the mango tree when the school-hours were over. She used to keep on eye on the road as Khoka coming with a wrapper in his body, without any Pajama (trousers) or Panjabi. What had happened? He had donated his dress to a poor boy who wore torn and disheveled clothing. My grandparents were very generous. When my father donated anything, they never scolded him; rather they used to encourage him. There were many other instances of this liberal attitude of my grandparents.

While studying in school, Abba was diagnosed with beriberi disease and his eyesight was gravely affected. As a result, his education had to be stopped for four years. At that juncture, he had a house-tutor named Hamid Master, who was active in the anti-British movement and remained imprisoned for many years. Later, when Abba had to go to jail at

তোলেন এবং বাড়ি-বাড়ি ঘুরে ধান, টাকা, চাল জোগাড় করে গরিব মেধাবী ছেলেদের সাহায্য করতেন। অন্যতম সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন এবং অন্যদের উৎসাহ দিতেন। যেখানে কোনো অন্যায় দেখতেন, সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করতেন। একবার একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি প্রথম সরকার-সমর্থকদের দ্বারা ষড়যন্ত্রের শিকার হন ও গ্রেফতার হয়ে কয়েকদিন জেলে থাকেন।

কৈশোরেই তিনি খুব বেশি অধিকার সচেতন ছিলেন। একবার যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা গোপালগঞ্জে সফরে যান এবং স্কুল পরিদর্শন করেন। সেই সময় সাহসী কিশোর মুজিব তাঁর কাছে স্কুল ঘরে বর্ষার পানি পড়ার অভিযোগ তুলে ধরেন এবং মেরামত করাবার অঙ্গীকার আদায় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গোপালগঞ্জ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে তিনি কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যান। তখন বেকার হোস্টেলে থাকতেন। এই সময় তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। হলওয়ে মনুমেন্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন সক্রিয়ভাবে। এই সময় থেকে তাঁর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয়।

১৯৪৬ সালে তিনি বি. এ. পাস করেন। পাকিস্তান-ভারত ভাগ হবার সময় যখন দাঙ্গা হয়, তখন দাঙ্গা দমনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। কাজ করে যেতেন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। আমার মেজ ফুফু তখন কলকাতায় থাকতেন। ফুফুর কাছে শুনেছি, মাঝে মাঝে অভুক্ত অবস্থায় হয়তো দুদিন বা তিন দিন কিছু না খেয়ে কাজ করে গেছেন। মাঝে মাঝে যখন ফুফুর খোঁজখবর নিতে যেতেন, তখন ফুফু জোর করে কিছু খাবার খাইয়ে দিতেন। অন্যায় তিনি কোনো দিনই প্রশ্রয় দিতেন না। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে তিনি

different times and the police came to arrest him, my grandmother recalled the name of that Master Sahib and cried. My grandparents never obstructed any activity of their son, rather they encouraged him. My father's mental horizon flourished in a very open atmosphere. Whenever any task appeared to be just, my grandfather encouraged him instead of opposing. One of Abba's school-masters set up a small organization; he used to help the poor, meritorious boys, and by moving from door to door collecting paddy, money and rice. Abba used to work with him as one of the prominent and active workers, and encouraged others to do so. Whenever he saw any injustice, he used to protest. Once when he protested an injustice, he became the victim of a conspiracy by government-supporters and had to stay in jail for a few days after getting arrested.

He was very conscious about people's rights during his adolescence. Once the Chief Minister of the united Bengal, Sher-e-Bangla came to Gopalganj on a visit and inspected his school. During that episode, the courageous teenager Mujib attracted everybody's attention when he articulated the complaint about leakage of monsoon water into school and succeeded in eliciting the pledge of having it repaired.

After passing matriculation from the Gopalganj School, he went to Islamia College in Kolkata. He used to stay there at Bekar Hostel. At this time, he came in touch with Hossain Shahid Suhrawardy. He got actively involved in the Hallway Monument Movement. His active participation in politics

কখনও পিছপা হননি ।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন । তখন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন দেন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন । সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করতে গিয়ে গ্রেফতার হন । অল্প কয়েক দিন পর মুক্তি পান । এই সময় পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করার কথা ঘোষণা দেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এবং উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি বাঙালি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে । ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে । এ আন্দোলনে ১৯৪৯ সালে আমার আব্বা গ্রেফতার হন । আমি তখন খুবই ছোট্ট আর আমার ছোট্ট ভাই কামাল কেবল জন্মগ্রহণ করেছে । আব্বা ওকে দেখারও সুযোগ পাননি ।

একটানা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দি ছিলেন । সেই সময় আমাদের দুই ভাইবোনকে নিয়ে আমার মা দাদা-দাদির কাছেই থাকতেন । একবার একটা মামলা উপলক্ষে আব্বাকে গোপালগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হয় । কামাল তখন অল্প অল্প কথা বলা শিখেছে । কিন্তু আব্বাকে ও কখনও দেখেনি । চেনেও না । আমি যখন বারবার আব্বার কাছে ছুটে যাচ্ছি 'আব্বা আব্বা' বলে ডাকছি, ও শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে ।

গোপালগঞ্জ থানায় একটা বড়ো পুকুর আছে, যার পাশে বড়ো খোলা মাঠ । ওই মাঠে আমরা দুই ভাইবোন খেলা করতাম ও ফড়িং ধরার জন্য ছুটে বেড়াতাম । আর মাঝে মাঝেই আব্বার কাছে ছুটে আসতাম । অনেক ফুল-পাতা কুড়িয়ে এনে থানার বারান্দায় কামালকে নিয়ে খেলতে বসেছি । ও হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হাসু আপা তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি ।' কামালের সেই কথা আজও যখন মনে পড়ে, আমি তখন চোখের পানি রাখতে

commenced from that juncture.

He passed BA in 1946. He played an active role in halting the riot that started during the partition of India-Pakistan. He used to work by risking his life. My second Fupu (paternal aunt) used to live in Kolkata then. I heard from Fupu, he sometimes worked for two to three days at a stretch without taking any food. When he occasionally went to Fupu's house for enquiring about their well being, she forcibly made him eat something. He never supported injustice. He never compromised on the question of establishing truth and justice even by risking his own life.

He got admitted to the Faculty of Law of University of Dhaka after the establishment of Pakistan. At that time, he lent support and actively participated in the movement of class three and class four employees. He was arrested while observing a location strike before the secretariat. He was released a few days later. At this time, Mohammad Ali Jinnah gave a declaration about the drafting of Pakistan constitution; when Jinnah announced that Urdu should be the state language of Pakistan, all the Bengalis in the then East Pakistan began to protest. The student community actively participated in this movement. My father was arrested during the movement in 1949. I was then of a very tender age, and my younger brother Kamal was just born. Abba did not even get the opportunity to see him.

He was in captivity until 1952. At that time, my mother used to reside at my grandparents' house along with us, my brother and I. Once Abba was

পারি না! আজ ও নেই, আমাদের আব্বা বলে ডাকারও কেউ নেই। ঘাতকের বুলেট শুধু আব্বাকেই ছিনিয়ে নেয়নি; আমার মা, কামাল, জামাল, ছোট্ট রাসেলও রেহায় পায়নি। রেহায় পায়নি কামাল-জামালের নব পরিণীতা বধূ সুলতানা ও রোজী, যাঁদের হাতের মেহেদি রং বুকের রক্তে, মিশে একাকার হয়ে গেছে। খুনিরা এখানেই শেষ করেনি, আমার একমাত্র চাচা শেখ নাসের, তরুণ নেতা আমার ফুফাত ভাই শেখ মণি, আমার ছোট্ট বেলার খেলার সাথী শেখ মণির অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজুকে খুন করেছে। এই খুনিরা একই সাথে আক্রমণ করেছে আব্দুর রব সেরনিয়াবাত (আমার ফুফা), তাঁর তেরো বছরের কন্যা বেবী, দশ বছরের ছেলে আরিফকে, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আবুল হাসনাত আব্দুলাহর চার বছরের শিশু পুত্র বাবুও খুনিদের হাত থেকে রেহায় পায়নি। কর্নেল জামিল, যিনি আমার পিতার জীবন রক্ষার জন্য ঘুম থেকে উঠে ছুটে এসেছিলেন- তাঁকেও তারা হত্যা করে। এ কেমন বর্বর নিষ্ঠুরতা?

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর পৈতৃক ভিটা পুড়িয়ে দেয় পাকিস্তান সেনাবাহিনী
Bangabandhu's ancestral home was burnt down by Pakistan Army in 1971

brought to Gopalganj in connection with a case. Kamal had then learned to speak a bit. But he had never seen Abba, nor did he know him. When I was repeatedly rushing to Abba and calling him 'Abba, Abba', he only looked on in amazement.

There was a big pond in Gopalganj thana, beside which was a large open field. We brother and sister used to play there, ran around to catch grasshoppers and occasionally came back towards Abba. After gathering many flowers and leaves, I sat down with Kamal for playing on the veranda of the police station. He suddenly asked me, ' Hasu Apa, please allow me to call your Abba as Abba.' When I recall those words of Kamal, I cannot hold back my tears. Today he is no more alive, we have none to call 'Abba'. The bullets of the assassins not only snatched away Abba, they did not spare even my mother, Kamal, Jamal and little brother Russel. Sultana and Rosy, newly-married wives of Kamal and Jamal, were also not spared; the colour of henna in their hands had mingled with their blood. The murderers did not stop there. They killed my lone uncle Sheikh Naser, youth leader and my cousin Sheikh Moni, his pregnant wife and my playmate of childhood days Arzu. These killers simultaneously attacked Abdur Rab Serniabat (husband of my aunt), his thirteen-year old daughter Baby, ten-years old Arif. Even the four-years old son Babu of Mr. Serniabat's elder son Abul Hasnat Abdullah was not spared by the murderers. Colonel Jamil, who had rushed towards our house after waking up to save my father's life was also killed. What kind of barbarous cruelty was this? My second

আজও গুলির আঘাতে পঙ্গু হয়ে আছেন আমার মেজ ফুফু ।

যেদিন কামাল আব্বাকে 'আব্বা' ডাকার অনুমতি চেয়েছিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে আব্বার কাছে নিয়ে যাই । আব্বাকে ওর কথা বলি । আব্বা ওকে কোলে তুলে নিয়ে অনেক আদর করেন । আজ আর তারা কেউই বেঁচে নেই- আজ যে বার বার আমার মন আব্বাকে ডাকার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে । মায়ের স্নেহ, ভাইদের সান্নিধ্য পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি, কিন্তু শত চিৎকার করলেও তো কাউকে আমি পাবো না । কেউ তো আর সাড়া দিতে পারবে না । তাদের জীবন নৃশংসভাবে বুলেট দিয়ে চিরদিনের মতো যে ঘাতকেরা স্তব্ধ করে দিলো, তাদের কি বিচার হবে না?

Fupu is still crippled due to bullet-wound.

On that day, Kamal sought permission to call my father as 'Abba'; I instantly took him to Abba. I told Abba about him. He fondled kamal very affectionately taking him on his lap. None of them are alive today. Today my mind craves to call out 'Abba'. I yearn intensely for the affection of my mother, company of my brother; but I cannot get them back even if I cry ceaselessly. None of them would respond. Their lives have been cruelly silenced forever by bullets of the assassins, will not they face trial?

ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় টেকসই উন্নয়ন

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব
অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

Sustainable Development in Relief and Disaster Management

Mohammad Farashuddin
Private Secretary of Bangabandhu
Economist and former Governor of Bangladesh Bank

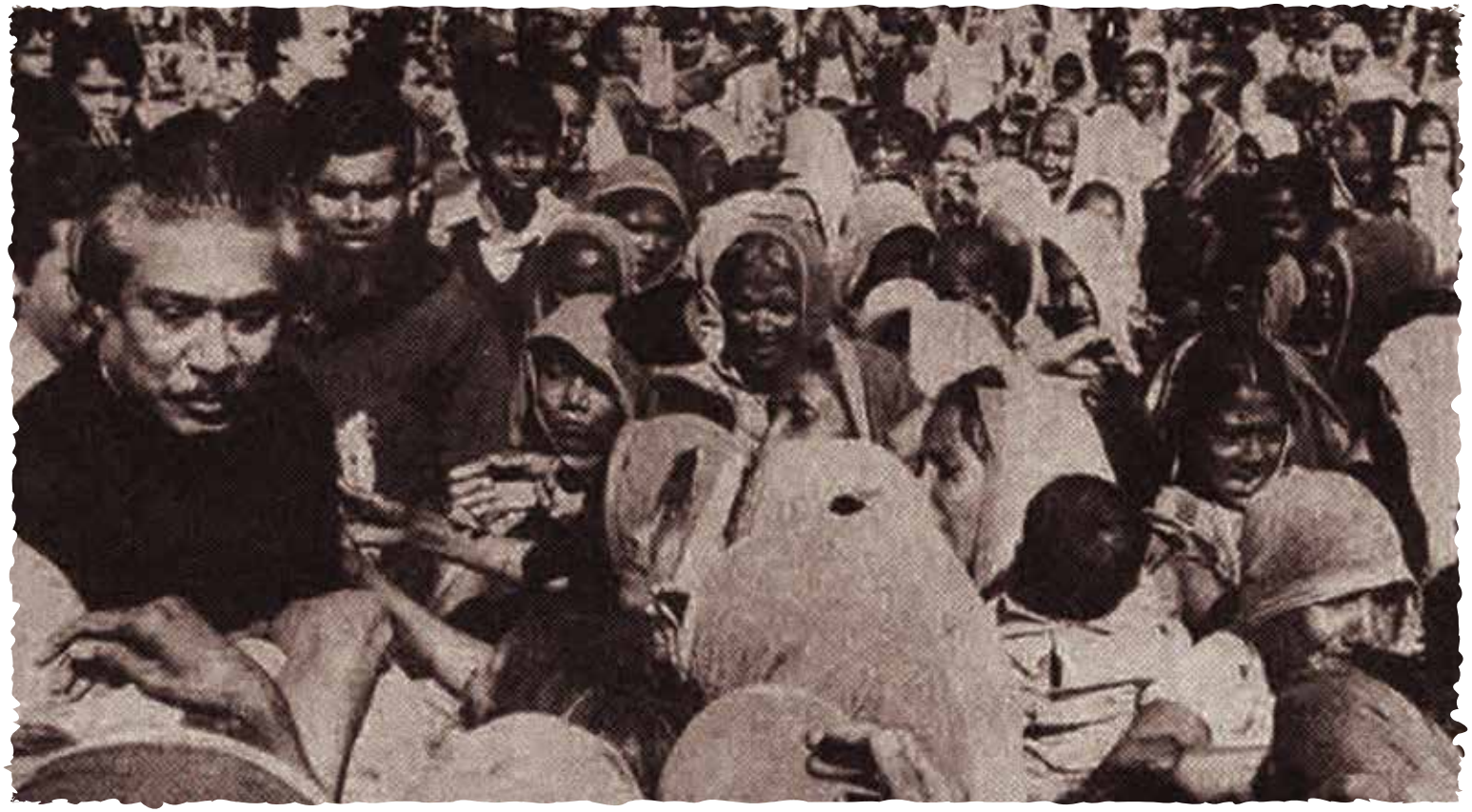

১৯৭০-এর ১২ নভেম্বরের ঘুর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত অসহায় মানুষের পাশে বঙ্গবন্ধুই ছিলেন সহায়
Bangabandhu was the only help for the helpless, devastated people by the cyclone of November 12, 1970.

বাংলাদেশ উত্তরাধিকার সূত্রেই দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছে। বিগত প্রায় অর্ধ শতাব্দীর দুর্যোগ মোকাবিলা করে দেশটি এখন প্রত্যয়ী মুন্সীয়ানার সাথেই প্রাকৃতিক বিপর্যস্ততার ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত রাখে। তবে মানুষসৃষ্ট সংকট সমাধানে শতভাগ সফলতা অর্জন করা দুরূহ বটে।

পরাধীন পাকিস্তানী আমলে পূর্ব বাংলায় ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোতে করাচি-রাওয়ালপিন্ডি-ইসলামাবাদের শাসককুলকে উদাসীন থাকতেই দেখা গেছে। বড়জোর বিশ্ববাসীর কাছে ত্রাণভিক্ষা

Bangladesh has faced disasters as a legacy. Dealing with disasters over the past half-century, the country is now able to minimize the damages of natural disasters with confidence and efficiency.

During Pakistani rule, the rulers of Karachi, Rawalpindi and Islamabad were seen indifferent to the natural calamities occurred in East Bengal. At

চাওয়াটাকেই তারা রেওয়াজে পরিণত করে ফেলেন। পঞ্চাশের দশকে উপর্যুপরি প্রলয়ঙ্করী বন্যার ফলে ব্যাপক ফসলহানি পূর্ববাংলায় মানবিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি করে তোলে। 'ক্রুগ মিশন' এর সুপারিশের ভিত্তিতে বন্যার সমস্যার স্থায়ী সমাধানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নিয়মিত বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ চেয়ে পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান জোরদার দাবি উত্থাপন করেন। সফল হন নাই। তারপর ফারাক্কা বাঁধ পূর্ব বাংলার কৃষি উৎপাদনে একটি মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে ১৯৭০ এর ঐতিহাসিক মহাগুরুত্বপূর্ণ বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের মুক্তি সনদ ছ'দফার উপর রেফারেন্ডামসম নির্বাচনের আগে পূর্ব বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে মারাত্মক জলোচ্ছ্বাসের তা-বে পাঁচ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে। এতে ২৫০ কোটি মার্কিন ডলারের ক্ষয়ক্ষতি বাঁচাতে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের কর্মীদের নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য দিনরাত কাজ করতে থাকেন। এদিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার উপর দিয়ে উড়ে চলে যান চীনে। কারণ পাকিস্তান তখন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে দূতিয়ালীতে ব্যস্ত। বাঙালির জীবন মরণে তাদের কিছু যায় আসে না।

সেই ভয়াল স্মৃতি বঙ্গবন্ধুর মনে দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি করে যে দেশ স্বাধীন হয়ে গেলেই ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে একটি অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মকা- রূপান্তর করতে হবে। সে অনুসারে সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদে "রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন–" এরই ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে গত পাঁচ দশকের সকল মান মর্যাদা সমুন্নত রেখেই প্রস্তুতি, মোকবিলা ও ত্রাণ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ সন্তান জনবন্ধু শেখ হাসিনা তাঁর চলমান চতুর্থ মেয়াদের প্রধানমন্ত্রীত্বের কালে অত্যন্ত দৃঢ়হস্তে এবং গভীর মানবিক মমত্ববোধ নিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করেন। তাঁর পথপরিক্রমা অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই পিতার প্রদর্শিত পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন। ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু বীরের বেশে জাতির পিতা হিসেবে দেশে ফিরে তদানীন্তন রেসকোর্সের মহাসমুদ্রে ভাষণ দান কালে বলেছিলেন, "..... আমার

most, they made it a custom to seek relief from the international communities. In the fifties, the East Bengal faced a humanitarian crisis due to massive crop losses caused by successive annual catastrophic floods. For a permanent solution to the flood-problem based on the recommendations of the 'Krug Mission', Sheikh Mujibur Rahman, a member of the Constituent Assembly, made a strong demand for more money than the regular allocation of the Five-Year Plan. He did not succeed. Then, Farakka Dam became a cause of great hindrance to the agricultural production of East Bengal. About .5 million people living in the coastal areas of East Bengal lost their lives due to the impact of a deadly flow-tide before the referendum equivalent election based on the historical 6-point movement, also known as the certificate of freedom of Bengali nation in 1970. In order to save the casualty of about 2.5 billion US Dollars, Sheikh Mujib continued to work day and night for the sufferers with his co-workers of Awami league. On the contrary, President Yahya Khan flew over the affected areas to China, as at that time Pakistan was busy having ambassadors in China and US; hardly caring about the lives and deaths of Bengali people.

That frightening memory instilled in Bangabandhu a firm determination that as soon as the country became independent, relief and disaster management would have to be transformed into a prioritized activity. According to him, Article 18 (a) of the People's Republic of Bangladesh, "The State

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি-জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
January 10, 1972 Father of nation

বাঙালি দেখিয়ে দিয়েছে দুনিয়ার ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রামে এত লোক আত্মাহুতি, এত লোক জান দেয় নাই। তাই আমি বলি, আমারে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আইজ থেকে আমার অনুরোধ আইজ থেকে আমার আদেশ, আইজ থেকে আমার হুকুম ভাই হিসেবে, নেতা হিসেবে নয়, প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, আমি তোমাদের ভাই, তোমরা আমার ভাই। এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার

shall preserve and develop the environment for present and future citizens and will provide for the conservation and protection of natural resources, biodiversity, wetlands, forests and wildlife." "Following this, the People's Republic of Bangladesh has made all necessary arrangements for the last five decades to rehabilitate the victims. In particular, the eldest offspring of Father of the Nation

ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, টর্নেডো– সকল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অসহায় মানুষের পাশে এসে প্রকৃত বন্ধুর মতো দাঁড়িয়েছেন বঙ্গবন্ধু

Like a true friend, Bangabandhu stood by the side of the helpless people in all natural calamities like hurricanes, cyclones, tornadoes.

মা-বোনেরা কাপড় না পায় ।" ঐ বক্তব্যে তিনি এও বলেছিলেন যে বিপদে আপদে দুর্যোগে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে- স্বাবলম্বী হতে হবে কারণ ভিক্ষুকের জাতির কোনো মর্যাদা থাকে না ।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এর সামাজিক রূপান্তর এবং সাংস্কৃতিক উত্থানে যেমন বাংলাদেশ সারা বিশ্বে নন্দিত হয়েছে তেমনি বালা-মুছিবতে দুর্যোগে ঘুরে দাঁড়ানোর অসাধারণ ক্ষমতাও বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে । এককালে বাংলাদেশ বন্যায় ভুখানাঙা শিশুদের বাসভূমি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল । আজকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও কারও কাছে হাত না পেতে জাতির পিতার প্রদর্শিত এবং প্রধানমন্ত্রী জনবন্ধু শেখ হাসিনার অনুসৃত পথে সকল দুর্যোগ দৃঢ়ভাবেই মোকাবেলা করতে পারে । সর্বশেষ আম্ফান ঘূর্ণিঝড়ে প্রতিবেশী দেশে তা-ব সৃষ্টি হয় এবং জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে । বাংলাদেশে পূর্বপ্রস্তুতি, সতর্কীকরণ, উপদ্রুত এলাকর জনগণকে বিগত কয়েক বছরে নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নিয়ে যাবার ফলে আম্ফানের ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে থাকে । নিজস্ব সম্পদ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় জানমালের লোকসান হয় নাই বললেই চলে । বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে অনেক দেশই রোল মডেল হিসেবে বিবেচনা করে

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Janbandhu Sheikh Hasina, during her current fourth term as Prime Minister, faced natural disasters with great determination and deep humanitarian compassion. She followed the ideologies of her father in many ways. On January 10, 1972, Bangabandhu Returned to the country as the father of the nation in the guise of a hero, he said in a speech at the Suhrawardy Udyan, ``My Bengali has shown that no nation in history has given up so many lives in the freedom fighting. So, I say, none can stop me. As your brother, not as a leader, not as a president, not as a prime minister, we are brothers. This is my request from today, my order from today. This freedom will be failed if my Bengali people do not feel full to satiety. This freedom will not be fulfilled for me if the mothers of Bengal cannot fulfil the need of clothing.'' In that speech, he also added that in times of calamity, everyone must work together, everyone has to be self-reliant because a beggar nation has no dignity.

Since Bangladesh has been hailed around the world for its social transformation and cultural upliftment of economic growth, the extraordinary role it has played in disaster relief has caught the attention of the world. Today without asking for any help from others Bangladesh can firmly deal with all the disasters with the help of our own management and according to the path followed by the father of our nation and Prime Minister Sheikh Hasina. Once upon a time, Bangladesh was known as the plateau

থাকে ।

উল্লেখের দাবি রাখে যে ২০১৮ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘের কমিটি অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং পূর্ব নির্ধারিত তিনটি বিষয়ের নিরিখে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের পর্যায় থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উঠে যাবার পরীক্ষায় একযোগে সগৌরবে উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করে। তিনটি বিবেচ্য বিষয়ের একটি হচ্ছে ঃ অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (ঊপড়হড়সরপ ঠঁষহবৎধনরষরঃু ওহফবী-ঊঠও) ০.৩৩ এর কম হতে হবে । তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে

of “Bhukhananga” (starved and naked) children during the floods. The recent cyclone, Amphan, caused havoc in neighbouring countries and disrupted public life. As a result of Bangladesh's proper preparation and warning against the cyclone and evacuation of the people of the affected areas to the shelters built in the last few years, the damage of Amphan became minimal. It goes without saying that

‘আমি তোমাদের ভাই, তোমরা আমার ভাই’
"I am your brother, you are my brother."

দেখা যায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দক্ষতার ফলে বাংলাদেশে এ সূচকটি ০.২৫ এ ছিল। কোভিড-১৯ এর মহা দুর্যোগ সামাল দেয়ার সময়ই দেশটি নতুন করে দুবার বন্যা কবলিত হয় এবং শস্যহানিতে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চৌকষ নেতৃত্বে এসকল বিপাক দক্ষতার সাথেই সমাধান করতে পারছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের বিভিন্ন দুর্যোগ বিশেষ করে সাইক্লোন সম্পর্কে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ২০০৪ সালে এর গ্লোবাল রিপোর্টঃ রিডিউশিং ডিজাস্টার রিস্ক- এ এ চ্যালেঞ্জ ফর ডেভেলপমেন্ট প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয় যে, বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের ভয়ঙ্কর তা-বের ফলে (বিগত) বিশ বছরে বিশ্বে যত প্রাণহানি ঘটেছে তার শতকরা ৬০ (ষাট) ভাগ বাংলাদেশে হয়েছে। জনঘনত্ব এবং উপকূলের কাছাকাছি অবস্থানের ফলেই বাংলাদেশ এত প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ। ১৮৭৭ থেকে ১৯৯৫ এই একশ কুড়ি বছরে বাংলাদেশ এখন যে অঞ্চলে গঠিত সে অঞ্চলে ১৫৪টি ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হয় যার মধ্যে ৪৩টি ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় এবং ৬৮টি উষ্ণমন্ডলীয় নিম্নচাপ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দুর্যোগ বিষয়ে ঝুঁকি হ্রাস এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সুরক্ষা বলয় তৈরি করা এবং দুর্বিপাক ঘটে গেলে আটঘাট বেঁধে ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে দেশে এখন সকল প্রস্তুতি রয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের। সরকারি নীতি হচ্ছে জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠিকে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট সংকট নিরসনে বিশেষ করে সহায়তা করা। প্রকৃতি পরিবেশ সৃষ্ট দৈব দুর্বিপাক এবং মানুষের কারসাজিতে উদ্ভূত ঝুঁকি ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে এনে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে মানুষের বসবাস নিশ্চিত করাই সরকারের নীতি কৌশল। ২০১২ সালে পাস করা দ্য ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট অনুসারে একটি সমন্বিত, বস্তুনিষ্ঠ এবং শক্তিমান ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার বিধান রয়েছে। ২০১০-১৪ সময়কালে ১৮১টি বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ৭৯৩৪টি দুর্যোগসহনীয় গৃহ নির্মাণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে আরও অনেক এবং বহুবিধ কাজ করা বাকি আছে। জামিলুর রেজা চৌধুরী বিল্ডিংকোড অনুসারে বাংলাদেশের সর্বত্র বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট মহানগরে এবং উপকূলীয় এলাকায় ভূমিকম্প সহনীয় নির্মাণ নীতিমালা বাস্তবায়নে রাজউক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘসূত্রিতা দ্রুতগতিতে এবং কঠিন হস্তে

there was less loss of life and property due to proper management of our own resources. Many countries consider Bangladesh disaster management as a role model.

It can be said that in March 2018 “The UN committee of Development says, Bangladesh has earned all the capacities to transform from a less developed country to a developing country in terms of three pre-planned consideration. One of the three considerations is that the Economic Vulnerability Index must be less than .33 percent. Analyzing data, that index was less than .25 in Bangladesh because of the efficiency of disaster management. The country has affected by flood two terms and wasted crops during the time of facing the greatest epidemic COVID-19. Bangladesh has solved those problems very successfully with the agile leadership of Prime Minister Sheikh Hasina.

About various disasters in Bangladesh, especially cyclones, The United Nations Development Program (UNDP) has published a report called ‘A Challenge for Development’ in 2004 on one of its Global Report: Reducing Disaster Risk. It said that the severity of cyclones in Bangladesh has increased, resulting in 60 per cent of the world's deaths in the last 20 years. Due to population density and proximity to the coast, Bangladesh is prone to such natural disasters. In the one hundred and twenty years from 1877 to 1995, 154 cyclones occurred in the region that now constitutes Bangladesh, including 43 severe cyclones and 68 tropical

দুর্যোগকালে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো একটি জাতির কর্তব্য
It is the duty of a nation to stand by the victims of disasters

কার্যকরভাবে দূর করা প্রয়োজন। দুর্যোগকালে যারা আক্রান্ত এবং পর্যুদস্ত হয়ে পড়েন তারা সাধারণত দরিদ্র এবং কম ভাগ্যবান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদর্শিত পথে জনবন্ধু শেখ হাসিনা সোনার বাংলায় যে কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করছেন

depressions.

Disaster risk reduction and the creation of safety zones where possible and in the event of a disaster, the Ministry of Disaster Management and Relief now has all the preparations in the country to ensure the highest level of management. Government policy is to provide special assistance to the people, especially the poor and disadvantaged, in resolving natural and man-made crises.The policy strategy of the government is to ensure that human habitation is at an acceptable level by minimizing the risks posed by natural calamities and human wrongdoing. The Disaster Management Act, passed in 2012, provides for the development of an integrated, objective, and robust management. During 2010-14, 181 flood and cyclone shelters and 7934 disaster-resilient houses were constructed.In this case, there is much more to be done.According to the Jamilur Reza Chowdhury Building Code, the procrastination of RAJUK and other concerned organizations in implementing earthquake tolerant construction policies in all parts of Bangladesh, especially in Dhaka, Chittagong and Sylhet metropolitan areas and coastal areas, needs to be addressed quickly and effectively. Those who are affected and defeated during disasters are usually poorer and less fortunate.In the path shown by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Janabandhu Sheikh Hasina is working in the belief of building a welfare state in golden Bengal and for its 100 per cent success, it is essential to build a strong disaster prevention wall and an effective management to protect the less fortunate people from disaster damage. The facility,

১৯৭০-এর ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ে অসহায় মানুষের পাশে বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu stands for the helpless, people by the cyclone of November 12, 1970.

তার শতভাগ সফলতার জন্য একটি শক্তিমান দুর্যোগ প্রতিরোধ দেওয়াল গড়া এবং দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি থেকে আক্রান্ত কম ভাগ্যবান জনগোষ্ঠিকে বাঁচাতে একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা অপরিহার্য। দুর্যোগকালে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে নির্মিত স্থাপনা আগামী পাঁচ বছরে দ্বিগুণ পরিমাণে উন্নীত করা সমীচীন হবে। এগুলোতে বয়স্কদের শিক্ষাদান প্রতিষ্ঠানসহ বিবিধ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। দুর্যোগকালে ঐ খাতে কর্মরতগণ দেশের মধ্যে থাকলেই ভালো হয়। বিশেষ প্রয়োজনে দেশের বাইরে যারা যাবেন তাদের বদলি হিসেবে বিকল্প জনবল সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ও মন মানসিকতায় প্রস্তুত রাখতে হবে।

সোনার বাংলায় কল্যাণরাষ্ট্র গঠনে দুর্যোগকালে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো একটি জাতির কর্তব্য বটে।

built as a safe heaven at the time of disasters, should be doubled in the next five years.These can be used for a variety of purposes, including educational institutions for adults.It is better' if the workers in that sector stay in the country during the disaster. As a replacement for those who will go abroad for special needs, alternative manpower should be created, trained, and prepared in mind.

It is the duty of a nation to stand by the victims of disasters in building a welfare state in golden Bengal.

দুর্যোগে-দুঃসময়ে বঙ্গবন্ধু

ড. আতিউর রহমান
অর্থনীতিবিদ, সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
'বঙ্গবন্ধু চেয়ার', ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Bangabandhu's Response to Disasters

Dr. Atiur Rahman
Economist, former Governor of Bangladesh Bank
'Bangabandhu Chair', Department of History, University of Dhaka

আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সহানুভূতিসম্পন্ন এক মহান নেতা। তিনি ছিলেন জনগণের অধিবক্তা। সর্বদাই ছিলেন জনগণের কাছের মানুষ। নেতৃত্বে ও সাফল্যের চূড়ামণিতে তিনি ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়েছেন। সংগ্রামী জনগণের স্বপ্নের স্বাধীনতা অর্জনে তিনিই ছিলেন তাদের প্রাণপুরুষ, মহানায়ক। জনগণকে সব ধরনের দুর্যোগ ও শঙ্কা থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার জন্য তিনি সারাজীবন লড়াই করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একেবারে শুরু থেকেই তিনি জনগণকে আশা ও স্বপ্ন দেখাতেন।

বাংলার জমিনে বঙ্গবন্ধু সেই বৃক্ষ, যার স্বাদু ফল আমাদের পাথেয়
Bangabandhu is like a tree in the land of Bengal, the delicious fruit of which is our fulcrum.

Bangabandhu Sheikh Mujibar Rahman, our Father of the Nation, was a compassionate leader. He was a people's protagonist and loved to remain as one of them. He inched towards the pinnacle of his success in creating an independent Bangladesh for his struggling people and in the process fought against all kinds of disaster to keep them secure and safe. His struggle for providing hopes and aspirations to his people started very early in his political career.

The ongoing health disaster COVID-19 has literally shattered the whole world with its multifaced implication. Both lives and livelihoods of people of all classes from all around the world have been struggling hard to pace this unprecedented pandemic. A difficult time like this has been searching for leaders who can be both global and local. The sought-after leaders were expected to be not only committed to global values, compassionate, courageous and innovative but also could put all these qualities of leadership in the local contexts and remain pro-active.

These are the leaders who understand the people they lead and at the same time the people also understand them. These kinds of ethical leaders are not content with merely following the path their people have been on. Rather they want to take the people where they need to be. These are the leaders who create history. These are the leaders who are created by history. We are fortunate to have a leader like our Honourable Prime Minister Sheikh Hasina who could rise to the occasion during this unprecedented human disaster. This has been

আজ বিশ্বজুড়েই কোভিড-১৯ এর ঘূর্ণিঝড় বইছে। স্বাস্থ্যখাতসহ সকল খাতই আজ পর্যুদস্ত। সকল শ্রেণির মানুষেরই জীবন-জীবিকা সংকটের মুখে পড়েছে। সকলেই এই দুর্যোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্য সাধ্যমতো লড়ে যাচ্ছেন। এমন বিশ্বব্যাপী দুঃসময় আগে কখনো আসেনি। তাই মানুষ খুবই চিন্তিত। এমন সংকট কালেই মানুষ আশা করেন এমন এক নেতৃত্বের যার মাঝে স্থানীয় এবং বৈশ্বিক মূল্যবোধের উপস্থিতি রয়েছে। তিনি এমন নেতা যিনি হবেন সহানুভূতি সম্পন্ন, সাহসী এবং উদ্ভাবনশীল। বৈশ্বিক এসব নান্দনিক মূল্যবোধের স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়নে সক্ষম এমন নেতাই হতে পারেন এই দুর্যোগ মোকাবিলায় খুবই সক্রিয়।

এমন নেতাই পারেন জনগণের দুঃখ-যাতনা বুঝতে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে। এরা খুবই উদ্ভাবনশীল। নতুন সংকটে নতুন করে চলার পথ এরা করে নিতে উৎসাহী। জনগণকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার মতো সম্মোহনি শক্তি তাঁদের যথেষ্ট। এরাই ইতিহাস সৃষ্টি করেন। আবার ইতিহাসও এদের সৃষ্টি করে। আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে এমন সংকটকালে আমরা এমনই সহানুভূতিশীল একজন নেতা পেয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এমন দুর্যোগে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। এমন মানবিক বিপর্যয়ের সময়েও যে তিনি সময়োপযোগী নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন তার পেছনে রয়েছে এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। তিনি তাঁর পরিবার, বিশেষ করে পিতা বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকেই এই মানবিক নেতৃত্বের পথনির্দেশ খুঁজে পেয়েছেন।

এমনি এক প্রেক্ষাপটে আমরা দুর্যোগে-দুঃসময়ে বঙ্গবন্ধুর সাহসী নেতৃত্বেও কিছু বৈশিষ্ট্যের ওপর আলো ফেলতে চাই। মানব ইতিহাসের এই ক্রান্তিকাল প্রাকৃতিক ও মানবিক বিপর্যয়ে বঙ্গবন্ধুর সাড়া কেমন ছিল তা জানাতে পারলে বিশ্ব তাতে লাভবান হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। আমরা জানি একেবারে তৃণমূল থেকে উঠে আসা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের ধরনই ছিল জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাঁর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' এবং

ঝঞ্জা, দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ– সকল সময়েই তিনি ছিলেন, তিনি আছেন জাতির পিতা হয়ে
Storms, disasters, famines, wars- - always he has been there, he remains there as the father of the nation.

possible mainly because of her embedded legacy of humane leadership trajectory which she gained from her family.

It is in this context we want to shed some light on the courageous leadership qualities of Bangabandhu's response to disaster. Bangandhu's response to disaster, both natural and human, could enlighten the world at large at this critical juncture of human history. Bangabandhu had grown as a compassionate leader out of the grassroots. Even as a village boy he could feel the pain and anguish of the general people around him who remained hungry and unfed due to acute food insecurity. He went out

বাংলার ব্যথিত, নিপীড়িত, গৃহহীন, সহায়-সম্বলহীন মানুষ তাকিয়ে থাকতেন বঙ্গবন্ধুর দিকে
The afflicted, oppressed, homeless, helpless people of Bengal used to look at Bangabandhu with hope.

'আমার দেখা নয়াচীন' পড়লেই আমরা জানতে পারি তিনি ছিলেন কতোটা জনবান্ধব ও মাটিঘেঁষা। একেবারে ছোটবেলায় তাঁর আশেপাশের খাদ্যসংকটে পড়া অভুক্ত মানুষের দুঃখ ও বিড়ম্বনা অনুভব করতে পারতেন। তিনি এই দুঃখী মানুষকে পারিবারিক ভা-ার থেকে ধান দিয়ে দেবার জন্য বাবাকে অনুরোধ করতেন। যতক্ষণ না বাবা রাজি হতেন ততক্ষণ লেগেই থাকতেন। একই রকমের মানবিক নেতৃত্বের প্রকাশ দেখি যখন তিনি তাঁর গৃহশিক্ষক জনাব আব্দুল হামিদের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন এমন এক সংগঠন

way to ask his father to distribute the surplus food from their family storehouse to help the wretched of the earth. He demonstrated his humane approach to leadership when he joined hands with his house-tutor Kazi Abdul Hamid to collect alms every week under the banner of 'Muslim Welfare Association' to help the poor students. He again demonstrated his depth of compassionate leadership in 1943 when he was a student of Islamia College in Calcutta (now Kolkata) and also a popular

(মুসলিম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন) যার মাধ্যমে তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা প্রতি সপ্তাহে আশেপাশের বাড়ি থেকে মুষ্ঠি চাল সংগ্রহ করতেন। উদ্দেশ্য, এই চাল বিক্রি করে গরিব ছাত্রদের লেখাপড়া নিশ্চিত করা। আবার দেখতে পাই ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা লঙ্গরখানা খুলেছিলেন অভুক্ত মানুষকে খাবার দেবার জন্য। তিনি 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' তে লিখেছেন "দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। গ্রাম থেকে লাখ লাখ লোক শহরের দিকে ছুটেছে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে। খাবার নাই, কাপড় নাই। ইংরেজ যুদ্ধের জন্য সমস্ত নৌকা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। ধান, চাল সৈন্যদের খাওয়ানোর জন্য গুদাম জব্দ করেছে। যা কিছু ছিল ব্যবসায়ীরা গুদামজাত করেছে। ফলে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।... এমন দিন নাই রাস্তায় লোক মরে পড়ে থাকতে দেখা যায় না।... মা মরে পড়ে আছে, ছোট বাচ্চা সেই মরা মার দুধ চাটছে। কুকুর ও মানুষ একসাথে ডাস্টবিন থেকে কিছু খাবারের জন্য কাড়াকাড়ি করছে। ছেলেমেয়েদের রাস্তায় ফেলে দিয়ে মা কোথায় পালিয়ে গেছে। পেটের দায়ে নিজের ছেলেমেয়েদের বিক্রি করতে চেষ্টা করছে। কেউ কিনতেও রাজি হয় নাই।" (শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ইউপিএল, ২০১৯, পৃ. ১৭-১৮)। এমন পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবের জোরাজুরিতে বেসরকারি সরবরাহ মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী লঙ্গরখানা খোলার সিদ্ধান্ত নেন। মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় দপ্তর, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য স্থানে লঙ্গরখানা খোলা হয়। প্রতিদিন অভুক্তদের অন্তত এক বেলা খাবার দেবার জন্য শেখ মুজিব তাঁর বন্ধুদের নিয়ে রাতদিন পরিশ্রম করেছেন। পরিশ্রান্ত হলে লঙ্গরখানার পাশেই একটি টেবিলে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। কখনওবা হোস্টেলে তাঁর ঘরে যেতেন।

দুর্ভিক্ষের এই সময়টাতেই তিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্য করার জন্য গোপালগঞ্জ এসেছিলেন। এখানেও পরিস্থিতি বেশ খারাপ ছিল। তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা তাই ঠিক করলেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে আন্দোলনের অংশ হিসেবে দক্ষিণ বাংলা সম্মেলনের আয়োজন করবেন। সোহরাওয়ার্দী ও অন্যান্য নেতাদের আমন্ত্রণ করবেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ হাতে মাটি ঢেলে বন্যা সুরক্ষা বাঁধের উদ্বোধন করেন
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman himself inaugurated the flood control embankment by putting soil.

student leader. By this time, a terrible famine had spread out in Bengal. In his own words, "Hundreds of thousands of people were swarming to the cities in search of food. But there was no food or clothing left for them. The British had confiscated all naval vessels for the war effort. They had stockpiled rice and wheat to feed their soldiers. Whatever was left had been appropriated by the businessmen. This led

স্থানীয় সম্পদশালীরা এই সম্মেলনের জন্য অর্থ দেবেন বলে তারা আশা করলেন । সম্মেলনের খরচ বাদে যে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকবে তা দিয়ে অভুক্তদের খাবারের ব্যবস্থা করা হবে। তাঁর এই সামাজিক সমাবেশের প্রতি তাঁর পিতা এবং অন্যান্য প্রভাবশালীরা সমর্থন দিলেন। তাই তাঁর এই উদ্যোগ সফল হয়েছিল। তবে এই সম্মেলনের জন্য এতোটাই খেটেছিলেন যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁকে দ্রুতই কলকাতা ফিরে যেতে হয়েছিল।

to a horrifying situation…Not a day went by without people dying on the city streets…mothers dying in the streets while their babies still suckled; dogs competing with people for leftovers in garbage dumps; children abandoned by their mothers who had run away or sold them driven by hunger. At times they failed to do even that since there would be

এদেশকে দুর্যোগমুক্ত করতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অগ্রপথিক
Bangabandhu was a pioneer in making this country disaster free.

দেশ ভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তীব্র রূপ ধারণ করে। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে তিনি এই দাঙ্গা পীড়িতদের জন্য ত্রাণ শিবির পরিচালনা করেছেন। এমনকি পাটনা পর্যন্ত দৌড়েছিলেন এ কাজের জন্য।

দাঙ্গায় এতো প্রাণহানি দেখে তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। তাই ভাঙা মন নিয়েই তিনি কলকাতা থেকে দেশ ভাগের বেশ কয়েকদিন পরে ঢাকায় আসেন। ঢাকায় এসে দেখেন, যে পাকিস্তানের জন্য তাঁরা আন্দোলন করেছেন এ দেশ তার ধারেকাছেও নয়। পাকিস্তান এলিট নির্ভর, সাম্প্রদায়িক এবং বাঙালি-বিদ্বেষী এক রাষ্ট্রে রূপ নিয়েছে সে কথা বুঝতে তাঁর দেরি হয়নি। ভ্রান্ত প্রত্যুষ দেখে তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। তদুপরি বাংলা ভাষার মর্যাদার ওপর আক্রমণ আসার কারণে তিনি একেবারে শুরু থেকেই ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হন। আর ১১ই মার্চ ১৯৪৮ তারিখে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার অভিযোগে প্রথম বারের মতো রাজনৈতিকভাবে গ্রেফতার হন। এর পরের ইতিহাস আমাদের জানা। ধর্মনিরপেক্ষ তরুণদের সংগঠিত করার যে দূরদর্শী উদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন তারই সুফল পূর্ব বাংলা পেলো 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি শক্তিশালী বিরোধীদল গঠনের মধ্য দিয়ে। ১৯৪৯ সালে গঠিত এই দলটিই পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগে রূপান্তরিত হয়। যুক্তফ্রন্টে যোগ দিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে বিপুলভাবে বিজয়ী হয়। তিনি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় মন্ত্রী ছিলেন। তবে পাকিস্তানী রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের কারণে যুক্তফ্রন্ট সরকার বেশি দিন টিকতে পারেনি। শেখ মুজিব শপথ নিয়েই ছুটে যান নারায়ণগঞ্জে দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে। আদমজি পাটকলে তখন বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা তুঙ্গে। তিনি জীবন বাজি রেখে সেই দাঙ্গা থামাতে পেরেছিলেন। এরপর ১৯৬৪ সালে তিনি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা মেটাতে আরেকবার নারায়ণগঞ্জ গিয়েছিলেন। পুরোনো ঢাকাতেও দাঙ্গা বন্ধ করতে তিনি সক্রিয় ছিলেন। 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' ব্যানার সামনে রেখে তিনি ঢাকার রাজপথ ঘুরে বেড়িয়েছেন দাঙ্গা থামানোর জন্য। এভাবে তিনি

no buyers." (Sheikh Mujibur Rahman, The Unfinished Memoirs, UPL, 2019, p.18). On Mujib's insistence Suhrawardy, the then Minister of Civil Supplies, organised gruel kitchens in the Muslim League Central office, madrassas and other places of Calcutta. He worked day and night with his fellow volunteers to provide at least one meal a day to the poor. He would either sleep on a table at the side of the gruel kitchen or return to the dormitory. Around this time, he came to Gopalganj to do relief work for the famine-affected poor people. The situation was bad even here. So, he and his friends decided to invite Suhrawardy and other prominent leaders to a South Bangla Conference for Pakistan, hoping that local wealthy people would provide money and food for this conference. He could then feed the hungry from the surplus money and food mobilized for the conference. His idea of social mobilization proved to be a success with support from his father and other influential persons. But he worked so hard for this conference that he again fell ill and had to go back to Calcutta. He was equally forthcoming in organising relief camps for the victims of communal riots and went even to Patna to help the affected people. He was extremely upset by the amount of bloodshed in those turbulent days foreshadowing the partition of undivided India. With a broken heart he returned to Dhaka, the capital of the eastern province of Pakistan. The Pakistan which they achieved was elitist, communal and biased against Bengalis. Over and above, even the honour of their mother tongue Bangla was violated. And as expected Sheikh Mujib

অনেক নিরীহ প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন ।

১৯৬৫ সালের ২৩শে মে তিনি কোটালিপাড়ায় গিয়েছিলেন ১১ই মে সংগঠিত ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত মানুষদের দেখতে । তিনি নিজেও হাতে চোট পেয়েছিলেন । দুর্যোগ পীড়িত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তিনি জরুরি অবস্থা জারি 'দুর্গত এলাকা' ঘোষনা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন । একইভাবে ঐ বছরই ১৪ ও ১৫ই ডিসেম্বর তিনি কক্সবাজার, সোনাদিয়া এবং মহেশখালি গিয়েছিলেন ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য । সে সময় তিনি দুর্গত অঞ্চলে অপ্রতুল ত্রাণ ব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন । সেসব দুর্গতস্থানে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দেবার জন্য তিনি সরকারের কাছে আহ্বান করেছিলেন । তবে সবচেয়ে বড় সাড়া দিয়েছিলেন তিনি ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর ঘূর্ণিঝড়ের পর । তখন তিনি জাতীয় নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত ছিলেন । এই ঝড়ের পর তিনি নির্বাচনী সকল প্রচার বন্ধ করে বরিশাল, খুলনা, পটুয়াখালি ছুটে যান দুর্গতের পাশে । দশ লাখের মতো মানুষ ঐ ঘূর্ণিঝড়ে নিহত হয়েছিলেন । আর ঘরবাড়ি তো নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো । তিনি দুর্গত এলাকায় গিয়েছিলেন বলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের নজর পড়ে ঐ এলাকাগুলোর ওপর । একই সঙ্গে ধরা পড়ে এমন দুর্যোগেও কেন্দ্রীয় সরকারের নিষ্ক্রিয়তা । আর সকলের চোখে পড়ে দুর্গত মানুষের জন্য সহানুভূতিশীল এক মহান নেতার আকুতি । এরপর অনেক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠিও দুর্গতদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় । উপকূলের দুর্যোগ কবলিত হৃদয়ভাঙ্গা মানুষগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই তাদের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ত্রাণের প্রবাহ বিপুলহারে বেড়েছিল ।

দুর্যোগ মোকাবিলায় তাঁর এই তৃণমূলে পৌঁছে যাবার সক্রিয়তা পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে উপযুক্ত নীতি প্রণয়নে যথেষ্ট সহায়তা করেছে । এর প্রমাণ মেলে ১৯৭০ সালে তাঁর প্রাক-নির্বাচনী ভাষণে । ঐ ভাষণে দুর্গত অঞ্চলের জন্য তিনি সমন্বিত ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন পরবর্তী সময়ে দেশ পরিচালনার সময় তাঁর ইতিবাচক প্রভাব চোখে পড়ে ।

jumped into the Language Movement and got arrested on 11 March 1948. And the rest is history. His prudent decision to organise the secular youths helped him and his peers establish a popular Party called Awami Muslim League, which became Awami League later. His party joined the United Front in provincial election in 1954 and swiped to power with him as the youngest Minister. Even though this government lasted only a few weeks, he rushed to Narayanganj to quell a bloody riot between Bengali and non-Bengali workers. He at times risked his life to fight against such riots. He was deeply involved in saving the lives and properties of the Hindus in a communal riot in1964.

But his strong response to disaster was his call for a national emergency through press released on 23rd May 1965 following a cyclone on 11 May in Kotali Para where he himself was hurt. He stood by the cyclone-affected people of that area and asked for adequate relief and assistance for the affected people. Similarly, he rushed to Cox's Bazar, Sonadia and Moheshkhali in greater Chittagong District following the cyclone of 14 and 15 December, 1965. He asked the authorities in unequivocal terms why adequate relief was not rushed to the affected areas immediately. He repeated his response to the disaster following the devastating cyclone of 12 November 1970 in the southern districts of Barisal, Khulna and Patuakhali. He stopped his national election campaign and took a small launch to see for himself the affected coastal region where nearly a million people were killed. His quick visit to the

১৯৭১ সালের মার্চ মাস ছিল বাঙালির রাজনৈতিক দুর্যোগের মাস। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিপর্যয়-মোকাবিলায় তিনি যে বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন তাতেই বোঝা যায় যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলার মতো সুদূর প্রসারি ভাবনা-চিন্তা তাঁর মনে ছিল। এর পরপরই যে মুক্তিযুদ্ধের ডাক তিনি দিলেন তাও মোকাবেলা করার মতো দিক-নির্দেশনা তিনি তাঁর সহনেতাদের দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যা ঘটেছে তা এক অতুলনীয় মানবিক বিপর্যয়। এই বিপর্যয় তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই ৭ই মার্চ একদিকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য গেরিলা-কৌশলের কথা বলেছিলেন, অন্য দিকে মানবিক বিপর্যয় যাতে না ঘটে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা যাতে না হয় সেসবের আহ্বানও তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে রেখেছিলেন। বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়েই তিনি ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সাথে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে গেছেন শেষ পর্যন্ত একটি মানবিক বিপর্যয় ঠেকানোর জন্য।

মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তির পর, দেশে ফেরেন তিনি বিজয়ীর বেশে। এক দ- সময় নষ্ট না করে কি করে সমন্বিত উপায়ে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির পুনর্বাসন করা যায় সে কাজে নেমে পড়েন। বিশেষ করে শরণার্থী, নির্যাতিত নারী এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের জন্য তিনি সীমিতসম্পদ সত্ত্বেও ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন। পাশাপাশি জাতিসংঘসহ বন্ধু দেশগুলো থেকে কি করে দ্রুত ত্রাণ-সহায়তা পাওয়া যায় তারও উদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন। সারাবিশ্বে তিনি সহানুভূতি অর্জন করেছিলেন বলেই যুদ্ধোত্তর এই মানবিক বিপর্যয় বাংলাদেশ এড়াতে পেরেছিল।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় তার পূর্ব-অভিজ্ঞতা বেশ কাজে লাগে। এই অভিজ্ঞতার আলোকেই তিনি ১৯৭৩ সনে উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। এজন্যে উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীদের সমাবেশ করার পাশাপাশি তিনি উপকূলীয় বাঁধ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং গবাদি পশুসমূহের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য কিল্লা বা উঁচু ভূমি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ

affected area not only revealed his compassion for the affected people but also exposed the hollowness of the government's slow response. His very presence attracted global media and charities who rushed to the cyclone-affected Bangladesh with huge quantities of relief and money. The self-help and cultural groups also responded positively and stood by the traumatized coastal people following his visit to the affected areas. This first-hand experience later helped Bangabandhu in including demand for coordinated relief and rehabilitation programs for the disaster-prone areas of Bangladesh in his pre-election speech in late 1970. In fact, the non-cooperation movement in March 1971 and the subsequent war of liberation which was launched immediately after initiation of the genocide by Pakistani army was led by him based on his guidelines given in his historic speech given on March 7, 1971. Indeed, the genocide which continued throughout nine months of 1971 was a human disaster. Bangabandhu responded to this human disaster in a well-coordinated planned manner and ensured quick rehabilitation and reconstruction of the economy and society as soon as he took charge of the country in January 1972. His special focused on rehabilitation of the oppressed women and freedom fighters who lost their limbs in the war was an exceptional response to a human disaster.

These ideas helped him in designing the Cyclone. Preparedness Program in 1973, attracting volunteers to help in raise raising disaster consciousness

করেছিলেন। ১৯৭২-৭৫ সময়কালে গড়ে মোট বাজেটের ১১% তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য খরচ করেছেন। দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য উল্লিখিত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য তিনি এই বাজেট বরাদ্দ দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেই তিনি প্রাকৃতিক অবকাঠামো সুন্দরবন রক্ষার জন্য ডাক দিয়েছিলেন। তখনও জলবায়ু পরিবর্তনের কথা উচ্চারিত হয়নি। কিন্তু তিনি ঠিকই অনুভব করতে পেরেছিলেন যে বড় কোনো ঘূর্ণিঝড় থেকে একমাত্র সুন্দরবনই বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠিকে রক্ষা করতে পারবে। বাংলাদেশ এখন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সারাবিশ্বেও 'রোল মডেল।' বঙ্গবন্ধুর অনেক ধারণাই আমাদের 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য স্থায়ী আদেশাবলি' ('স্ট্যান্ডিং অর্ডারস অন ডিজাস্টার')-এ স্থান পেয়েছে। আমরা বঙ্গবন্ধুর সেই সব কালজয়ী ভাবনাকে আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিতে সর্বদাই সক্রিয় রাখতে পারি। জনগণকে সম্পৃক্ত করে এসব কর্মসূচি সচল রাখা গেলে নিশ্চিতভাবেই আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জসমূহ আরও দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করতে পারবো। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন এই ক্ষেত্রে বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি যে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য থেকেই প্রকৃতির প্রতি সদয় এবং মানবিক বিপর্যয়ে তৎপর হবার শিক্ষা পেয়েছেন। তাই রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় যেমন দূরদর্শী ও সাহসী নীতি-উদ্যোগ নিতে পেরেছেন তেমনি আম্ফানসহ বড় বড় ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন মোকাবিলায় সমান সাফল্য দেখিয়েছেন। তাঁর ব-দ্বীপ পরিকল্পনাই বলে দেয় যে তিনি দুর্যোগে মোকাবিলায় কতদূরে দেখতে পান।

among coastal people, as well as providing embankments and cyclone shelter centers plus the 'killas' (raised grounds) for the livestock. No doubt, he provided on an average 11 percent of the total budget during 1972-75 for disaster management including the construction of embankments and cyclone centers. During his Premiership he gave a clarion call to save the mangrove forest of Sundarbans which has been shielding the cyclone prone people of the coastal belt of Bangladesh. This happened long before the climate change challenges were even beginning to be recognised by the global leaders and climate activists.

Bangladesh has already mainstreamed many of the ideas of Bangabandhu while updating the Standing Orders on Disaster (SOD). These SOD have been proving to be hugely handy for proactive response to all disasters for which Bangladesh has already become a global success story. Let us continue to learn from Bangabandhu's response to disasters and remain vigilant against all kinds of disasters, particularly the ones arising out of climate change challenges.

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুশাসনের আলোকে

অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন
পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Disaster Risk Management in Bangladesh: Revisiting through the good governance of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

Professor Dr. Khondoker Mokaddem Hossain
Founder Director, Bangladesh Institute of Disaster Management & Vulnerability Studies, University of Dhaka
and
Professor Dr. Mahbuba Nasreen
Director, Bangladesh Institute of Disaster Management & Vulnerability Studies, University of Dhaka

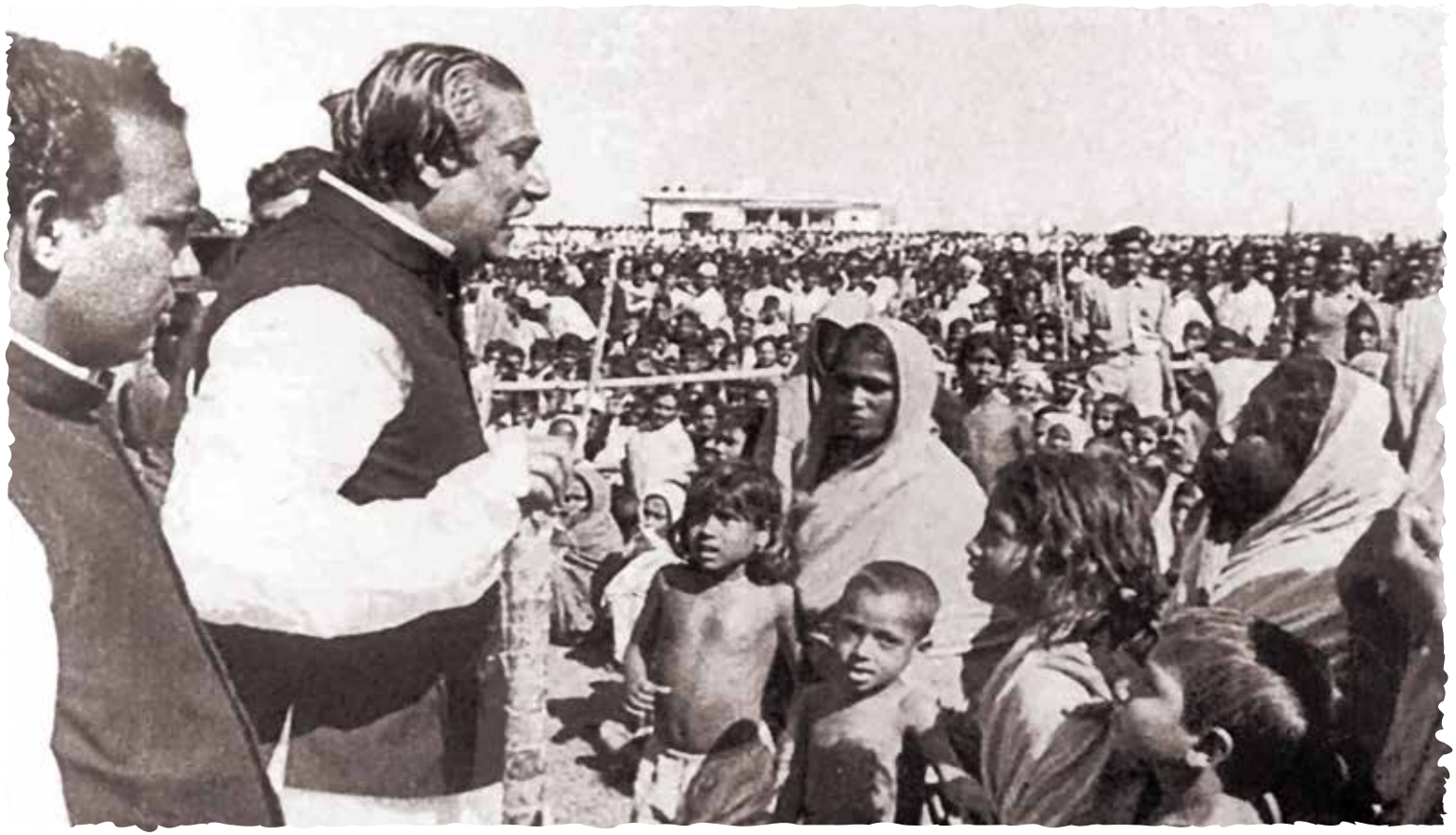

দুর্যোগে তিনি বারবার ছুটে গেছেন মানুষের কাছে ত্রাতা হয়ে
He used to be a savior in all disaster

গত দশক থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রস্তুতি, উপশম, সাড়া ও পুনরুদ্ধারমূলক কাযর্ক্রম দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের অন্যতম কৌশল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিভিন্ন নীতিমালা, আইন, আদেশাবলি ও অন্যান্য পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় 'রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। মূলত: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস প্রত্যয়ের সূচনা হয়েছে আদিকল্প

Over the past decade, disaster preparedness, mitigation, response and recovery activities have emerged as one of the key strategies for disaster risk reduction in many parts of the world. Bangladesh has been recognized as a role model for disaster management for adopting various policies, acts, orders and taking various measures to achieve the target of disaster risk reduction.

(Paradigm) পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। যে পরিবর্তন শুধু ত্রাণ নির্ভর না, বরং সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অবতারণা করেছে। তবে এই অর্জনকে অবশ্যই দেখতে হবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শীতার প্রেক্ষাপটে। যিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শীতা

জাতিসংঘ কর্তৃক ২০২০ সালে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস' দিবসের প্রতিপাদ্য নির্বাচিত হয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সুশাসনের সাথে সম্পৃক্ত করে। গত এক দশক ধরে দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য নিয়েছে নানা পদক্ষেপ। তথাপি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় দুর্যোগের প্রস্তুতিজনিত সুশাসন প্রতিষ্ঠার নজির রয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সমান্তরাল পথে। একটি স্বাধীন দেশের প্রতিষ্ঠায় যেমন, তেমনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে বঙ্গবন্ধুর নিবিড় সম্পৃক্ততা রয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সার্বিক অবদান অনস্বীকার্য। দুর্যোগ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁর অন্যতম অবদান হচ্ছে ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (CPP) সূচনা। যা ছিল স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত এই কর্মসূচি দুর্যোগ প্রস্তুতি হিসেবে শ্রেষ্ঠকর্মসূচি হিসেবে সবর্জনস্বীকৃত।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির উন্মেষের আলোচনা করতে হলে ফিরে যেতে হবে ১৯৭০ সালে। যখন এই মহান নেতা তাঁর নির্বাচনী প্রচার স্থগিত রেখে ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত অঞ্চলে দুর্যোগাক্রান্ত অসহায় মানুষের

Basically , the disaster risk-reduction strategies was introduced through the change of traditional system.. That change has led to not only relief but also integrated disaster management. However, this achievement must be seen in the context of the foresight of the greatest Bangali of all times and the Architect of Bangladesh, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He laid the foundation stone for disaster management soon after Bangladesh's independence.

Setting the scene:
Role of Visionary Leader Bangabandhu

Bangabandhu's foresight in establishing Good Governance in Disaster Risk Reduction:

The theme of the International Day for Disaster Risk Reduction in 2020 has been chosen by the United Nations by involving disaster management with good governance Over the past decade, as a disaster-prone Bangladesh has taken a number of steps to reduce disaster risk. However, a review of the history of disaster management shows that the establishment of good governance in disaster preparedness is parallel to the emergence of independent Bangladesh. Bangabandhu has a close involvement in disaster management just like the establishment of an independent country.

The overall contribution to disaster management as an integral part of the government led by him is undeniable. One of his contributions to the establishment of disaster good governance was the launch of the Cyclone

বানে-বন্যায়, ঝড়-ঝঞ্ঝায় আবার জেগে উঠেছে এদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো যোগ্য নেতার পথ নির্দেশনা মেনে
The brave People of this country always rise from all disaster with the leader like Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তেমনি বন্যার প্রকোপ থেকে মানুষ ও তাদের সম্পদ বিশেষত গবাদি পশু রক্ষার জন্য উঁচু স্থান নির্মাণে সহায়তা দিয়েছিলেন জাতির পিতা। যে স্থানকে জনগণ সম্মানের সাথে নাম দিয়েছে "মুজিব কিল্লা"। ১৯৭২ সালে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় গঠনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু দুর্যোগজনিত সমস্যাকে মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত ও আহত নারী-পুরুষদের পুনর্বাসনে জাতির পিতা নিয়েছেন নানা পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহু দেশি- বিদেশি ব্যক্তি ও সংগঠন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় হাত বাড়িয়ে দেন ও তাদের মনে আশা জাগিয়ে তোলেন। সামাজিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাড়া ও প্রস্তুতি হিসেবে সদ্য স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু এমনি নানা কল্যাণকর কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন। আক্ষেপের বিষয়, জাতির পিতার গৃহীত এসকল মহতী উদ্যোগসমূহের ধারাবাহিকতা পরবর্তী সরকারি শাসনামলে অব্যাহত থাকেনি। যার

Preparedness Program (CPP) in 1972. This program, which was established in the Independent Bangladesh, was universally recognized as the best disaster preparedness program.

To discuss the development of a cyclone preparedness program, we have to go back to 1970 when this great leader suspended his election campaign and stood by the helpless people affected by the disaster in the cyclone-hit region. Similarly, the Father of the Nation helped to build a high place to protect people and their resources, especially cattle, from the onslaught of floods. The local people named them as 'Mijib Killa' with respect and honour. Through the establishment of the Ministry of Relief and Rehabilitation in 1972, Bangabandhu carried out various activities to address the problem of disasters.

The Father of the Nation took various steps to rehabilitate

প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় তৎকালীন সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কার্যকরী পদক্ষেপের অনুপস্থিতির মধ্যেই লক্ষণীয়। সে সময়ে পরপর সংঘটিত বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের অভাব প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়। আশার বিষয়, গত একদশকে বাংলাদেশ দুর্যোগ সুশাসনে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। যা সম্ভব হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরিবেশ বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় সম্প্রসারী পরিকল্পনা ও অবদানের জন্য শেখ হাসিনা '*চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ*', '*প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন*', '*এজেন্ট অব চেঞ্জ*', (Agent of Change) পুরস্কারসহ নানাবিধ বৈশ্বিক সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফল নেতৃত্ব ও এদেশের আপামর জনগোষ্ঠীর দুর্যোগের অভিজ্ঞতালব্ধ সহনশীলতার কারনেই বিশ্বের কাছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ 'রোল মডেল' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ১৯৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম মেয়াদে ১৯৯৭ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথমবারের মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) প্রবর্তিত হয় যা পরবর্তীকালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১০ ও ২০১৯ সালে চাহিদা অনুযায়ী হালনাগাদ করা হয়। টেকসই উন্নয়ন, সেন্দাই কর্মকাঠামো ও অন্যান্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকসহ নির্বাচনী অঙ্গীকার (২০০৮, ২০১৪, ২০১৮) সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বহু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ দলিল প্রবর্তিত হয়েছে। নেয়া হয়েছে বহুবিধ কার্যকরী পদক্ষেপ। এগুলোর মধ্যে

Through the establishment of the Ministry of Relief and Rehabilitation in 1972, Bangabandhu carried out various activities to address the problem of disasters.

The Father of the Nation took various steps to rehabilitate the men and women tortured and injured in the war of liberation. In response to Bangabandhu's call, many local and foreign individuals and organizations extended help to the war-wounded freedom fighters and raised hopes in their minds. In response to social and natural disasters, Bangabandhu undertook many such benevolent works in the newly independent country.

Regrettably, the continuation of these grand initiatives taken by the Father of the Nation did not continue under the next government, which was reflected in the absence of effective measures taken by the then government to deal with the catastrophic floods of 1987 and 1988 and the catastrophic cyclone of 1991.

The subsequent floods and cyclones drew international attention and the lack of good governance in disaster management was evident. Hopefully, in the last one decade, Bangladesh has made tremendous progress in disaster governance which has been made possible under the leadership of Hon'ble Prime Minister, Bangabandhu's daughter Sheikh Hasina following the footsteps of the Father of the Nation in disaster management, Sheikh Hasina has been awarded various

উল্লেখযোগ্য রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১; সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (যেখানে প্রথমবারের মত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের উপর একটি বিস্তারিত পটভূমি নথি তৈরি করা হয়েছে); ডেল্টা পরিকল্পনা, ২১০০ প্রভৃতি। জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা অনসুরণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কাঠামোগত ও অকাঠামোগত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। যেমন, দুর্যোগাক্রান্ত এলাকায় 'মুজিব কিল্লা' তৈরি ও সংস্কার; ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি; গৃহনির্মাণ, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষায় বিশেষ দৃষ্টি দেয়াসহ সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম ও পদক্ষেপ। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীকে সামনে রেখে ৮৬,৯৯৬টি দুর্যোগ সহনশীল গৃহনির্মাণ। এরই মাঝে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে (১৩ অক্টোবর, ২০২০) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭,০০০ বাড়ি উদ্বোধন করেছেন। মন্ত্রণালয় বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে- যার মধ্যে জাতির পিতার চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন দেখা যায়। ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম; গভর্বতী ও স্তন্যদায়ী মা ও পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ কর্মসূচি; ইমার্জেন্সি মাল্টিসেক্টর রোহিংগা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক সাড়া ভিত্তিক অন্যতম পরিকল্পনা কেন্দ্র (NEOC) বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলি (২০১৯) হালনাগাদ করে প্রথমবারের মত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ কমিটিতে পানি সম্পদ, জলবায়ু পরিবর্তন, ভূমিকম্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক খাতভিত্তিক

honour's including "Champion of the Earth", "Planet 50-50 Champion", 'Agent of Change' for her extensive planning and contribution in dealing with various natural and man-made disasters including environmental disasters and climate change. Due to the successful leadership of the Hon'ble Prime Minister and the experienced endurance of the people of this country, Bangladesh has become known to the world as a 'Role Model' in disaster management. During Sheikh Hasina's first term as Prime Minister in 1997, Standing Orders on Disaster were introduced for the first time in South Asia in 1997, which were later updated by the Ministry of Disaster Management and Relief in 2010 and 2019 as per demand.

A number of important documents have been introduced and multiple and effective steps have been taken for the implementation of Sustainable Development, Sustainable Action Framework and other national and international manifestos (2008, 2014 , 2018). Notable among these are Vision 2021 and 2041 , Seventh Five Year Plan (Where for the first time a detailed background document on disaster risk-reduction and climate change and adaptation has been prepared), Delta Plan 2100 etc.

Following the far-reaching plan of the Father of the Nation, the Ministry of Disaster Management and Relief is implementing various structural and non-structural

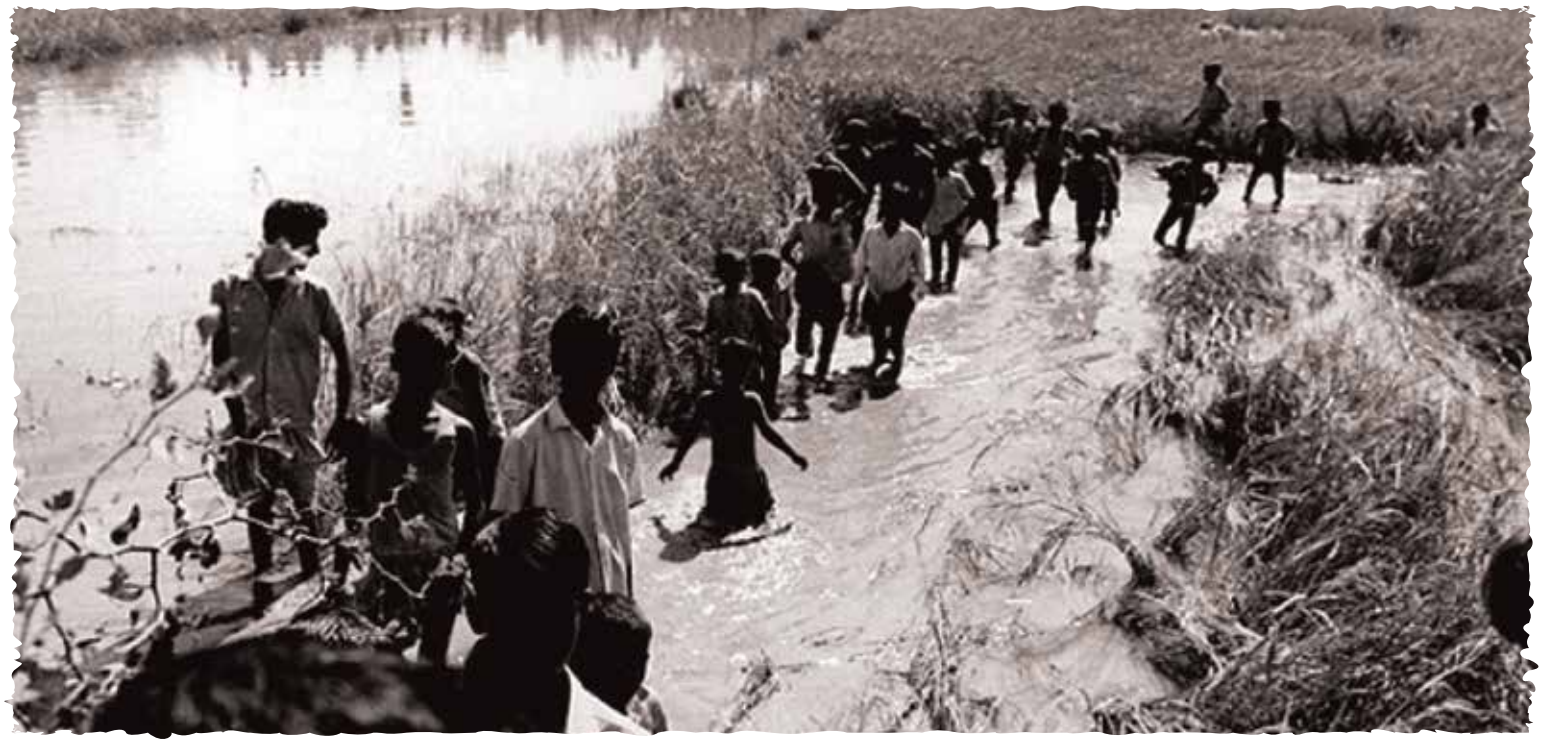

ফসল নষ্ট হয়েছে, ঘর নষ্ট হয়েছে, কিন্তু এদেশের মানুষ হাল ছাড়েনি কখনো, এ দেশের প্রতিটি মানুষ বঙ্গবন্ধুর মতো বিপদে-বিপর্যয়ে লড়াই করেছে
People of this country are fighters like Bangabandhu, even when the field or home are destroyed

বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অতিমারিকালীন দুর্যোগ ঝুঁকি সুশাসন

এই সত্য উল্লেখ করা আবশ্যিক যে, জাতির পিতার সূচিত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চালিকা শক্তিকে অনুকরণ করে বর্তমানে সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক করোনা-১৯ অতিমারি শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসমূলক উদ্যোগের উপর নতুন করে আঘাত হেনেছে। ২০২০ সালের এই অতিমারির সময়ে বাংলাদেশে

activities. Various socially inclusive activities and measures including construction and renovation of Mujib Killa in disaster affected areas, increase in number of shelters for cyclones and floods, housing, development of road communication system, protection of rights of women and persons with disabilities and social inclusion. Notable among these is the construction of 86,996 disaster-resilient housing ahead of the birth centenary of the Father of the Nation. Meanwhile, on International

ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও উপযুপরি বন্যা আঘাত হেনেছে। সরকার ও অন্যান্য সংস্থার পক্ষে এই সময় সাড়া দান বাস্তবিকই কঠিন হবে বলে সকলে ধারণা করেছিল।

বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ায় ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের সময়ে ঘনবসতিপূর্ণ আশ্রয়কেন্দ্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমগুলো কিভাবে নিশ্চিত হবে এসব বিষয়ে বিশ্বব্যাপী শঙ্কা ছিল। এধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় মন্ত্রণালয়ের গৃহীত তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। যেমন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে, বন্ধ হয়ে যাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তথাপি বলা যায়, কোভিড-১৯ কালীন এই দুটি দুর্যোগ থেকে নানাবিধ অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয়েছে যা পরবর্তী পর্যায়ে সরকারকে অতিমারিকে সামনে রেখে আর্থ-সামাজিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগাক্রান্তদের জন্য ফলপ্রসূ কর্মসূচি পরিকল্পনার দিক নির্দেশনা দেবে। এক্ষেত্রে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান, প্রযুক্তিনির্ভর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমন্বিত পরিকল্পনা নেয়া প্রয়োজন ।

ব্যক্তি খাতের উদ্যোগ, জনগণ, যুবসমাজ ও গণমাধ্যমের সম্পৃক্তকরণ বৃদ্ধি করাকে উৎসাহিত করতে হবে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও রহিত করা, ঝুঁকি পরিমাপ করা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উপশম, অভিযোজন সংক্রান্ত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন গবেষণালব্ধ জ্ঞান, সহনশীল ও টেকসই জীবিকা নির্ভর নীতিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে গবেষক ও অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞগণ সরকারকে সহায়তা করতে পারে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনার জন্য জেন্ডার/ট্রান্সজেন্ডার, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী,

Disaster Mitigation Day (13 October 2020), Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated 17,000 houses. The ministry has implemented a number of other projects that reflect the thinking of the father of the nation. A special program has been taken to reduce the risk of disasters and ensure food security for pregnant and lactating women and children under five years of age, the Rohingya Crisis Response Project, one of the planning centres as overall response to the risk management are in the process of being implemented. For the first time, the National Disaster Management Expert Committee has included experts on water resources, climate change, earthquakes, disaster management, gender and social inclusion by updating the Standing Orders on Disaster (2019).

Disaster Risk Good Governance during pandemic

It is important to mention the fact that the father of the nation's proposed disaster risk reduction program along with following national and international driving force is currently being managed by a very strong institutional structure. The recent Covid-19 pandemic has dealt a new blow not only to Bangladesh but also to global disaster risk reduction initiatives. The recent Covid-19 pandemic has dealt a new blow not only to Bangladesh but also to global disaster risk reduction initiatives. Cyclone Ampan and subsequent floods have hit Bangladesh during this extreme period of covid-19 in 2020. It was anticipated that

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষত যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করেন তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য সমৃদ্ধ সমন্বিত নীতিমালা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নই হচ্ছে প্রতিটি পর্যায়ে দুর্যোগ সুশাসন প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি ।

it would be really difficult for the government and other agencies to respond in a timely manner.

There was a global concern, especially in South Asia during cyclone Ampan, about how to ensure the provision of health care and maintain social distance in densely populated cyclone shelters. The immediate steps taken by the ministry to deal with such a situation have answered many questions. For example, temporary shelters were set up to maintain social distance, and closed educational institutions were used as shelters. However, it can be said that these two disasters have given rise to various experiences during the Covid-19 which will provide effective and efficient guidance to the government in socio-economic and inclusive disaster management. In this case, it is necessary to take an integrated plan for the formulation and implementation of scientific knowledge and technology based risk management process at national and regional level.

It is needed to increase private sector initiatives and need to encourage people, youth and the media should be encouraged to get involved in disaster risk management. Disaster risk reduction and prevention, risk quantification and mitigation of climate change impacts, analysis of adaption required in implementing research based knowledge and application and implementation of resilient and sustainable livelihood based policies. Researchers and experienced experts can help the

government in this regard. For disaster risk management, planning and implementation of science and information, integrated policies with priority for gender / transgender, persons with disability, ethnic minorities, especially marginalized people living in remote areas is the key to establishing disaster good governance at every stage.

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধুর দর্শন

ড. আতিক রহমান

বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ (বিসিএএস) এর নির্বাহী পরিচালক;
ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক সাউথ এশিয়া (কানসা) এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান

The Vision of Bangabandhu in Climate Change and Disaster Managemnet

Dr. Atiq Rahman

Executive Director of Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS); the Founder and Former Chairman of the Climate Action Network South Asia (CANSA)

ভূমিকা: বঙ্গবন্ধুর দর্শন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭০ সালের বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের পটভূমিতে তাঁর নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলেন। এই ঘুর্ণিঝড়ে প্রায় ৫ লক্ষাধিক মানুষের প্রাণহানি হওয়ার পাশাপাশি সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে যুদ্ধ বিধ্বস্ত এ দেশটি উপুর্যপরি বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পৃথিবীর সবচেয়ে দারিদ্র্য পীড়িত ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।

সুতরাং দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি প্রভৃতি তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং চ্যালেঞ্জিং কাজ হিসেবে অগ্রাধিকার পেয়েছিল। জাতির পিতার দৃঢ় নেতৃত্বে দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং ঝুঁকি হ্রাসের কৌশলসমূহ পরিচালনা করেছিলেন। তিনি বিশ্ব প্রশংসিত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) উদ্বোধন করেছিলেন এবং তাঁর সরকার ১৯৭০ এর দশকের গোড়ার দিকে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানুষের জীবন, তাদের সম্পদ এবং গবাদি পশু রক্ষার জন্য বেশ কয়েকটি 'মুজিব কিল্লা' নির্মাণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, জাতির পিতার দূরদৃষ্টি এবং গতিশীল নেতৃত্ব এখনও বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীতি, কৌশল এবং ক্রিয়াকলাপকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে চলেছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ এবং বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ ক্যারিশমেটিক নেতৃত্ব

একাত্তরের স্বাধীনতার সময়কার বাংলাদেশের উন্নয়নের চ্যালেঞ্জগুলি ছিল বহুপাক্ষিক, যা একই সাথে গভীরভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত ছিল। তাই এর মূল ফোকাস ছিল গ্রামীণ অর্থনীতির আশু পুনর্গঠন, সাড়ে সাত কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষির উন্নয়ন, ভারত থেকে ফিরে আসা লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর জরুরি পুনর্বাসন, সবার জন্য স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা সেবা

Introduction: The Vision of Bangabandhu

Bangabandhu Skeikh Mujibur Rahman started his election campaign in the backdrop of the devastating super cyclone in 1970, which killed more than 500,000 people and created uncountable human sufferings. After the Independence of Bangladesh, the war ravaged country was identified as one of the most poverty stricken and vulnerable country to natural disasters like floods, cyclones, tidal surges and drought. Therefore, poverty alleviation, food security through agricultural development and disaster preparedness were prioritized as the most important and challenging tasks to the government of Bangladesh at that time. The Father of the Nation guided the vision and strategies for disaster preparedness and risk reduction. He has inaugurated the world acclaimed Cyclone Preparedness Programme (CPP) and his government constructed several Mujib Killa to protect the lives of people, their assets and livestock from floods and cyclones in the early 1970s. Actually, the vision and dynamic leadership of the Father of the Nation still guides the disaster management policy, strategies and actions in Bangladesh.

Primary Development Challenge of Bangladesh and Bangabandhu's exceptional charismatic leadership

Development challenges of Bangladesh just after independence were multi-lateral which were deeply related with economic and social development. So, main focus were immediate reconstruction of rural development, development of agriculture for food

সুন্দরবনের নিকটবর্তী উপকূলীয় এলাকার মানুষের সুখে-দুঃখে তিনি সদা সঙ্গী ছিলেন
In the coastal areas near the Sundarbans, he was always the companions of people's happiness and sorrow

নিশ্চিতকরণের দিকে। এছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের জন্য যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের রাস্তা-ঘাট ও সড়ক অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ, রেলপথের পুনর্গঠন প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসলীলার কারণে বিশেষত উপকূলীয় জেলাগুলিতে জনগণের অর্থনীতি ও জীবিকার উপরও ব্যাপক আঘাত হেনেছিল। তাই ঘূর্ণিঝড় ও যুদ্ধবিদ্ধস্ত উপকূলীয় এলাকার পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি নেয়া হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু যখন অবিসংবাদিত হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি বাংলাদেশকে একটি যুদ্ধ ও ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত দেশ হিসেবে পেয়েছিলেন। তবে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এই দেশের জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ ছিল বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় নেতৃত্ব, দেশকে দ্রুত পুনর্গঠন করার জন্য তাঁর প্রজ্ঞা এবং দৃঢ় সংকল্প। তাঁর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ছিল। সেটা হল তাঁর প্রতি বাংলাদেশের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং অসম্ভব ভালবাসা। বঙ্গবন্ধুর অবিচল নেতৃত্বে সাড়ে সাত কোটি জনসংখ্যার এই দেশ এক

security of seventy five million people, emergency rehabilitation of millions of refugees who came back from India, ensuring health and medical services to all. Besides, reconstruction of small roads and roads infrastructure of war-wrecked Bangladesh, re-establishment of rail roads became vital for expanding business and commerce. Economy and livelihood of people specially in coastal districts were highly affected after the devastating cyclone of 1970. Extensive program was undertaken for reconstruction and development of cyclone affected and war-wrecked coastal areas.

When Bangabandhu took the charge of the country as the unequivocal leader, he got it as war-wrecked and cyclone-devastated country. But, the main strengths of this country was his strong leadership, profound wisdom and determinationa to rebuild the country. His main asset was open-hearted support and intense love of the people. This country of seventy five million people earned victory in the war of liberation and got independence under his firm leadership. So, the people had unyielding faith on the Father of the Nation to overcome the crisis.

The Father of the Nation and his government emphasized on rural development for ensuring food security, reconstruction of road networks and flourishment of agriculture. He inspired and reunited freedom fighters, peasants and young generation to rebuild the nation aiming economic emancipation, welfare and justice.

His government inspired and facilitated green

শরণার্থী, জলবায়ু দুর্যোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সকল ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু পাশে ছিলেন।
In all the cases of refugee problem, climate disaster, natural disaster Bangabandhu was by their side

অনন্য এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হয় এবং স্বাধীনতার স্বাদ পায়। তাই এই সংকটসমূহ কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে জাতির জনকের নেতৃত্বের প্রতি এই দেশের মানুষের এক অবিচল আস্থা ছিল।

জাতির পিতা এবং তাঁর সরকার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য গ্রামীণ উন্নয়ন, যোগাযোগের নেটওয়ার্কগুলি পুনঃর্নির্মাণ এবং কৃষি বিকাশের উপর ব্যাপক জোর দিয়েছিলেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধা, কৃষক ও যুব সমাজকে অর্থনৈতিক মুক্তি, মঙ্গল ও ন্যায়বিচারের স্বপ্ন নিয়ে জাতি

revolution technology in cultivation of new and high yielding variety of crops through co-operative and integrated pest control and modern irrigation system which expanded in the agricultural sector after the independence. His government also initiated food assistance and social sefty net programs for the poorest, women and vulnerable groups of the society on a wide range.

গঠনের জন্য উদ্বুদ্ধ ও সংহত করেছিলেন। তাঁর সরকার কৃষকদের সমবায় ও সমন্বিত কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নতুন ও উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন জাতের ফসল আবাদ, উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষিতে সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তি প্রসারে উৎসাহিত ও সমর্থন করেছে, যা একই সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে কৃষিক্ষেত্রে একযোগে প্রসার ঘটেছিল। তাঁর সরকার দরিদ্রতম, মহিলা এবং সামাজিকভাবে বঞ্চিত গোষ্ঠীগুলির জন্য ব্যাপক পরিসরে খাদ্য সহায়তা এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিও চালু করেছিল।

জাতির পিতা মানুষের সুস্থতা ও বেঁচে থাকার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জীববৈচিত্রের ভূমিকার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাঁর সরকার ১৯৭২-১৯৭৫ সময়কালে, তাঁর সংক্ষিপ্ত তবে তাৎপর্যপূর্ণ নেতৃত্বকালীন সময়ে ভূমি, মাটি, পানি, মৎস্য, বন সংরক্ষণ প্রভৃতির জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সুন্দরবনের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য জনগণকে আহ্বান জানান, যেটি পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ (শ্বাসমূলীয়) বন এবং ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, সমুদ্রের তরঙ্গ এবং জলোচ্ছ্বাসের মতো মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করে।

১২ই নভেম্বর ১৯৭০ এর সুপার সাইক্লোনে সব হারানো নিঃস্ব মানুষের মাঝে বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu amongst the destitute people who lost everything in super cyclone of November 1970 12

The Father of the Nation realized the importance of natural resources and bio-diversity for people's healthiness and existence. His government within the brief but significant period of his tenure 1972- 1975 undertook extensive programs for land, soil, water, fisheries and forest conservation. He inspired people for protection of the Sundarbans, the largest mangrove forest of the world, which protects Bangladesh from severe natural disasters like cyclone, storm surges, salinity, tidal surges and other natural disasters. This has been widely proved in recent times during the cyclones Aila, Sidr and Amphan. He loved trees and started tree plantation movement in government premises and public places with active participation of people. As a result, Bangladesh has acclaimed recognition of the world for its wide social forestry.

Bangladesh has become self-sufficient in agricultural production and recognised as a flourshing and upcoming economic power today in 2020 pursuant to Bangabandhu's visionary decisions and strong leadership in uniting people of all classes, establishing institutions and giving guidelines through a new constitution. The results of his able leadership and disaster management initiatives have been materialised after so many years during cyclones of Sidr, Aila and Amphan. The devastation of four-fold floods and two super cyclones in 2020 hav affected directly the livelihoods of 31 districts. But, no one had to strave because of efficient and co-ordinated efforts among local government institutions, NGO's and people-based organizations, abundand food assistance and timely disaster preparedness programs.

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আইলা, সিডর এবং আম্ফান ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন এটি ব্যাপকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি গাছপালা পছন্দ করতেন এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে সরকারি ভবন এবং পাবলিক প্লেস চত্বরে বৃক্ষরোপণের আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ এখন বাংলাদেশ তার বিশাল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির জন্য বিশ্বের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে।

জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহাইমের সাথে কথোপকথনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in conversation with the UN Secretary General Kurt Waldheim (November 27, 1972).

বঙ্গবন্ধুর দুরদর্শী সিদ্ধান্ত ও নেতৃত্বের কারণে সর্বস্তরের সুবিধাভোগী জনগণকে সংগঠিত করা, প্রতিষ্ঠান তৈরি এবং নতুন সংবিধানের মাধ্যমে দিকনির্দেশনা প্রদানের কারণে ২০২০ সালে এসে আজ বাংলাদেশ কৃষি উৎপাদনে স্বনির্ভর এবং একটি ক্রমবর্ধমান ও উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিত লাভ করছে।

তার সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উদ্যোগের ফলাফল এতো বছর পর সিডর, আইলা, আম্ফানের মতো ঘূর্ণিঝড় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। সাম্প্রতিক ২০২০ সালেই দেশের প্রায় ৩১ টি জেলার

Government of Bangladesh is managing Multiple Disasters

The government of Bangladesh has a constitutional responsibility to protect the population from the disasters and help those affected people with food and nutrition, drinking water, sanitation, medicines and healthcare, shelters and livelihood support. The government of Bangladesh with its ministries, departments, line agencies, local government, NGOs and development partners are addressing and managing multiple natural disasters as well as man-made disasters like fire out-breaks, water logging and human health disasters like dengue, COVID, diarrhea and malaria every year. The human induced rapid global climate change has increased the frequency, intensity and damages of natural disasters. Bangladesh faced two devastating cyclones and four-time floods in 2020. In such a challenging situation, the government has to coordinate disaster preparedness activities at national, regional and local levels as well as take responses measures for the disaster victims and vulnerable communities in several disaster prone areas and climate hot-spots in the country. The country has shifted its disaster management approaches and paradigm from mere relief distribution and rehabilitation to more Disaster Risk Reduction (DRR) in the light of Hyogo Framework of Action (HFA) on disaster and Sendai Framework for DRR

মানুষ চার বার সংঘটিত উপর্যুপরি বন্যা এবং দুটি বড় ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসাত্মক প্রভাব কয়েক লক্ষ মানুষের জীবিকা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তবে কেউই অনাহারের মুখোমুখি হয়নি। স্থানীয় সরকার সংস্থা, এনজিও এবং জনগোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠনসমূহের মধ্যে দক্ষ ও কার্যকর সমন্বয়, ব্যাপক খাদ্য সহায়তা এবং যথাযথ দুর্যোগ প্রস্তুতি কর্মসূচির কারণে এটি সম্ভব হয়েছিল।

বাংলাদেশ সরকার বহুমাত্রিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা করছে

জনগণকে দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা এবং ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য ও পুষ্টি, পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্যানিটেশন, ওষুধ ও স্বাস্থ্যসেবা, আশ্রয়কেন্দ্রিক ও জীবিকা নির্বাহের সহায়তার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার তার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমুহ, বিভাগ, লাইন এজেন্সিগুলি, স্থানীয় সরকার, এনজিওগুলির কার্যক্রমের সাথে জড়িত বিশাল জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে নিয়ে বহুমাত্রিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা করে যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিবছর অগ্নিকা-, জলাবদ্ধতা এবং মানুষের স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের মতো ডেঙ্গু, ডায়রিয়া ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি। এছাড়াও মানব সৃষ্ট বিশ্বব্যাপী দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পৌনঃপুনিকতা, তীব্রতা এবং ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ মানব স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতি উভয়কেই গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

এই রকম চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে সরকারকে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্তরে দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রমের সমন্বয় করতে হবে এবং দেশের বিভিন্ন দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল ও জলবায়ু হট স্পটগুলিতে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য দ্রুত সাড়াদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এ ছাড়াও বাংলাদেশ তার দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (সিসিএ) সক্ষমতা তৈরি বিবেচনা করে ব্যপক দুর্যোগ প্রস্তুতির জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন পদ্ধতি এবং জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচি

(Nasreen M., 2017 and Mallick et al, 205). Further, the DRR approaches and activities are linked with National Adaptation Programme of Action (NAPA) and Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) for comprehensive disaster preparedness considering long-term Climate Change Adaptation (CCA), resilience building, community development, Social Safety Net (SSN) and Sustainable Development Goals (SDGs) of the UN and the Government of Bangladesh (GoB).

Paradigm Shift in Disaster Management and Preparedness

The historical data and statistics would suggest that Bangladesh is one of the most disaster prone countries in the world with great negative consequences being associated with various natural and human induced hazards. The geophysical location, land characteristics, multiplicity of rivers and the monsoon climate render Bangladesh highly vulnerable to natural hazards. The coastal morphology of Bangladesh influences the impact of natural hazards on the area. Especially in the south eastern area, natural hazards increase the vulnerability of the coastal dwellers. The main disasters in Bangladesh are: Flood, Tropical Cyclone, Storm Surge, Tornado, River Bank Erosion, Drought, Earthquake and fire outbreak in the city slums, markets and tall buildings.

The government of Bangladesh, development partners,

১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ভোলাবাসীর পাশে বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu amangst 1970 super cyclone-devastated people of Vola

(এনএপিএ, ২০০৫), এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি, ২০০৯), জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা জাল (এসএসএন) এবং ইউএন ও বাংলাদেশ সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) এর সাথে যুক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশে দুর্যোগ পরিচালনা ও প্রস্তুতিতে পালাবদল

ঐতিহাসিক তথ্য এবং পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের কারণে চরম ঝুঁকিতে আছে। ভৌগলিক অবস্থান, ভূমির বৈশিষ্ট্য, নদীগুলির সংখ্যাধিক্য এবং বর্ষায় জলবায়ু প্রকৃতি বাংলাদেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য অত্যন্ত বিপন্ন করে তুলেছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় ভূমিরূপ এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিশেষ করে এ দেশের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপকূলীয়

NGOs, CBOs, private sector organizations and the key actors in the country are aware of the dynamics in disaster patterns and their impacts on population, society, economy, ecology and infrastructures. The government of Bangladesh has formulated National Disaster Policy and National Plan for Disaster Management. Currently, the conventional disaster management model (i.e. response, relief and recovery) has been replaced by a more holistic approach of disaster preparedness and disaster risk reduction, wherein the process of hazard identification and mitigation, community preparedness, integrated response efforts and recovery are planned for and undertaken continuously within a risk management context to address the issues of vulnerability (Mallick, 2010 and Rahman, 2015). The strategic plan, for disaster management in Bangladesh, has been formulated in line with the Sendai Framework for DRR (2015-2030) with emphasis on an integrated multi-hazard approach for sustainable development to reduce the incidence and severity of disasters; placing disaster risk reduction in the centre of policies and political priorities. Efforts and investments were enhanced in disaster preparedness as well as in building capacity of the vulnerable communities and actors for greater DRR. The Sendai Framework has prioritized four key actions: These are:

• Priority-1: Understanding disaster risks

বাসিন্দাদের বিপন্নতা বাড়িয়ে তুলছে। বাংলাদেশের প্রধান দুর্যোগসমূহ হল: বন্যা, ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, নদীর তীর ভাঙন, খরা, ভূমিকম্প এবং শহরের বস্তি, বাজার ও উঁচু দালানগুলিতে অগ্নিকা- ।

বাংলাদেশ সরকার, উন্নয়ন অংশীদার, এনজিও, সিবিও, বেসরকারি খাত সংস্থাগুলি এবং দেশের মূল স্টেকহোল্ডারগণ জনসংখ্যা, সমাজ, অর্থনীতি, বাস্তুতন্ত্র এবং অবকাঠামোতে দুর্যোগের ধরণ, গতিশীলতা এবং প্রভাবগুলির বিষয়ে অবগত আছেন। বাংলাদেশ সরকার জাতীয় দুর্যোগ নীতি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বর্তমানে প্রচলিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মডেল (যেমন জরুরি সাড়া প্রদান, ত্রাণ এবং পুনরুদ্ধার) দুর্যোগের প্রস্তুতি এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের আরও একটি সামগ্রিক পদ্ধতির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, যেখানে দুর্যোগ সনাক্তকরণ এবং প্রশমন প্রক্রিয়া, জনগোষ্ঠীর প্রস্তুতি, সমন্বিত সাড়া প্রদানের প্রচেষ্টা এবং পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। (মল্লিক, ২০১০ এবং রহমান, ২০১৭)

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য কৌশলগত পরিকল্পনাটি দুর্যোগের ঘটনা ও তীব্রতা হ্রাস করতে টেকসই উন্নয়নের জন্য একীভূত বহু-দুর্যোগ পদ্ধতির উপর জোর দিয়ে, নীতি এবং রাজনৈতিক অগ্রাধিকার কেন্দ্রে স্থাপন করে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিআরআর (২০১৫-২০৩০) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। দুর্যোগ প্রস্তুতির পাশাপাশি অধিকতর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে এর জন্য বিপন্ন জনগোষ্ঠী এবং স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা এবং বিনিয়োগ বাড়ানো হয়েছে। সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক চারটি মূল ক্রিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। যথা:

- অগ্রাধিকার -০১: দুর্যোগ ঝুঁকি বোঝা
- অগ্রাধিকার -০২: দুর্যোগ ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করতে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশাসনকে শক্তিশালী করা

- Priority-2: Strengthening disaster risk governance to manage disaster risks
- Priority-3: Investing in disaster risk reduction for resilience; and
- Priority-4: Enhancing disaster preparedness for effective response to “Build Back Better” in Recovery, Rehabilitation and Reconstruction.

All these priorities have been reflected and integrated in the Bangladesh national disaster policy and plan for disaster management (Rahman, 2015).

From Vulnerability to Building Resilience to Disaster and Climate Change

The vision of the Bangladesh government with regard to disaster management is to enhance resilience and reduce the vulnerability of the people, especially the poor, women and socially marginalized communities. The aim is to manage and reduce the environmental, climate and human induced hazards to an acceptable humanitarian level. The mission of the government is to achieve a paradigm shift in national disaster management strategies from conventional responses and recovery to a more resilient and comprehensive risk reduction culture and to promote food security as an important factor in ensuring the resilience of the communities to hazards. In this context, the Ministry of Disaster Management and Relief (MoDMR) was established with the aims to strengthen the capacity of Bangladesh disaster management system to reduce

- অগ্রাধিকার -০৩: স্থিতিস্থাপকতার জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিনিয়োগ; এবং
- অগ্রাধিকার -০৪: পুনরুদ্ধার, পুনর্বাসন এবং পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে 'বিল্ড ব্যাক বেটার' এর কার্যকর সাড়া প্রদানের জন্য দুর্যোগের প্রস্তুতি বাড়ানো।

এই জাতীয় অগ্রাধিকারগুলি বাংলাদেশের জাতীয় দুর্যোগ নীতি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনায় প্রতিফলিত ও সংযুক্ত করা হয়েছে।

দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বিপন্নতা থেকে সাড়া প্রদানের সক্ষমতা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হলো সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জনগণের বিশেষত দরিদ্র, নারী ও সামাজিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিপন্নতাকে হ্রাস করা। এর মূল লক্ষ্য হলো যে কোনো ধরণের দুর্যোগ যেমন পরিবেশগত, জলবায়ু এবং মানব সৃষ্ট

দুর্যোগ কবলিত এলাকা পরিদর্শনে বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu visiting disaster-prone areas

unacceptable risks, to improve response and recovery management at all levels and to effectively manage the risk, protect assets base and ensure sustainable development. Hence, the role of the Department of Disaster Management (DDM) is very crucial in this regard and it has to provide effective, contemporary and professional disaster risk management/reduction services, guidance and coordination in multi hazard risk management and mitigation measures, building awareness and education, information sharing on DRR as well as facilitate response and recovery measures with local government, actors and communities. The role and responsibilities of all actors and stakeholders are described in the revised Standing Orders on Disasters (SOD).

Regulative Framework and Institutional Responsiveness

In order to manage the paradigm shift in disaster management, a disaster management regulative framework was established under which the Bangladesh Disaster Management Framework is implemented, and in which the work of Ministries, Departments, NGOs and civil society are undertaken. The regulative framework provides the relevant legislative, policy and best practice framework under which the activity of Disaster Risk Reduction and Emergency Response Management is facilitated in Bangladesh. Further, the Disaster Management Act creates the legislative framework under which disaster risk reduction and emergency response management is

দুর্যোগসমূহকে একটি গ্রহণযোগ্য মানবিক স্তরে ব্যবস্থাপনা করা এবং ঝুঁকি কমিয়ে আনা।

এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য হলো জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলিতে প্রচলিত সাড়া প্রদান এবং পুনরুদ্ধার কৌশল থেকে আরও বেশি স্থিতিশীল ও ব্যাপক ঝুঁকি হ্রাস সংস্কৃতিতে পালাবদল করা এবং জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জোর প্রচারণা চালানো।

এ প্রসঙ্গে যে সকল লক্ষ্য নিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (এমওডিএমআর) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সক্ষমতা জোরদার করণ
- অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি হ্রাস করণ
- সকল স্তরে সাড়া প্রদান এবং পুনরুদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার উন্নয়ন ঘটানো এবং
- কার্যকরভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সম্পদ রক্ষা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

সুতরাং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদফতরের (ডিডিএম) ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডিডিএম একটি কার্যকর, সমসাময়িক এবং পেশাদার দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি হ্রাস পরিসেবা, বহু-দুর্যোগসংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় দিকনির্দেশনা, সমন্বয় এবং পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা প্রদান করে থাকে। সমস্ত স্টেকহোল্ডার এবং অংশীদারদের ভূমিকা এবং দায়-দায়িত্বসমূহ দুর্যোগ সম্পর্কিত সংশোধিত স্থায়ী আদেশাবলি (এসওডি, ২০১৯) তে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আইনি কাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পালাবদল পরিচালনার জন্য একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার অধীনে বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়ন করা হয়। এর

উপকূলীয় বাঁধের জন্য
প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য
পাওয়া যাবেঃ বঙ্গবন্ধু

উপকূলীয় মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধু ছিলেন সদা প্রস্তুত
Bangabandhu was always ready for the people of the coastal area

আওতায় সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, এনজিও এবং নাগরিক সমাজকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। নিয়ামক কাঠামোটি প্রাসঙ্গিক আইনি, নীতি ও সর্বোত্তম অনুশীলনের কাঠামো সরবরাহ করে থাকে। এছাড়াও, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আইনি কাঠামো তৈরি করে যার অধীনে বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জরুরি সাড়া পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং আইনি ভিত্তিতে যার কার্যক্রম এবং ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হয়।

এটি মন্ত্রণালয়, কমিটি এবং নিয়োগের উপর বাধ্যবাধকতা এবং দায়িত্বও তৈরি করে। দুর্যোগ সম্পর্কিত সংশোধিত স্থায়ী আদেশাবলি (এসওডি, ২০১৯) বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত রূপরেখা দেয়া হয়েছে এবং জাতীয় কমিটি, মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়া পরিচালনার সাথে জড়িত অন্যান্য সংস্থাগুলির বিস্তারিত ভূমিকা ও দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি নির্দেশ করে, যেমন, ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশের সংজ্ঞা দেওয়া, ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা করা এবং পরিবেশের উপর হুমকি এলে তা মোকাবেলা করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করা (এমওডিএমআর, ২০১৮)।

সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি)

এই কর্মসূচিটি বাংলাদেশ সরকার, ইউএন এজেন্সি এবং উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে পর্যায়ক্রমে প্রস্তুত ও বাস্তবায়িত হয়েছিল। সিডিএমপি হল একটি কৌশলগত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং কর্মসূচিভিত্তিক পদ্ধতি যা দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং এই ঝুঁকিসমূহ থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য গৃহীত সক্ষমতা জোরদার করার উদ্যোগ। সিডিএমপির কৌশলগত মূল ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে:

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে পেশাদারীকরণ
- নীতি-কর্মসূচি-অংশীদারিত্ব উন্নয়ন ইউনিট প্রতিষ্ঠা
- দুর্যোগ পরিচালনা ব্যবস্থার পেশাদারিত্বের উন্নয়ন

2020 for immediate and long term resilience building and DRR.

Gender Issues in DRR and CCA

The poor women, girls and elderly people are badly affected by natural and man-made disasters. The women and girls constitute almost half of the population. Many of them are poorest of the poor and suffer the most from disaster impacts due to both physical conditions (high level of exposure and sensitivity to disasters) and many social drivers and conditions including poverty, food insecurity, social exclusion, lack of participation and decision making of women and marginal groups in disaster responses: early warning, recovery and rehabilitation. The government is aware of the situation and growing vulnerability of the women, children, elderly people, physically challenged and socially excluded groups including the indigenous communities. There are special focus and attention for women and the marginalized groups in DRR responses and community actions. The disaster management committees at the Union Parishads and Cyclone Preparedness Program (CPP) are trained for taking appropriate measures for women, children and the excluded people before, during and after the disasters in the local and social contexts.

- অংশীদারিত্বের বিকাশ: স্থানীয় দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটিসমুহের অ্যাডভোকেসি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি
- উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন: কর্মসূচির দুর্বলতা বিশেষণ, ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন
- জীবিকা নির্বাহের সুরক্ষা এবং আপদ বিষয়ে সচেতনতা
- আপদের বিস্তৃত পরিসীমা জুড়ে প্রস্তুতি কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা
- ভূমিকম্প এবং সুনামির প্রস্তুতি
- জলবায়ু পরিবর্তন ও গবেষণা
- জরুরি সাড়া প্রদান ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ
- ডিএমআইসি এবং সাড়া প্রদান পরিচালনা ।

একটি সফল কর্মসূচি হিসাবে, সিডিএমপি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরি এবং বিপুল সংখ্যক দুর্যোগ পেশাজীবী, নানা স্তরে উভয়ই তৈরি করেছে ।

নাপা এবং বিসিসিএসএপিতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্তকরণ

নাপা এবং বিসিসিএসএপি উভয়ই জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনকে উন্নত করার পাশাপাশি মানবিক, সামাজিক এবং প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় সক্ষমতা তৈরিতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিবেচনা করেছে । বিসিসিএসএপির মূল বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে একটি হলো দুর্যোগ মোকাবিলা, যা বিভিন্ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত । থিম-৩ এর অধীনে কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে: বন্যার পূর্বাভাসের উন্নতি এবং প্রাথমিক সতর্কতা; ঘূর্ণিঝড়ের উন্নতি এবং ঝড়ের আগাম সতর্কতা; জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দুর্যোগ এবং জলবায়ু সক্ষমতা তৈরি এবং জলবায়ু দুর্যোগের কারণে আয় ও সম্পত্তির ক্ষতি কমাতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ।

ইউএনডিপি-র সহায়তায় এমওইএফসিসি এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় ২০২০ সালে (ক) জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা

Challenges of DRR, Humanitarian Responses and Building Resilience

The GoB, stakeholders and the actors at different levels are active in implementing the policy and strategies in DRR and climate change adaptation. The emergency and humanitarian responses as well as social safety net (SSN) are to be put in the centre of DDR and CCA activities. There is also need for greater institutional responsiveness and good governance (accountability, responsiveness and transparency) at all levels to make the DRR smarter and effective by benefiting the most vulnerable and underserved in the disaster prone and hard to reach areas including the poor people living in coastal zone, riverine chars, hilly areas, drought prone upland and in the urban slums.

The disaster management model has shifted its paradigm from mere relief distribution to risk reduction mechanisms, which acclaimed international recognition, terming Bangladesh as a role model for disaster management. The changes are evident in the policy and strategies. There is greater need of change in practices and in institutional responsiveness at the local and community levels. The DRR and CCA responses are to be placed in the Five Year Plans and ADPs more strongly for adequate resources towards the vulnerable communities and underserved in the poverty stricken

(এনএপি) এবং (খ) জাতীয় নির্ধারিত অবদান (এনডিসি) আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে আপডেট করেছে, যা মূলতঃ তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন জন্য।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু অভিযোজনে জেন্ডার ইস্যু

দরিদ্র নারী, শিশু (বিশেষতঃ মেয়ে শিশু) এবং প্রবীণরা প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাদের মধ্যে অনেকে দরিদ্রতম এবং দুর্যোগের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন।

এছাড়াও আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ নারী, শিশু, বয়স্ক, শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান বিপন্নতা বিষয়ে সরকার সচেতন রয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলি স্থানীয়, সামাজিক প্রেক্ষাপটে দুর্যোগের আগে, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগের পরে নারী, শিশু এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদের জন্য যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, মানবিক সাড়াদান এবং সক্ষমতা তৈরির চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন স্তরের স্টেকহোল্ডার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সংক্রান্ত নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নে সক্রিয়। জরুরি ও মানবিক সাড়াদানের পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা নেটকে (এসএসএন) দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু অভিযোজনকে কার্যক্রমের কেন্দ্রে স্থাপন করতে হবে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকে আরও চৌকস ও কার্যকর করার জন্য সকল স্তরে বৃহত্তর প্রাতিষ্ঠানিক সাড়াদান এবং সুশাসনের (জবাবদিহিতা, সাড়াদান এবং স্বচ্ছতা) প্রয়োজন রয়েছে। এগুলি উপকূলীয় অঞ্চল, নদী চর, পার্বত্য অঞ্চল, খরাপ্রবণ উপকূলীয় অঞ্চলে এবং শহুরে বস্তিগুলিতে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠী

and disaster prone regions. The framework was established under which the Bangladesh Disaster Management Framework is implemented, and in which the work of Ministries, Departments, NGOs and civil society are undertaken. The regulative framework provides the relevant legislative, policy and best practice framework under which the activity of Disaster Risk Reduction and Emergency Response Management is facilitated in Bangladesh. Further, the Disaster Management Act creates the legislative framework under which disaster risk reduction and emergency response management is undertaken in Bangladesh, and the legal basis in which activities and actions are managed. It also creates mandatory obligations and responsibilities on Ministries, committees and appointments. The Standing Orders on Disaster (SOD) outlines the disaster management arrangements in Bangladesh and describes the detailed roles and responsibilities of the National Committees, Ministries, Departments and other organizations involved in disaster risk reduction and emergency response management. Further, it establishes the necessary actions required in implementing Bangladesh's Disaster Management Model, e.g., defining the risk environment, managing the risk environment, and responding to the threat environment (MoDMR, 2018).

Comprehensive Disaster Management Program (CDMP)

সহ দুর্যোগপ্রবণ এলাকার সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ও নিম্নাচঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি।

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেলটি সবেমাত্র ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রিকতা থেকে বেরিয়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থায় তার পালাবদল করেছে। এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং প্রশংসিত হয়েছে। একই সাথে বাংলাদেশকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার রোল মডেল বলে অভিহিত করেছে।

বিভিন্ন জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং কমিটিসমূহ জনগণ ও সমাজের প্রতি বৃহত্তর জবাবদিহিতার সাথে আরও কার্যকর হবে। এনজিও, নাগরিক সমাজ এবং দুর্যোগ নেটওয়ার্কগুলির সরকারি সংস্থাগুলির সাথে এবং বিপন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করা দরকার। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বেসরকারি খাতসহ সকল স্টেকহোল্ডারের ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই অংশগ্রহণের উপর জোর দেয়। ঐতিহাসিকভাবে, বাংলাদেশে যেকোনো দুর্যোগের সময় এবং তার পরে বেসরকারি খাত এবং ব্যক্তি পর্যায়ে মানবিক সাড়া প্রদান খুব সক্রিয়। জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সাড়া প্রদান অবশ্যই সামাজিক মূলধনকে কাজে লাগাতে হবে এবং সম্পদশালী বেসরকারি খাত সহ সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন বাস্তবায়নে বৈশ্বিক, জাতীয় এবং স্থানীয় যোগসূত্র

বঙ্গবন্ধু সর্বদা একটি শোষণমুক্ত, অর্থনৈতিকভাবে বিকশিত, সাংস্কৃতিকভাবে প্রাণবন্ত এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজে প্রকৃতির সাথে মিল রেখে জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। দারিদ্রতা হ্রাস, কার্যকর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার সক্ষমতা বাড়িয়ে আজকের বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর এই স্বপ্নকে সর্বোত্তমভাবে সফল করতে পারে। বাংলাদেশ এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাড়া বিশ্বে ইতোমধ্যে একটি নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হয়েছে। জাতিসংঘের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল জনাব বান কি মুন তার সাম্প্রতিক ভাষণে বলেছিলেন,

The program was prepared and implemented in phases by the GoB with UN agencies and development partners in Bangladesh. The CDMP is a strategic institutional and programming approach that is designed to optimize the reduction of long-term risks and to strengthen the operational capacities for responding to emergencies and disaster situations including actions to improve recovery from these events. The strategic focus areas of CDMP include: Professionalizing the Disaster Management System: Establishment of Policy Program Partnership Development Unit, Professionalizing development of Disaster Management System; Partnership Development: Advocacy and Capacity Building of DMCs; Community Empowerment: Program Gap Analysis, Risk Reduction Planning, Livelihood Security and hazard Awareness; Expanding Preparedness Program across a broader range of hazards: Earthquake and Tsunami Preparedness; Climate Change and Research; Strengthening Emergency Response Capabilities: DMIC and Response Management.

Integration of DDR in NAPA & BCCSAP

Both the NAPA and BCCSAP have considered DRR in promoting adaptation to climate change and building resilience in human, social and natural systems. One of the key thematic areas of BCCSAP is comprehensive

"জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন বিষয়ে বাংলাদেশ আমাদের সেরা শিক্ষক" ।

স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু সরকার অনেক উন্নয়ন চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির দ্বারা সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মুখোমুখি হয়েছিল । তবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়া, দারিদ্র হ্রাস করা এবং প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের কথা বিবেচনা করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা । ধারাবাহিক এবং সমাজের নিম্ন স্তর থেকে উর্ধমুখী উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁর এই দর্শন ও নীতি-কৌশল এখনও বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন পরিকল্পনার সব ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা প্রক্রিয়া এবং বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা প্রদান করে চলেছে ।

সমাজের নিম্নস্তর থেকে উর্ধ্বমুখী উন্নয়নের পদ্ধতির সাথে সাথে দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস প্রচেষ্টার পাশাপাশি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্জনগুলি অবশ্যই সমাজের প্রান্তিক ও বঞ্চিত শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্তকরণের সাথে সাথে তাদের সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে । একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এসে এই বিশ্ব সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বাস্তুসংস্থার ব্যবস্থায় নানা ধরণের আঞ্চলিক এবং স্থানীয় দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে ।

তবে একই সাথে, টেকসই উন্নয়ন, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিশ্বব্যাপী নীতি ও কৌশলগুলি ২০১৫ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য একটি দুর্দান্ত রূপরেখা এবং সমন্বয় সাধন করেছে ।

তিনটি বৈশ্বিক রূপরেখা সদ্য উদীয়মান, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্ত এবং জলবায়ু সহনশীল উন্নয়নের দৃষ্টিকে শক্তিশালীকরণে অবদান রেখেছে । এগুলো হলো: এসডিজি (২০১৫ থেকে ২০৩০) টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি বৈশ্বিক এজেন্ডা; দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক

disaster management, which has several programs and actions. The programs under the theme-3 included the initiatives: Improvement of flood forecasting and early warning; Improvement of cyclones and storm surge warning; Awareness raising and public education towards disaster and climate resilience; and Risk management against loss of income and properties due to climate disasters. The MoEF&CC and the Ministry of Finance of the GoB with support from UNDP are formulating a National Adaptation Plan (NAP) in various national disaster management councils and committees will be more effective with greater accountability to people and society. The NGOs, civil society and disaster network must work more closely with the government agencies and also with the vulnerable communities. The National Disaster Management Plan provides strong emphasis on equitable and sustainable participation of all stakeholders including the private sector. Historically, the private sector and individuals were very active in humanitarian response during and after disaster. The DRR responses in the climate change regime, must harness the social capital and engage all actors including the private sector who are resourceful.

Towards Implementing Bangabandhu's Vision: The Global, National and Local Linkages

এবং প্যারিস জলবায়ু চুক্তি (২০১৫)

এই তিনটি আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়াই জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগের প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে সামাজিক, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে একটি প্রেরণা তৈরি করেছে। বাংলাদেশ এ সমস্ত বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে এবং জাতীয় নীতি, পরিকল্পনা এবং কৌশলগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এবং এর জনগণের মূল লক্ষ্য হলো এর কাঙ্ক্ষিত বাস্তবায়ন। এক্ষত্রে সরকার এবং অন্যান্য সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল ন্যয্যতা ও সুশাসনের সাথে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দরিদ্রদের প্রাকৃতিক সম্পদে অভিগম্যতা, দারিদ্র্য বিমোচন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি। এই লক্ষ্যগুলি অর্জন করা গেলে তা হবে বাংলাদেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য দুর্দান্ত অর্জন। একই সাথে এই অর্জনগুলি বঙ্গবন্ধু এবং তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দর্শন এবং তার লালিত স্বপ্নের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনের সেরা উদাহরণ হবে।

১৯৭৩ সালে ৩০ জুন বন্যা কবলিত কুড়িগ্রাম সফরকালে চিন্তামগ্ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
The Father of the Nation Bangabandhu in the state of comtemplation on 30 June 1973 during the visit of Kurigram

Bangabandhu always dreamed of exploitation free, economically developed, culturally vibrant and equitable society living in harmony with nature. The vision could best be achieved in today's Bangladesh by rapidly and drastically reducing poverty, implementing effective DRR and enhancing resilience to climate change. Bangladesh has been recognized as a global leader in all these areas. Mr. Ban Ki-moon, the previous UN Secretary General in his recent speech said, "Bangladesh is our best teacher in adaptation to climate change".

Along with this bottom up development and DRR efforts, the achievements of rapid economic growth must continue with greater inclusiveness, equity and social justice for the underserved and deprived sections of the society. In the second decade of the 21st century, the global process has experienced many regional and local conflicts in social, political, economic and ecological systems. But at the same time, the global policies and strategies on sustainable development, disaster risk management and climate change have experienced a great convergence and synergy. The three global convergence initiatives: the SDGs (2015 to 2030) a global agenda for sustainable development; Sendai Framework for DRR and Paris Climate Agreement (2015) have contributed to reinforcing the

newly emerging socially inclusive and climate resilient development paradigm.

All these three processes have developed a momentum in achieving the social, ecological and economic objectives taking into consideration the climate change and disaster impacts. Bangladesh has taken all these seriously and the imperatives are reflected in the national policies, plans and strategies. Implementation with desired results remains the greatest challenges to the government and actors. The rapid economic growth with equity and good governance, access of the poor to resources, alleviation of poverty, reduction of disaster risks and building resilience to climate change are the key objectives of the government of Bangladesh and the people. Achieving these objectives would be of great service to the present and future generations of Bangladesh who can do the best to demonstrate the highest respect to the dreams and vision of Bangabandhu.

বঙ্গবন্ধু

দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পথিকৃৎ

মোঃ মোহসীন
সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

Bangabandhu: The Pioneer in Disaster Risk Management

Md. Mohsin
Secretary
Ministry of Disaster Management and Relief

বাংলাদেশ নামের এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে দুর্যোগের ইতিহাস যত দীর্ঘ, ‘দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা’র ইতিহাস ততটা নয়। দুর্যোগ পরবর্তী ‘ত্রাণ বিতরণ’ই ছিলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নামান্তর! পাকিস্তান শাসনামলে, বিশেষ করে ১৯৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ব্যবস্থাপনায় তৎকালীন সরকারের ‘অবহেলা, অব্যবস্থাপনা ও অদক্ষতা’ সারাবিশ্বে সমালোচিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ‘দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা’র গূঢ় অর্থ অনুধাবন করেছিলেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ত্রাণের পাশাপাশি তিনি ঝুঁকিহ্রাসের কার্যকর উপায় বের করেছিলেন। উন্নয়ন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গ্রহণ করেছিলেন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ক্ষমতালিপ্সু বর্বরদের হাতে সপরিবারে শহীদ হবার আগে এই ভূ-L‡Ði স্বাধীনতা অর্জনে নেতৃত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধু এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের নেতা থেকে হয়ে ওঠেন বিশ্বনেতা। সুনীলের কবিতার ভাষায়, “ঘরের ছাদ ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করা।” বাঙালির হাজার বছরের পরাজয়ের গ্লানি মুছে দিয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্থান দিয়েছেন পৃথিবীর মানচিত্রে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ জাতিকে শুধু স্বাধীন মানচিত্র দেননি, পাশাপাশি এ অঞ্চলের জীবনমানের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও রেখেছেন অগ্রণী ভূমিকা।

দুর্যোগকবলিত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করার চারিত্রিক এই বৈশিষ্ট্য বঙ্গবন্ধুর স্কুল জীবন থেকেই শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ পৃষ্ঠা ১৮তে বলা হয়েছে, ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের দুর্দশা দেখে কিশোর মুজিবের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়। নিজ ডায়েরিতে তিনি লিখেছেন, “এই সময় শহীদ সাহেব লঙ্গরখানা খোলার হুকুম দিলেন। আমিও লেখাপড়া ছেড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অনেকগুলি লঙ্গরখানা খুললাম। দিনে একবার করে খাবার দিতাম।” দক্ষিণ বাংলার দুর্দশাপীড়িত মানুষের

The history of disaster management is not as long as is the history of disasters in this Ganges delta called Bangladesh. The concept of disaster management was only limited to relief distribution after disasters. During the Pakistan period, especially after the catastrophic cyclone of 1970, the then government was criticized all over the world for their negligence, mismanagement and inefficiency in disaster response. The Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman realized the significance of disaster management in real terms. He paved the effective ways for disaster risk reduction and undertook extensive plan for development and disaster risk management.

Bangabandhu, before being assassinated along with his other family members on 15 August 1975, transformed into a global leader by playing a vital role in the independence of Bangladesh. This is brilliantly portrayed in the poetic diction of Sunil Bandyopadhyay, “To reach the sky by overcoming the obstacles.” By helping to overcome the traumatic past of the Bengali people, he placed Bangladesh on the world map. The greatest Bangali of all time, the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman not only gave Bangladesh its own independent land but also played a pivotal role in tackling disasters - the most crucial factor for survival and ensuring the quality of lives for the people of this region.

This characteristic of dedicating himself to serve the disaster-affected people started from his school life. It is mentioned on page 18 of his autobiography,

দুর্যোগ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু দ্রুত গতিতে ছুটে গেছেন ব্যথিতের পাশে
Bangabandhu was an omnipresent beside the victims during disasters

মধ্যে ত্রাণ তৎপরতার জন্য তিনি ঢাকা থেকে কলকাতার বড় বড় নেতাদের কাছে গেছেন একটি কনফারেন্স আয়োজনের মাধ্যমে অনাহারী জনগণের মুখে হাসি ফোটাতে আর তাদের উজ্জীবিত করতে। এসময় পরিশ্রমে বঙ্গবন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবুও জনগণের পাশে থাকার সংকল্পে তিনি ছিলেন অবিচল।

রাজনৈতিক জীবনে বিরোধী দলীয় নেতা কিংবা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর

"Ausamapta Atmajiboni" (The Unfinished Memoirs), the heart of young Mujib became ponderous witnessing the misery of the starving people in 1943. He mentioned in his diary, "During this time, Shaheed Shaheb ordered to open the gruel kitchens. I also made myself readily available to serve the starving people by leaving my studies behind. Many gruel kitchens. were opened and one meal per day was served among the starving people.'' In order to distribute relief materials among the people suffering from misery in South Bengal, he went to kolkata from Dhaka to meet the renowned leaders therein to improve the condition and bring a smile to the faces of the starving people by arranging a conference. Bangabandhu fell sick from doing extensive work. However, he remained firm in his support towards the people.

In his political career, as the Prime Minister or an opposition party leader, Bangabandhu's contribution towards disaster risk management is reflected in some of his speeches. He made 3 important speeches on the damage inflicted from the 1970's cyclone and the indifference of the then government in power.

In his speech on 28 October 1970, Bangabandhu prioritized 3 key pillars for economic emancipation along with other issues. Among these, the management of flood was the first one. He mentioned an integrated disaster risk reduction system for sustainable development which was reflected in his initiatives afterwards.

On 26 November 1970 Bangabandhu made another

অবদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় তাঁর কয়েকটি বক্তৃতা থেকে। ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি ও তৎকালীন শাসকদের উদাসীনতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পরপর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু ২৮ অক্টোবর ১৯৭০-এ নির্বাচনী ভাষণে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তিনটি স্তম্ভকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেন। এর মধ্যে প্রথমেই ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ। তিনি টেকসই উন্নয়নের জন্য সুসংহত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কথা বলেছিলেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর বিভিন্ন কর্মসূচিতে লক্ষ্য করা যায়।

১৯৭০-এর ২৬ নভেম্বর বেতার-টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ভাষণের মধ্যেই বস্তুত আজকের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা নিহিত ছিল। এই ভাষণে তিনি ১২ নভেম্বর আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় গোর্কির কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ও মানুষের দুর্দশার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', পৃষ্ঠা ২৯৭ এ উল্লেখ আছে, ১২ নভেম্বর গোর্কিতে উপকূলীয় এলাকায় ১০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটলে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচারণা বাতিল করে দুর্গত এলাকায় চলে যান এবং আর্তমানবতার প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি গোর্কি উপদ্রুত মানুষের ত্রাণের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান। 'মানবতার দূত' বঙ্গবন্ধু নিজে বাংলার দুর্যোগকবলিত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচি চালিয়ে যান।

বঙ্গবন্ধু নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা জেলা সফর করে মানুষের প্রাণহানির কথা ও উপদ্রুত এলাকার বেঁচে থাকা জনগণের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের কথা তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন। সে সময় সংবাদ সম্মেলনে তিনি পাকিস্তান সরকারের চরম ব্যর্থতার চিত্র উদাহরণসহ তুলে ধরে বলেন, "ঘূর্ণিঝড় উপকূলে আঘাত হানার দু'দিন আগে সুপারকো ও আবহাওয়া উপগ্রহের মাধ্যমে খবর পাওয়া

speech focusing on the tumultuous cyclone which took place on 12 November 1970. This particular speech which was delivered through radio and television is considered till date as the comprehensive guideline for disaster risk management in Bangladesh. In this speech he also brought to light the real picture of the loss and misery of the affected people caused by the cylone 'Gorky.' The Unfinished Memoirs, page 297 states, on November 12 when one million people were killed in the coastal area by the cyclone Gorky, Bangabandhu canceled his election campaign and rushed to the affected areas. He addressed several gatherings, condemning and protesting the negligence and indifference of the Pakistani rulers towards humanity. He called for relief materials to the world for the affected people. "The Ambassador of Humanity," Bangabandhu himself carried on relief activities among the disaster-stricken people.

After visiting the districts of Noakhali, Barishal, Patuakhali and Khulna, Bangabandhu highlighted the loss of lives and indescribable condition of the survivors of the affected areas. At the press conference, he emphasized the utter failure of the Pakistani government saying, "Two days before the cyclone hit the coast, residents of the coastal areas were not properly alerted despite the early warnings from Suparco and weather satellites. No attempt was made to relocate the at-risk people to safer shelters." He described the short-sightedness and hostility of the government in alleviating the plight of the people in the disaster vulnerable coastal areas.

সত্ত্বেও উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহের অধিবাসীদের যথাযথভাবে সতর্ক করা হয়নি। হতভাগ্যদের অন্য স্থানে সরানোর কোনো প্রকার চেষ্টা করা হয়নি।" উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে সরকারের অদূরদর্শিতা ও বৈরী মনোভাব বর্ণনার পাশাপাশি তিনি অন্যান্য দুর্যোগের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন, "আজাদীর ২৩ বছর পরেও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এমনকি পরিকল্পনা পর্যন্ত তৈরি হয়নি। ১০ বছর আগেও একবার ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে এই এলাকার মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এবার ১০ বছর পর ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা সহস্র গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক দশক আগে ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধী আশ্রয়স্থল নির্মাণ, সমুদ্র উপকূলবর্তী গ্রামসমূহের পুনর্বিন্যাস এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। পূর্ণ এক দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও এসব পরিকল্পনা একগাদা প্রকল্পের মধ্যে আটকা পড়ে আছে এবং তা এখনও কার্যকর করা হয়নি।"

দুর্যোগকবলিত জনগণের মাঝে ত্রাণসামগ্রীর অপ্রতুলতা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ না থাকা, আশ্রয়স্থলের অভাব, ফসল, গবাদি পশুর মড়ক আর বেঁচে থাকা মানুষগুলোর চিকিৎসাসেবা না পাওয়ার কষ্ট তিনি সরেজমিন দেখে এগুলোর দ্রুত প্রতিকার চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, "আমলাদের যদি কোনো সরকারের কাছে নিজেদের কাজকর্মের কৈফিয়ত দিতে হতো, তাহলে তারা এত উদাসীন হতে সাহস পেত না।" দেশবাসীকে ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষা করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধী পর্যাপ্ত আশ্রয়স্থল নির্মাণ, সুষ্ঠু সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে।" ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনে তিনি অবিলম্বে গবাদি পশু, উন্নত কৃষি উপকরণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার দাবি জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "বাংলাদেশকে প্রকৃতির ধ্বংসলীলার হাত থেকে বাঁচাতে হলে ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন অবশ্যই অর্জন করতে

Remembering other disasters he said, "even after 23 years of independence, there has been no plan for flood control in place yet. Even 10 years ago, cyclones and tidal waves caused severe damage to the area. This time, after 10 years, the extent of the damage has increased a thousand times due to management failure. Plans were drawn up a decade ago, for the construction of cyclone shelters, reorganization of coastal villages and development of communication systems. However, even after an entire decade, these plans are stuck in a bunch of projects and are yet to be implemented."

Bangabandhu observed the acute scarcity of relief supplies, the lack of clean water and shelter, huge damage of crops, the plague of cattle and the suffering of the survivors. The situation made him upset and he sought immediate redressal of the havoc. He told, "If bureaucrats were accountable for their actions to the government, they would not dare to be so indifferent." Mentioning that a plan has to be adopted to protect the people from cyclones, Bangabandhu said, "We have to build coastal embankments, construct adequate shelters to resist cyclones, develop proper early warning systems and communication systems." He demanded immediate provision of cattle, improved agricultural inputs and agricultural machinery for the rehabilitation of the affected people. Bangabandhu mentioned that "In order to save Bangladesh from the destruction of nature, autonomy must be achieved based on 6 point and 11 point. Only then we will be able to solve any urgent problem related to economic development,

১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর প্রথম বাঙালি হিসেবে জাতিসংঘে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman delivered his historical speech as the first Bengali on 25 September 1974 at the General Assembly of United Nations

হবে। তাহলেই আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ঘূর্ণিঝড় দুর্গতদের পুনর্বাসন, গ্রাম পুনর্গঠন যেকোনো জরুরি সমস্যার সমাধান করতে পারব।"

১৯৭০ সালের ৯ ডিসেম্বর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর, সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের

flood management, rehabilitation of cyclone victims, reconstruction of villages."

Bangabandhu delivered the 3rd speech on 9 December after winning the general election of 1970 by an absolute margin in the presence of local and foreign journalists. He, yet again, highlighted the

উপস্থিতিতে যে ভাষণ দেন, সেখানেও ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গ গুরুত্ব পায়। ঘূর্ণিঝড়ে বেঁচে যাওয়া মানুষের জীবন-সংগ্রাম ও দুঃখ-দুর্দশা লাঘবকে তিনি নিজেদের জন্য পাহাড়সম কর্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেন। বঙ্গবন্ধু ভাষণের পরদিনই দ্বিতীয়বারের মতো উপকূলীয় অঞ্চলে ছুটে যান ও দুর্গত মানুষের জন্যে ত্রাণ তৎপরতায় নেতৃত্ব দেন। নৌকায় চড়ে ও পায়ে হেঁটে দুর্গম এলাকার প্রান্ত থেকে প্রান্তরে ছুটে বেড়িয়ে তিনি জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছেন। অসংখ্য সভায় উদ্দীপনামূলক ভাষণ দিয়েছেন। সন্দ্বীপে একটি জনাকীর্ণ সভায় তিনি দুর্যোগকবলিত জনগণের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষার সংকল্পের অবিচলতার প্রমাণ দেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করে দেওয়া, ঋণ নয় বরং তাদের জন্য অর্থ, হালচাষের গরু, বীজ, গৃহনির্মাণ সামগ্রীসহ সব প্রয়োজনীয় জিনিস বিনামূল্যে বিতরণের নির্দেশ দেন। ত্রাণ তৎপরতার কোনো রকম অনিয়মের ছাড় দেওয়া হবে না বলে তিনি

ঘূর্ণিঝড় বিধস্ত এলাকা পরিদর্শনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman visiting cyclone-devastated areas

importance of cyclone risk reduction and disaster management. He described the struggle of the cyclone survivors as a mountainous duty for his government to address. The day after the speech, Bangabandhu rushed to the coastal area for the second time and led the relief work for the affected people. He stood by the people, traveling by boats and walking from one remote location to another. He delivered inspirational speeches in numerous meetings. At a crowded meeting in Sandwip, he reiterated his determination to keep his promise to change the fate of the disaster-affected people. He directed to waive the tax of agricultural land up to 25 bighas, no loans but to distribute unconditional cash to them, cows for ploughing, seeds, housing materials and all other necessary things. He warned that any irregularities in the relief efforts would not be tolerated. One of the 35 instructions given by Bangabandhu to the administration on 14 March 1971 was to continue all development, relief and rehabilitation & reconstruction work including construction of embankments in the cyclone-hit areas.

Bangabandhu did not forget the loss incurred from cyclone Gorky. He planned a 'Cyclone Preparedness Programme (CPP)' in 1972 to deal with cyclones and officially inaugurated the program in 1973. The CPP is a joint initiative of the government and the Bangladesh Red Crescent Society, which is a unique milestone in disaster risk reduction. In addition to establishing the CPP, Bangabandhu took the initiative to build cyclone shelters to protect lives and

হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। ১৯৭১ সালের ১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু প্রশাসনকে যে ৩৫টি নির্দেশনা দেন, তার মধ্যে ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় বাঁধ তৈরিসহ সব উন্নয়নমূলক কাজ, সাহায্য-সহযোগিতা, পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখা অন্যতম।

ঘূর্ণিঝড় গোর্কির ক্ষয়ক্ষতি জনদরদী বঙ্গবন্ধু ভুলে যাননি। ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার জন্য ১৯৭২ সালেই তিনি 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)' পরিকল্পনা করেন এবং ১৯৭৩ সালে এ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সিপিপিকে সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি যৌথ কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করে যা দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে অনন্য মাইলফলক। সিপিপি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু জীবন ও সম্পদ রক্ষায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেন। গবাদি পশু রক্ষায় উঁচু ঢিবি নির্মাণ করতে বলেন। স্থানীয় জনগণ ভালোবেসে যার নাম দেন 'মুজিব কিল্লা'। এসকল কিল্লা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় প্রাণিসম্পদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১৯৭২-৭৫ সময়কালে গড়ে মোট বাজেটের ১১% তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যয় করেছেন। দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য উল্লিখিত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য তিনি এই বাজেট বরাদ্দ দিয়েছিলেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির মতো একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ছিল একটি দুঃসাধ্য কাজ। স্বেচ্ছাসেবকগণ সেই থেকে ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্ক বার্তা প্রচার, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে আনার মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ভাষণ দেন। এই ভাষণটিও বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি

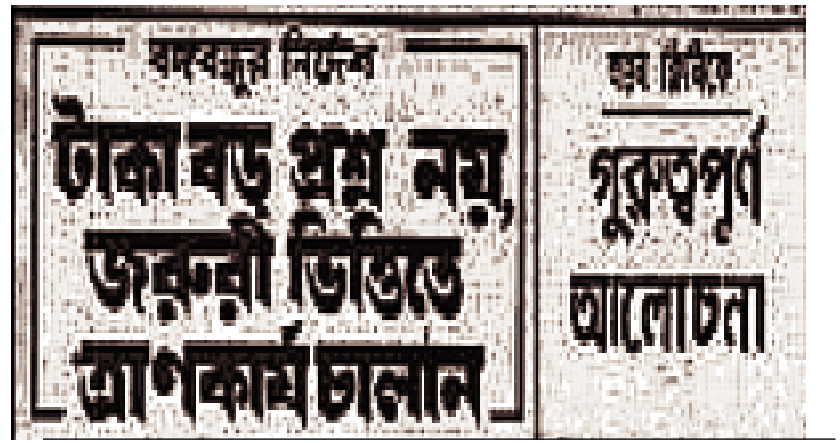

properties. Earthen mounds were requested to be built to protect the cattle, which the local people used to call 'Mujib Killa' out of affection. These forts have been used as shelters for livestock during cyclones and storm surges. It is worth mentioning that from 1972-75, he spent an average of 11% of the total national budget on disaster management. He allocated this budget for the construction of the aforesaid infrastructure for disaster management.

Establishing an organization like the CPP in a war-torn Bangladesh was not easy. He established the CPP for the protection of the people in the coastal areas. The CPP volunteers played an important role in reducing the loss from cyclone-related damages by disseminating early warning for cyclones, performing rescue operations and providing first aid to the affected people. They played a vital role in reducing cyclone-related damages to a minimum.

On 25 September 1974, Bangabandhu delivered

মাইলফলক। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, "দুর্যোগের কবলে পড়ে যে সকল দেশ বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশ্ব সমাজকে এগিয়ে আসার উপযোগী একটি নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গঠনে বাংলাদেশের বিশেষ স্বার্থ নিহিত রয়েছে।"

১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ কর্মসূচি উদ্বোধনের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমরা গাছ লাগাইয়া সুন্দরবন পয়দা করি নাই, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকৃতি এটাকে করে দিয়েছে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য। বঙ্গোপসাগরের পাশ দিয়া যে সুন্দরবনটা রয়েছে, এটা হলো বেরিয়ার, এটা যদি রক্ষা করা না হয়, তাহলে একদিন খুলনা, পটুয়াখালী, কুমিল্লার কিছু অংশ, ঢাকার কিছু অংশ পর্যন্ত এরিয়া সমুদ্রে তলিয়ে যাবে এবং হাতিয়া ও সন্দ্বীপের মত আইল্যান্ড হয়ে যাবে। একবার সুন্দরবন যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে সমুদ্র যে ভাঙন সৃষ্টি করবে সেই ভাঙন থেকে রক্ষা করার কোন উপায় আর নাই।" বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই উপকূলীয় অঞ্চলে সামাজিক বনায়নের সূচনা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক ম্যানগ্রোভ সামাজিক বনায়ন সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও উদ্যোগের ফলশ্রুতিতেই স্বাধীন বাংলাদেশে রোপিত হয়েছিল দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বীজ। পরিকল্পনার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন বঙ্গবন্ধু দেখে যেতে পারেননি। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরো সুদৃঢ় করেছেন। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে দুর্যোগ-পূর্ব প্রস্তুতি ও সাড়াদান কার্যক্রম জোরদার করার ফলে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি বিশেষ করে প্রাণহানির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ

another speech at the General Assembly of United Nations. This speech is also a milestone in the field of disaster management in Bangladesh. He said in an unequivocal voice, "Bangladesh is a country repeatedly affected by disasters. Therefore, Bangladesh has a special interest in building a suitable institutional system for the world community by coming forward to deal with situations arising from natural disasters."

On 16 July 1972, during the inauguration of the Tree Plantation Week programme at Suhrawardy Udyan, Bangabandhu said, "We did not create the Sundarbans by planting trees. The Sundarbans along the Bay of Bengal acts as a barrier against cyclones. If it is not protected, then one day Khulna, Patuakhali, some parts of Cumilla and Dhaka will be submerged in the sea and turn into islands similar to Hatia and Sandwip. Once the Sundarbans is depleted, there will be no way to protect it from erosion." Social forestry began in the coastal areas under the direction of Bangabandhu. Later, under the leadership of his worthy daughter, Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, extensive mangrove-based social forestry has been expanded in the coastal belts.

As a result of all these initiatives of Bangabandhu, the seeds of disaster risk management were sowed in independent Bangladesh. He could not witness the full implementation of his plans. Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina has further strengthened the disaster management activities, following the footsteps of Bangabandhu. Under her dynamic

মোকাবিলায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বে ‘রোল মডেল’ ।

বঙ্গবন্ধু অধিকার বঞ্চিতদের জন্য স্বাধীন দেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রেখে ‘জাতির পিতার’ উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন । স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পর তিনিই এদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ভিত রচনা করে গেছেন যা পর্যায়ক্রমে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক হয়েছে । দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে বঙ্গবন্ধুর নেওয়া কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমেই আমরা তাঁর অবদানের ঋণ পরিশোধের সামান্য সুযোগ পেতে পারি ।

leadership, pre-disaster preparedness, response and recovery activities have been intensified, resulting in a significant reduction in flood and cyclone damage, especially the loss of lives. As a result of this, Bangladesh is a ‘Role Model’ in the world today in disaster risk reduction.

Bangabandhu played a pioneering role in establishing an independent country for the deprived people for which he was awared the title of “Father of the Nation.” He also laid the foundation of disaster risk management in Bangladesh. Hence, by paying due respect and recognition as the ‘pioneer of disaster risk management’ for his visionary role in disaster risk reduction, we should acknowledge his unparallel contribution.

বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের বিশ্ব-নন্দিত সিপিপি

মুহাম্মদ সাইদুর রহমান
প্রথম পরিচালক, সিপিপি

Bangabandhu and the globally appreciated Cyclone Preparedness Programme (CPP) of Bangladesh

Mohammad Saidur Rahman
The first Director of CPP

এ সেই ছবি, ঐতিহাসিক ঘটনার ছবি, বহুল প্রচারিত ছবি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বসে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থানরত প্রায় বিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্যে ওয়ারলেসের মাধ্যমে ভাষণ দিচ্ছেন। এ ছবির পটভূমি ব্যাখ্যা করার পূর্বে আমাদের জানতে হবে অতি প্রয়োজনীয়, অত্যন্ত সফল এবং দেশে ও বিদেশে নন্দিত সিপিপির আজকের এই অবস্থানের পিছনে বঙ্গবন্ধুর কি বিরাট অবদান রয়েছে।

এ লেখাটি আপনারা যারা পড়ছেন তারা অনেকেই হয়তো জানেন যে, আজকের সিপিপি একটি বিরাট সংগঠন। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে তেরোটি জেলার একচল্লিশটি উপজেলার কয়েক কোটি মানুষের জানমাল রক্ষার্থে নিরলস কাজে করে যাচ্ছে ৭৪০০০ এর অধিক স্বেচ্ছাসেবক, যার শতকরা ৫০ ভাগই নারী।

বাংলাদেশ আজ পৃথিবীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত। অনেক দেশ সিপিপির মডেলকে অনুসরণ করছে। সারা বিশ্বে এটি অতি প্রশংসিত এবং সমাদৃত। দুর্যোগ সংক্রান্ত বিশ্ব আসরে প্রায়শই সফল কার্যক্রম হিসেবে সিপিপিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা হয়। ২০০৬ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ, জার্মানির প্রাক্তন রাজধানী বন শহরে পৃথিবীর ১৪০ টি দেশ থেকে ১২০০ এর অধিক প্রতিনিধি একত্রিত হয়েছেন থার্ড ইন্টারন্যাশনাল আর্লি ওয়ার্নিং কনফারেন্সে যোগ দিতে। এসেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনও। হাই লেভেল মিনিস্টেরিয়াল মিটিংয়ে তিনি বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সংবাদ প্রচার ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন, "আমরা যেন বাংলাদেশের এই সার্থক কর্মসূচি ভুলে না যাই"।

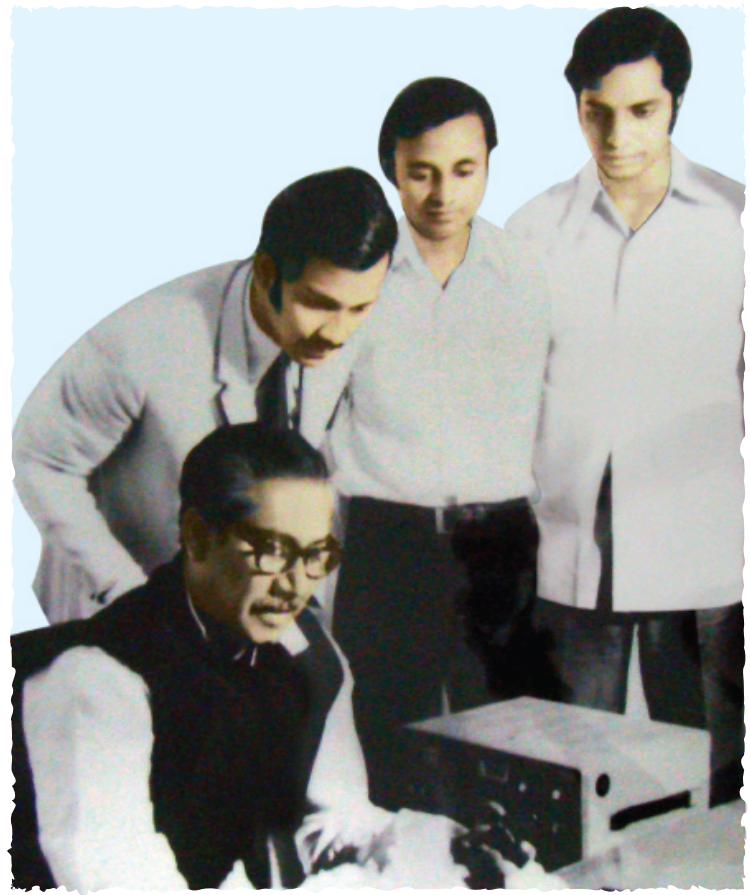

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে কথা বলছেন
Father of Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman delivering speech through wireless

This is the picture of a historical event, the vastly proclaimed picture of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman who is delivering speech through wireless, from the chamber of Prime Minister, to around twenty thousand volunteers of CPP,

এ সিপিপির দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সঠিক ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেটি জানতে এবং বুঝতে হলে সিপিপির জন্মের ইতিহাসও একটু জানা দরকার। ১৯৭০ সালে ১২ নভেম্বরের গোর্কি পৃথিবীর লিখিত ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ সাইক্লোন, যাতে সরকারি হিসাবে দশ লক্ষের অধিক মানুষ প্রাণ হারায়। এরপরই জাতিসংঘ একটি বিশেষ সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করে এবং লীগ অব রেডক্রস সোসাইটিকে বিশেষ দায়িত্ব দেয় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর নিমিত্ত একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। ১৯৭০ সালের সাইক্লোন এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য সে সময় অনেক দেশের রেডক্রসের প্রতিনিধি এ দেশে আসেন এবং অনেক প্রকল্প শুরু করেন। এর মধ্যে সুইডেন থেকে সাইক্লোন রিলিফ ডেলিগেট হিসেবে এসেছিলেন মিস্টার ক্লাস হেগষ্ট্রম। তখন এদেশে আবহাওয়া অধিদপ্তর, রাডার স্টেশন, সরকারি প্রশাসনের মাধ্যমে সাইক্লোনের আগাম সংকেত প্রচারকরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকার পরও কেন লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি হলো, সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য তিনি বহুদিন উপকূলবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চলে থেকে সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ করতেন। তিনি জানতে পারলেন যে:

১) বহু মানুষই সাইক্লোনের আগাম সংকেত পায়নি,

২) যারা পেয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করেনি,

৩) বিশ্বাস করার পরও অনেকেই আশ্রয়কেন্দ্রে বা নিরাপদ স্থানে যায়নি,

৪) সাইক্লোন-পরবর্তী উদ্ধার ও চিকিৎসার অভাবে বহু মানুষের প্রাণহানি হয়েছে ইত্যাদি।

who lived in coastal areas. Before explaining the background of this picture, we have to know about the huge contribution of Bangabandhu regarding present status of globally appreciated and immensely successful CPP.

The readers of this article possibly you don't know that today's CPP is a huge organization. More than 74,000 volunteers, of whom 50% is female, are working very hard in saving the life and property of millions of people who is residing in 41 Upazillas of 13 Districts in the coastal areas of Bangladesh.

In present days, Bangladesh is renowned as a role model of disaster management program around the world. Many countries are now following the model of CPP. It is now admired and popular in the whole world. In the global meetings of disaster management, CPP is now regarded as a successful paradigm. In the last week of March in 2006, more than 1200 representatives from 140 countries were united to attend Third International Early Warning Conference in the city Bonn, the ex-capital of Germany. The president of America, Bill Clinton was also one of them. He praised the early warning system of Bangladesh regarding Cyclone and said, "I hope that we will not forget this effective program of Bangladesh."

We need to know the history of CPP, to know and understand the far-sighted and groundbreaking decision that was taken by Bangabandhu regarding the durability of CPP in 1973. Gorky of 12 November 1970, was the

এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে হেগষ্ট্রম সাহেব একটি সংগঠনের পরিকল্পনা করলেন যার মৌলিক দিকগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

১। উপকূলবর্তী অঞ্চলের প্রত্যেক মানুষের কাছেই আগাম সংকেত পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে।

২। গ্রামের চরিত্রবান যুবক ও মাঝবয়সী স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে আগাম সংকেত প্রচার করতে হবে যাতে করে তার পরিবার এবং প্রতিবেশীরা তার কথা বিশ্বাস করে।

৩। স্বেচ্ছাসেবকরা জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর করবে, আটকে-পড়া মানুষদের উদ্ধার করবে এবং প্রয়োজনে প্রাথমিক চিকিৎসাও দেবে।

৪। দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমেও তারা সহায়তা করবে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়েই লীগ অব রেডক্রস ১৯৭২ সালে জুলাই মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে সিপিপির কার্যক্রম শুরু করে। আল্লাহ্‌র কাছে অনেক শুকরিয়া যে এর দুই মাস পরেই আমি প্রথম পরিচালক হিসেবে যোগদান করি।

সিপিপির মতো একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংগঠন, যেটি লক্ষ মানুষের জানমাল রক্ষার্থে নিয়োজিত, তার দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্যে আমরা বিভিন্ন সংস্থা যেমন বিশ্ব ব্যাংক, আমেরিকান এমব্যাসি ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ করি, কিন্তু কোনো সংস্থাই দুই বা তিন বৎসরের বেশি অর্থায়নের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। এমতাবস্থায় হেগষ্ট্রম সাহেব অনুধাবন করলেন যে বাংলাদেশ সরকারকে যদি এ কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা বোঝানো সম্ভব হয়, তবে তারাই কেবল এর দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সে প্রেক্ষিতে

deadliest cyclone ever in which more than one million people died according to the statistics of government. After this, United Nations called a special General Assembly and assigned the League of Red Cross Society to take effective measurements to reduce the loss resulted from cyclone in the then East Pakistan. At that time, representatives of Red Cross from different countries came to Bangladesh and started some projects to provide relief and disaster management for cyclone-affected people of 1970 and the war-affected people of 1971. Claus Hegstrom came from Sweden as a cyclone relief delegate. He stayed in the distant coastal areas for a long time and used to communicate with the general people to find the answer to the question why millions of people had died although having of early warning campaign through the meteorological department, radar station and government administration of the country. As a result, he came to know that:

1) Many people did not get the early warning of cyclone;

2) There are some people who got the warning but did not believe it;

3) Some people did not go to the cyclone shelter or to a safe place even after believing;

4) Some people died because of the lack of post-cyclone rescue and treatment etc.

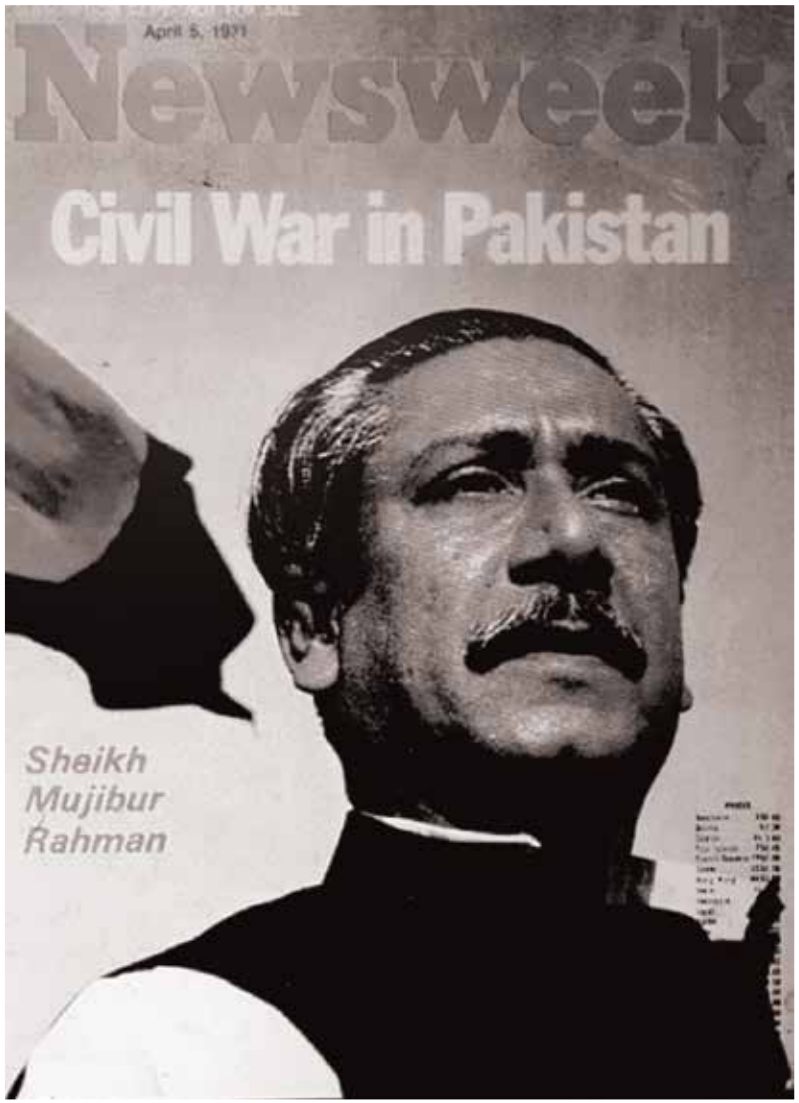

১৯৭৫ সালের ৫ এপ্রিল 'নিউজ উইক' পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রচ্ছদ করা হয়। এ পত্রিকা তাকে 'রাজনীতির কবি' হিসাবে উল্লেখ করে।

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on the cover of Newsweek Magazine where he was termed as the "Poet of Politics" (April 5, 1971).

After observing these things, Hegstrom planned to form an organization the basic aspects of which is given below:

1. Every people of the coastal areas must be ensured of getting early warning;
2. The early warning should be announced by the young and middle-aged volunteers of the village so that their family and neighbours believe them;
3. The volunteers would transfer the people in refuge centre, rescue the stuck people, even they would provide the people primary treatment if needed;
4. Volunteers would assist in post disaster relief and rehabilitation procedure as well.

Considering these facts above, League of Red Cross started their CPP program officially in July 1972. Thanks to the Almighty that two months after this, I joined as the first director of CPP.

We communicated with various organizations such as World Bank, American Embassy etc. for the sustainability of an important program like CPP that was engaged in saving the life and property of millions of people, but no organization could ensure the fund for more than two or three years. In this case, Hegstrom realized that if the government of Bangladesh realizes the significance of this program, only they could take steps for the sustainability of the program. In that perspective, we

আমরা সরকারের প্রশাসনে ও নীতি নির্ধারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাথে লবি করতে শুরু করি। এর মধ্যে ছিলেন সচিব এজেডএম ওবায়দুল্লাহ খান, আইআরডিপির মহাপরিচালক এম মোকাম্মেল হক, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী গাজীপুরের জনাব সামসুল হক প্রমুখ। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা থানার বড়বাইসদিয়া ইউনিয়নের চর হেয়ারে সিপিপি ভলান্টিয়ারদের একটি বিরাট সমাবেশ এবং প্রথম মহড়ায় উপর্যুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে যাই। যদিও তারা সবাই এ সংগঠনের দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন, কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো যে দীর্ঘদিনের জন্য রেডক্রসকে একটি বড় অঙ্কের টাকার প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়তা সরকার কিভাবে দিতে পারে। এ জন্য প্রধানমন্ত্রীর সুবিবেচনা-প্রসূত অনুমোদনের ব্যবস্থা করতে হবে । সরকারি দল (পাবনার এম পি আব্দুর রব বগা মিঞার মাধ্যমে) ও প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে বেশ কিছুদিন লবিং করার পর যখন এ বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর কাছে উপস্থাপন করা হয়, তখনই তিনি উপলব্ধি করলেন যে উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী কোটি মানুষের জানমাল রক্ষার্থে যে সংগঠন কাজ করছে, সেটির একটি বিদেশি সংস্থার অনিশ্চিত আর্থিক সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল থাকা উচিত নয়। ১৯৭৩ সালে ২৮শে এপ্রিল তারিখে তিনি একটি যুগান্তকারী প্রস্তাবনায় লিখিত অনুমোদন দিলেন যে সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রামের যাবতীয় খরচ বাংলাদেশ সরকার বহন করবে এবং সংগঠনটি সরকার ও রেডক্রসের যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। আলহামদুলিল্লাহ্।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৭০ সালে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বিধ্বস্ত বংলাদেশ পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক রেডক্রস অনেকগুলি কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। অর্থের অভাবে অথবা কালের আবর্তনে প্রায় সবগুলি হয় বন্ধ অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে

started to lobby with the government's administrative persons. Secretary A Z M Obaidullah Khan, M Mukammel Haque, the Managing Director of IRDP, Shamsul Haque of Gazipur, the Minister of Local Government and Rural Development and Co-operatives etc. were among those persons. In December 1972, I accompanied the following personalities in the first rehearsal of a big assembly organized by the volunteers of CPP in 'Chor Hare' of Borobaisdia Union in Galachipa Thana of the Patuakhali District. Although they realized the necessity of a long-term organization, problem arose that how the government could ensure the commitment of providing a big amount to the Red Cross for such a long time. For this, they have to take permission and consideration from the Prime Minister. When this matter was proposed to Bangabandhu, after lobbying through Government party (MP Abdur Rab Boga Mia of Pabna) and higher administrative levels for some days, immediately he realized that a program which was working in saving the life and property of million people from coastal areas, should not be dependent on the uncertain financial aid of a foreign organization. In 28 April 1973, he gave a written approval to a groundbreaking commencement that the government would bear all the expenditure of Cyclone Preparedness Program and the program would be conducted by the joint management of Bangladesh government and Red Cross. Alhamdulillah!

Here, it is necessary to mention that International Red Cross took several programs in reshaping the devastated

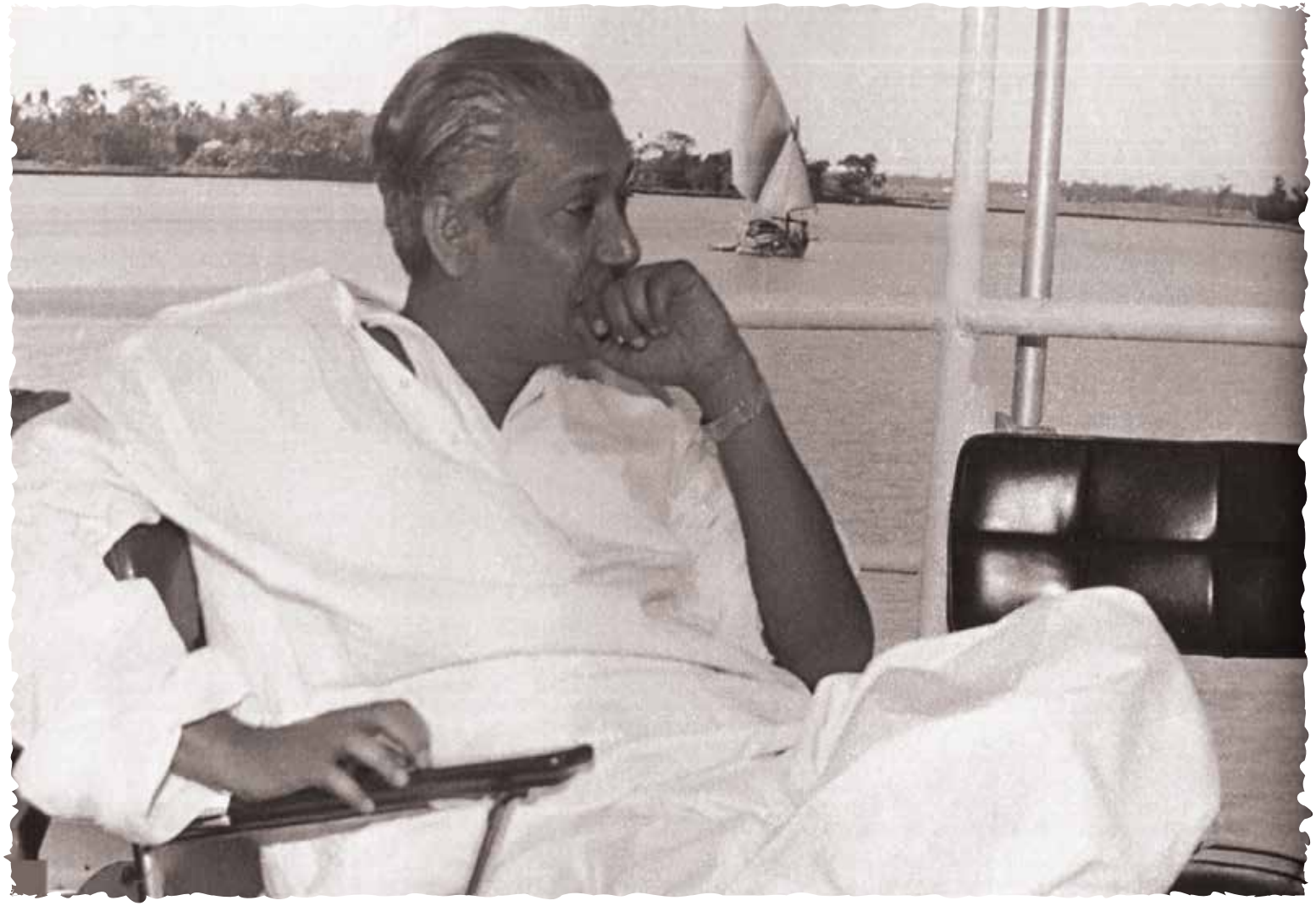

স্টিমারের ডেকে চিন্তামগ্ন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের জাতির পিতা
The Father of the Nation of war-ravaged Bangladesh engrossed in thoughts on the deck of a steamer

সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজ এই ৫০ বছর ধরে শুধু একটি কর্মসূচিই সক্রিয় আছে, ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে, এবং দেশ ও

Bangladesh because of the cyclone in 1970 and independence war in 1971. Because of financial crisis or

বিদেশে প্রশংসা লাভ করেছে, সেটি হলো সিপিপি। ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানির সংখ্যা ছিল দশ লক্ষের অধিক, ১৯৯১ সালে এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার, ২০০৭ সালে সিডরে ৩৪০০। জীবনহানী এখন নেমে এসেছে দুই সংখ্যায়। আলহামদুলিল্লাহ্। এটা সম্ভব হয়েছে আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত, দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার রাত উন্নয়ন এবং সিপিপির নিবেদিত প্রাণ হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকদের মানব সেবার কারণে। আমার মনে হয় ১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ সরকারের কোষাগার থেকে সিপিপির স্থায়ী অর্থায়নের জন্য যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, সেটি ছিল একটি সাদাকায়ে জারিয়ার সামিল। সংগঠনটি যতদিন মানবসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে, ততদিনই হয়তো মহান রাব্বুল আলামিন বঙ্গবন্ধুকে সোয়াব দান করবেন। আমীন।

এবার সে ছবির প্রসঙ্গে ফিরে যাই। দিন তারিখ আমার মনে নেই, ১৯৭৩ সালে মাঝারি মাত্রার একটি সাইক্লোন বাংলাদেশে আঘাত হানে। বঙ্গবন্ধু যাবেন উপদ্রুত এলাকায়, আগের দিন রাত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আলোচনা হচ্ছে তিনি কোথায় যাবেন, কি করবেন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য। স্থির হলো, তিনি ভোলায় যাবেন। রেডক্রসের চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফা সাহেবের সাথে আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। বিনয়ের সাথে বললাম যে প্রধানমন্ত্রীর অত বড় হেলিকপ্টার (রাশিয়ান এম আই ৮) লো ফ্লাই করতে পারে না, তাছাড়া জানালাগুলোও ছোট। ঐ হেলিকপ্টার থেকে ক্ষয়ক্ষতির চিত্র ভালভাবে দেখা সম্ভব নয়। ভোলায় নেমে তিনি যদি রেডক্রসের ছোট্ট বেল হেলিকপ্টারে উঠে খুব লো ফ্লাই করেন, তাহলে সম্পূর্ণ চিত্র পরিষ্কার দেখতে পাবেন। কারণ বেল হেলিকপ্টারের সম্মুখ ভাগ এবং দুই পাশের চারটি দরজাই সাদা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের তৈরি। তাই সিদ্ধান্ত হলো, ভোলায় পৌঁছেই হেলিকপ্টার পরিবর্তন। ছোট উড়োজাহাজে মাত্র চারটি

passage of time, almost all of these programs either were closed or completed in the allotted time. But in this fifty years, only one of these programs is still active, gained huge popularity, and achieved appreciation from different countries, and that program is CPP. In the cyclone of 1970, the death rate was more than one million, in 1991, it was 1,38,000, and in cyclone Sidr of 2007, it was 3400. Now, it has descended to two digit. Alhamdulillah! It has been possible due to the blessings of the Almighty, the socio-economic development of the country and because of the humanitarian service of the dedicated volunteers of CPP. I think that the groundbreaking decision that had been taken by the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in providing fund for CPP from government's treasury in 1973, was equivalent to a 'Sadakaye Zariya' (holy gift). As long as the program continue its service for humans, the great Almighty definitely would bless Bangabandhu. Amen.

Now I would rather come back to the context of that picture. I do not remember the exact date, a medium-range cyclone dashed off Bangladesh in 1973. On the previous night, Bangabandhu was planning to visit coastal areas, and he was discussing in taking decision about where he would go and what he would do. He decided that he would go to Bhola. I was also present there with the Chairperson of Red Cross, Gazi Golam Mostafa. I suggested with modesty that such a big helicopter (Russian M I 8) could not fly low, besides its

আসন। সামনে সুইডিস পাইলট এবং বঙ্গবন্ধু, পিছনে রেডক্রসের চেয়ারম্যান ও আমি। বঙ্গবন্ধু আসনে বসার পর আমি উনাকে হেডফোন দিয়ে হেলিকপ্টার চলাকালীন নিজেদের মধ্যে কথোপকথন করতে হলে কোন বোতাম কিভাবে টিপতে হয় সেটি দেখালাম। তিনি আমার দিকে পিতৃসুলভ দৃষ্টি দিয়ে সামান্য একটু হেসে বললেন, "আমি জানি রে, এইটা আমাকে শেখাস্ না।"

হেলিকপ্টার খুবই লো ফ্লাই করলো প্রায় তিরিশ মিনিট ধরে। বঙ্গবন্ধু ক্ষয়ক্ষতি দেখলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে বেশ অনেক সংখ্যক যুবক ও মাঝবয়সি মানুষ মেগাফোন হাতে মানুষের মধ্যে কাজ করছে। উনার প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম "স্যার, এরা সবাই সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রামের ভলানটিয়ার। বিনা পারিশ্রমিকে ঘূর্ণিঝড়ের সময় নিজের জান বাজি রেখে রাতদিন কাজ করে। এ রকম বিশ হাজারের অধিক ভলান্টিয়ার আছে সমস্ত উপকূলবর্তী অঞ্চলে"। এ সুযোগ নিয়ে আমি অনুরোধ করলাম, "স্যার, আপনি যদি একদিন এদের উদ্দেশ্যে পাঁচ দশ মিনিট কিছু বলেন, তাহলে তারা স্বেচ্ছাসেবার কাজে আরো উৎসাহিত হবে"। বঙ্গবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "অবশ্যই আমি বলবো, ব্যবস্থা কর্"।

ব্যবস্থা করা হল– বেইলী রোডে অবস্থিত প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী কার্যালয়ে (রমনা পার্কের পূর্ব দিকের গেটটির ঠিক সম্মুখে) সিপিপির সিংগেল সাইড ব্যান্ড ওয়ারলেস সেট স্থাপন করা হলো। অপর দিকে উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রতিটি সিপিপি অফিসের সামনে শত শত স্বেচ্ছাসেবক সমবেত হয়েছে এবং সেখানকার ওয়ারলেসের সাথে বড় বড় লাউড স্পিকারের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু আসার পর সকল ওয়ারলেস অপারেটরের সাথে কথা বলে আমরা নিশ্চিত করলাম যে কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক তার ভাষণ শোনার জন্য একত্রিত হয়েছে। উনি উৎসাহিত বোধ করলেন এবং কোনো নোট ছাড়াই প্রায় দশ বারো মিনিট খুবই উৎসাহব্যাঞ্জক বক্তৃতা দিলেন।

windows were also very small. The proper scenario of the destruction could not be seen from this also. If he took the smaller bell helicopter of Red Cross which could low fly, then he could see the entire area clearly. Because both the front side and back side doors of the Bell helicopters were made of transparent plastic. So the decision was taken that helicopter would be changed after landing in Bhola. The small helicopter had only four seats. Bangabandhu and the Swedish pilot were in front seats and the chairperson of Red Cross was in back seat along with me. After Bangabandhu seated in seat, I showed him how his and which buttons to be pressed to converse via headphones. He stared a little at me and said with a smile on his face, "you don't need to teach me this, I already know these stuffs."

The helicopter did low flying for around 30 minutes. Bangabandhu observed the scene of loss and he also noticed that some young and middle-aged villagers were working with megaphone in their hands. I answered to a question of him, "Sir, they are the volunteers of Cyclone Preparedness Program. They work hard day and night keeping their life at stake. There are twenty thousand volunteers like these who are working in these coastal areas." I took the opportunity and requested him, "Sir, if you gave a speech to them only for five to ten minutes, they would be more inspired to do their work." He replied, "of course, I will. Make the arrangements."

The arrangements were taken- the single-side band

তখন থেকেই সিপিপির ওপর বঙ্গবন্ধুর কত বেশি আস্থা ছিল তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিতে চাই। সময়টা ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে হবে হয়তো। আন্দামান নিকোবার অঞ্চলে সৃষ্ট একটি নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে বাংলাদেশ উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে। রাত দিন আমরা কন্ট্রোলরুমে বসে ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ ও বাতাসের গতিবেগের দিকে লক্ষ রাখছি এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে সর্বক্ষণ যোগাযোগ করছি। এক সময় আমি আর পারছিলাম না। মধ্যরাত্রে একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য অফিসেরই একটি রুমে (১২ নিউ ইস্কাটনে) শুয়ে পরলাম। কতক্ষণ পরে জানি না, কেউ একজন আমাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে উঠিয়ে দিচ্ছিল। একেবারে কাঁচা ঘুম থেকে উঠে অত্যন্ত বিরক্তির সাথে যখন ধমক দিতে যাব, সেই সময় সহকর্মী এমদাদ হোসেন বলেন "স্যার, উঠেন, উঠেন, বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে টেলিফোন"। আমার ঘুম ছুটে গেল। রিসিভার ধরে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম যে অপর প্রান্তে টেলিফোন অপারেটর নয়, স্বয়ং বঙ্গবন্ধু ফোন ধরে আছেন। আমি ফোন ধরার পরে টেলিফোন অপারেটর উনাকে লাইন দিবেন, এটাইতো স্বাভাবিক। কিন্তু সে সময়টুকু উনি অপেক্ষা করতে চান নি। দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের ওপর কতখানি দরদ থাকলে এটা সম্ভব হয়, শুধু বঙ্গবন্ধুর মতো জনদরদী নেতার পক্ষেই সম্ভব।

প্রধানমন্ত্রী জানতে চাইলেন ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান কোথায়, কখন আঘাত হানতে পারে, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কেমন হতে পারে, কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশের ক্ষমতাধর প্রধানমন্ত্রী তার প্রাইভেট সেক্রেটারির মাধ্যমে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি, আবহাওয়া দপ্তর থেকে কোনো খবর নেননি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোলরুমে যোগাযোগ করেননি, কিন্তু তিনি

wireless of CPP was set in the temporary chamber of prime minister situated in Baily Road (in front of the east gate of Ramna Park). On the other hand, in front of every office of CPP in the coastal areas, there were hundreds of CPP volunteers, also some big loud speakers were connected with the wireless. When Bangabandhu came, we talked to the wireless operators and they ensured us that thousands of volunteers were united to listen the speech. He felt enlightened and provided an invigorated speech of ten to twelve minutes without any note.

I want to provide an example of how much trust Bangabandhu had in CPP from that time. That was probably in the end of 1973. A cyclone originated from Andaman Nikobor was heading towards Bangladesh. In the control room, we were observing the direction of the cyclone and the wind day and night and was communicating with the volunteers of coastal areas. At one time, I became exhausted. I went to a room in office (12 New Eskaton) to take some rest. I did not know when somebody came and woke me up joggling me hard. With a tender sleep in my eyes, I got irritated and when I was about to scold, my colleague Emdad Hossain asked me, "Sir wake up now, there is a phone call for you from the residence of Bangabandhu." My sleep faded away in a moment. I took the receiver and got astonished as it was not the telephone operator, it was Bangabandhu himself on the other side of the telephone. It was as obvious practice that telephone operator would give him the phone line after I held the phone. But he did not want to

নিজে মধ্যরাত্রে সিপিপিতে ফোন করেছেন। সিপিপি এবং এ সংগঠনের নিবেদিত-প্রাণ স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর উনার সম্পূর্ণ আস্থারই প্রতিফলন এটি। সে সংগঠনেই কাজ করার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, আলহাম্‌দুলিল্লাহ্‌।

আর একটি ছোট্ট ঘটনা বর্ণনা করেই শেষ করবো, যা থেকে অনেক পাঠকের কাছেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এক অজানা দিক উদঘাটিত হতে পারে। ১৯৭৪ সালে একটি ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। মধ্যরাত্রের দিকে রেডক্রসের চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফা সাহেব ও আমি ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডে বঙ্গবন্ধুর বাসায় গেলাম সাইক্লোনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য। একজন পেশাজীবী দুর্যোগ ব্যবস্থাপক হিসেবে ঘূর্ণিঝড়ের সব তথ্য ও উপাত্ত সঙ্গে নিয়ে গিয়েছি। আজও আমার পরিষ্কার মনে আছে, দোতলার একটি ঘরে লুঙ্গি ও হাতাওয়ালা সাদা গেঞ্জি পরে খাটের মাথার দিকে হেলান দিয়ে দু পা সামনে ছড়িয়ে বসে আছেন বঙ্গবন্ধু। বললেন "বস্‌, বল্‌, সাইক্লোনের কি অবস্থা? মানুষজনের কি অবস্থা?" খাটের বাম পাশে বসলেন গাজী গোলাম মোস্তফা সাহেব। আমি ডান পাশে বসে খাটের ওপরে সাইক্লোন ট্র্যাকিং ম্যাপ বিছিয়ে ব্যাখ্যা করা শুরু করলাম: এখানে আন্দামান নিকোবার দ্বীপ, অত তারিখে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়, অত তারিখে এটা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়, এ ট্র্যাক ধরে সাইক্লোন বাংলাদেশের দিকে এগোচ্ছে, এখন বাতাসের গতিবেগ এত, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ পর লক্ষ করলাম যে বঙ্গবন্ধু যদিও আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কিন্তু তার দৃষ্টি স্থির, স্থবির। উনি যে আমার কথা শুনছেন না, অন্য কিছু চিন্তা করছেন, অন্য জগতে বিচরণ করছেন, এটা বুঝতে

waste that time. This incident shows how much compassionate a person can become for the disaster affected people, only a leader like Bangabandhu can have this much sympathy.

The Prime Minister wanted to know the condition of the cyclone, when it could attack, how much loss there could be, what measurements were taken etc. The Prime Minister of the country did not ask this through his private secretary, not received any news from the meteorological office, he did not even communicate with the disaster relief control room but he himself called the CPP at this late hour at night. It is indeed the reflection of his belief for the volunteers of the CPP. I got the opportunity to work with this organization, Alhamdulillah.

I will finish after explaining one small incident, from where many people will get to know some unknown facts about Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. In 1974, another cyclone was heading towards Bangladesh. At midnight, along with the chairperson of the Red Cross, Gazi Golam Mostafa, I went to the residence of Bangabandhu at Dhanmondi 32, to inform him about the present condition of the cyclone. I brought every records and information with me as a professional disaster manager. Still, I clearly remember that Bangabandhu was sitting on a bed wearing a lungi and a full sleeve T-shirt in a room at second floor. He told us to be seated and asked, "What is the condition of the cyclone? What about the

পেরে আমি কথা বলা বন্ধ করলাম। আমরা সবাই চুপচাপ। কিছুক্ষণ পর নিরবতা ভেঙ্গে বঙ্গবন্ধু বললেন, "যা, ইন্‌শাআল্লাহ্‌ কিছু হবে না"। তাকিয়ে দেখি উনার হাতে তসবিহ্‌। বঙ্গবন্ধুর মত এত বড় নেতা, দেশের ক্ষমতাধর প্রধানমন্ত্রী, দুর্যোগের সময় তাঁর প্রশাসন, মিলিটারি, পুলিশ কারও ওপর ভরসা না করে এ ঘূর্ণিঝড়ে লক্ষ মানুষের যাতে ক্ষয়ক্ষতি না হয়, সে জন্য তিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে আকুল ফরিয়াদ করছেন। আমার কাছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্রের একটা অজানা দিক উদঘাটিত হলো। আল্লাহ্‌তা'য়ালা তাঁকে জান্নাতবাসী করুন। আমিন।

people?" Gazi Golam Mostafa was seated in the left side of the bed. I sat on the right side and started to explain opening the cyclone tracking map: Here is Andaman Nikobor, the downward wind started in this date, on that date it transformed into a cyclone, by following this track the cyclone is now heading towards Bangladesh etc. etc.

After some time I noticed that though Bangabandhu was looking towards me, his eyes were stable, vision fixed. I stopped talking after realizing that he was not listening to me, rather he was thinking something else, was wandering in another world. All of us were silent. Later, he broke the silence and said, "Inshallah nothing bad will happen". I found that there was a tasbih (string of beads used in prayer) in his hand. Such a great leader like Bangabandhu, powerful prime minister of the country did not rely on the administration, military or police during the time of disaster. He was praying to the Highest Esteemed Power the Almighty in order that no big loss would occur due to the cyclone. For me, an unknown side of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman has been unveiled. May the Almighty grant him Jannah. Amen.

"..... প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে যে সব দেশ বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় বিশ্ব সমাজের দ্রুত এগিয়ে আসার উপযোগী একটি নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গঠনে বাংলাদেশের বিশেষ স্বার্থ নিহিত রয়েছে। অবশ্য সূচনা হিসেবে এই ধরনের একটি ব্যবস্থা ইতোমধ্যে রয়েছে। এই ব্যবস্থা হলো জাতিসংঘের বিপর্যয় ত্রাণ সমন্বয়কারীর অফিস স্থাপন। এই সংস্থাটি যাতে কার্যকরভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য সংস্থাটি শক্তিশালী করে তোলা একান্ত দরকার। জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।"

– ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪-এ জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

"..... Bangladesh is one of the countries which are affected by natural disasters time and again. Therefore, Bangladesh has special interest in tackling the situation arising from natural disasters and building regular institutions capable of facilitating the world communities to be more prompt. Of course, such a system has already been introduced as the beginning. This system is the establishment of the office of the Coordinator of United Nations Disaster Relief. It is very necessary to strongly build the organization so that it can play its role effectively. All member states of the UN have special responsibility in this regard."

- The Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on 25 September 1974 in the 29th General Session of the United Nations.

জেগে থাকার সাহস

শৃঙ্খলমুক্তির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু

অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম
জাতীয় অধ্যাপক
লেখক, গবেষক, শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

The courage to stay awake: Bangabandhu- A great hero of freedom

Prof. Dr. Rafiqul Islam
National Professor
Writer, Researcher, Educationist, Cultural Personality

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস কষ্ট-ত্যাগ-প্রজ্ঞা ও লড়াইয়ে সমৃদ্ধ। উজ্জ্বল পূর্বজেরা স্বদেশের প্রগতি ও কল্যাণের জন্য নিজেদের অমিত সাহস, বীরত্ব ও মেধা নিবেদন করেছেন। তাদের প্রত্যেকের স্বপ্ন ছিল- উত্তর প্রজন্মের জন্য বাংলাদেশ হবে মুক্ত-প্রগতিশীল ও উন্নত এক দেশ। বাঙালির জেগে থাকবার অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎসজনদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে এই নিবেদন...

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎ। বাঙালি জাতিকে মুক্ত করতে শোষক ও স্বেচ্ছাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধু পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির শৃঙ্খল থেকে তিনি বাঙালি জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করতে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সেই স্বপ্ন তিনি বাস্তবায়নও করে গেছেন। এ মুক্তির সংগ্রামে তিনি নিজের জীবনকে তুচ্ছ করেছিলেন। শোষিত মানুষের পক্ষে নির্ভীক অবস্থানের কারণে তাই তিনি কেবল বাংলাদেশ নয়, সারাবিশ্বে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পান।

বাঙালি, বাংলাদেশ- মোটকথা বাংলার সাধারণ মানুষের দাবি ও আকাঙ্ক্ষাকে তিনি মনেপ্রাণে ধারণ করেছিলেন বলেই তিনি বঙ্গবন্ধু, তা বলাই বাহুল্য। বঙ্গবন্ধু নিজের জীবনকে নিয়োজিত রেখেছিলেন জনগণের অধিকার আদায়ের দাবিতে। জনগণের সাথে থেকে তাদের প্রাণের ভাষা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। বাঙালির স্বাধিকারের চেতনা তাঁর মনে হঠাৎ জন্ম হয়নি। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন এবং মননের সঙ্গে তার জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ড অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত। এটা তার জীবনের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। তার জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা, যে কোনো সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আমি ততটা ঘনিষ্ঠ ছিলাম না। ঘনিষ্ঠ থাকার কথাও নয়, কারণ আমি কোনো দিন সক্রিয় রাজনীতি

The thousand year history of Bengalis is rich in hardships, sacrifices, wisdom and struggles. The brilliant ancestors have dedicated their immense courage, heroism and talent for the progress and welfare of the country. Each of them had a dream that Bangladesh would be a country of freedom, progress and developed for next generations to come. This is a humble tribute to the source of the eternal inspiration to stay awake…

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was the pioneer of the freedom struggle of Bangladesh. Bangabandhu has played a historic role to liberate the Bengali nation by uniting the people against the exploitative and autocratic ruling class. He dreamed of an independent country to liberate the Bengali people from the shackles of Pakistani colonial power. His life was very insignificant to the struggle for liberation war and materialized the dream of independence together with people. He is recognized as an undisputed leader not only in Bangladesh but all over the world due to his fearless stance on behalf of the exploited people. It was needless to mention that he was Bangabandhu because he had the minds of demands and aspirations of the common people of Bengal. Bangabandhu devoted his life to the cause of the people. He mastered the language of their lives from the people. The spirit of independence of Bengalis did not suddenly come to his mind. Bangabandhu's political philosophy and thinking are inextricably linked with his entire life. It can be understood by looking at his life. Every event in his life can be under-

করিনি । তবে তিনবার তিনটি বিশেষ মুহূর্তে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ।

১৯৫৭ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব পাকিস্তান কেন্দ্রীয়

stood only by reviewing any decision.

I was not a political fellow like others. I never did active politics. But three times I met Sheikh Mujibur Rahman in

১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি-স্বাধীনতার দাবিতে উত্তাল সময়ে ঢাকায় আওয়ামী লীগ আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন শেষে শিল্পীদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু । ছবিতে রয়েছেন আব্দুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, নাসরীন আহমাদ, শাহনাজ রহমতুল্লাহ, ফরিদা বেগম, আমিনুল হক বাদশা, মান্না হক প্রমুখ

Celebration of February 21, 1971 by Awami League, Bangabandhu seen in this cultural event with the artists when the days were already volatile with the demand of freedom. In photo, Abdul Jabbar, Apel Mahmud, Nasreen Ahmad, Shahnaz Rahmatullah, Farida Begum, Aminul Haque Basshah and Manna Haque among others

সরকারের প্রধানমন্ত্রী। পূর্ব পাকিস্তানে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে প্রাদেশিক সরকারে তখনকার শেখ মুজিব ছিলেন একজন প্রতিমন্ত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান হচ্ছে জগন্নাথ হলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিপুল আয়োজনে নাচ-গান উপস্থাপন করল। তা দেখে সোহরাওয়ার্দী সাহেব আশ্চর্য হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা এ রকম জমজমাট অনুষ্ঠান করতে পারে এটা তো আমার জানা ছিল না'। তিনি শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তাদের কি কোনো দাবিদাওয়া আছে? শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের সাথে আলাপের ভাব দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন- তারা তাদের সাংস্কৃতিক বহর নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রদর্শনী মঞ্চে এই রকমের অনুষ্ঠান করে সবাইকে দেখাতে চায়। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেব বঙ্গবন্ধুর দাবি রক্ষা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে সেখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শহরে অনুষ্ঠান প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করেছিলেন। একই সময়ে বঙ্গবন্ধুও পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে হাজির। তিনি

বাঙালির সকল আন্দোলনের অনুপ্রেরণা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
Dhaka University is the inspiration of all movements in Bengal

১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি-ঢাকা স্টেডিয়ামে (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম) রাজনৈতিক সহকর্মীদেরকে সঙ্গে নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের আহ্বান জানান
January 30, 1972-Bangabandhu and his political mates at the Dhaka Stadium (now Bangabandhu Stadium) before the mammoth task of reconstructing a war-ravaged Bangladesh

three special occasions. In 1957, Hussain Shaheed Suhrawardy became the Prime Minister of the Central Government of Pakistan. In East Pakistan, Sheikh Mujib was a state minister in the provincial government led by Ataur Rahman Khan. The convocation ceremony of Dhaka University was being held at Jagannath Hall. The students of the university performed dances and songs in a befitting manner. Seeing this, Mr. Suhrawardy was surprised and commented "I didnot know the university students can arrange such a grand Performance". He called Sheikh Mujibur Rahman and asked if they had any demands. Sheikh Mujibur Rahman pretended to talk and informed the Prime Minister that they wanted to show their cultural program by holding such events at

স্বাধীন বাংলাদেশে সংসদ অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman delivering a speech in the parliament session of independent Bangladesh

করাচিতে আমাদের টিমের সঙ্গে দেখা করে আমাদের নিয়ে একান্ত আলোচনায় বসলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, তিনি আমার শোবার খাটটিতে সাধারণ মানুষের মতো বসেছিলেন।

তিনি আমাদের বললেন, 'তোমাদেরকে এখানে আনা হয়েছে শুধু তোমাদের প্রদর্শনী দেখানোর জন্য নয়, তোমরা চতুর্দিকে নজর দিয়ে দেখবা, এখানে এরা কত উন্নত হয়ে গিয়েছে। আর আমাদের পূর্ব বাংলা এখনো কী রকম গরিব অবস্থায় আছে। অথচ অধিকাংশ আয় আসে আমাদের পূর্ব বাংলায় উৎপাদিত দ্রব্যাদি রপ্তানি করে। অন্যদিকে বৈদেশিক সাহায্য সারা দেশের জন্য। এদের বিদ্যমান শহরগুলো সমৃদ্ধ করার পর এখন ইসলামাবাদকে নতুন রাজধানী শহর হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে।' আমরা ঘুরেফিরে দেখলাম, ঠিকই সেখানে প্রায় সব জায়গায় সরকারি উদ্যোগে উন্নয়নের কাজ চলছে। যে ব্যাপারটা আমরা আরও পরে অর্থাৎ বেশি

had any demands. Sheikh Mujibur Rahman pretended to talk and informed the Prime Minister that they wanted to show their cultural program by holding such events at various universities and exhibition stages in West Pakistan. Prime Minister Suhrawardy accepted Bangabandhu's demand and later arranged to visit West Pakistan to perform in various universities and cities there. At the same time Bangabandhu also visited West Pakistan. He met with the cultural team in Karachi and had a private discussion with the cultural team. Bangabandhu was sitting on his bed like a normal person.

He told us, 'You have been brought here not only to show your exhibition, but to look around and see how much they have improved here. And how poor our East Bengal is still.

ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র জমা নেওয়ার সময় জনতার নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
Father of the Nation, leader of the masses Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at the Dhaka stadum where the Freedom Fighters surrendered their arms

বয়সে এসে নজরে নিতাম, শেখ মুজিবের কথায় তা এখনই আমাদের কোমল হৃদয়ে প্রশ্নের অবতারণা শুরু করে দিল ।

আমাদের দলের সবাই তার এরূপ জাতীয়তাবোধের জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ করলাম এবং প্রয়োজনীয় অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে সবকিছু দেখতে থাকলাম ।

পরবর্তী ঘটনা ১৯৬৯ সালে । ১৯৬৭ সালে শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরও কয়েকজনকে জড়িয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজালো । এই মামলায় সরকারিভাবে অভিযোগ আনল যে, শেখ মুজিব ও অন্যরা ভারতের সাথে গোপনে আঁতাত করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মারাত্মক ক্ষতি করতে চায় । শেখ মুজিবকেই দেশদ্রোহী মামলা দিয়ে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝোলানো ছিল পশ্চিমাদের উদ্দেশ্য । এ সময় ভারতের সাথে পাকিস্তানের কূটনৈতিক যোগাযোগ খুবই নাজুক অবস্থায় চলে যায় । পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানের রেডিও এবং টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) আমাদের সাংস্কৃতিক বিকাশের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র
The Student Teacher Center (TSC) of Dhaka University is the nucleus of our cultural development

But most of our income comes from the export of goods produced in East Bengal. On the other hand, foreign aid is for the whole country. After enriching their existing cities, they are now planning to make Islamabad the new capital city. We looked around and saw that government-initiated development work was going on almost everywhere.' The thing that we used to look later in our old age, it started raising questions in our tender hearts by the words of Sheikh Mujib.

Everyone in the group was grateful to him for his sense of nationalism and was waiting for everything with the necessary inquisitive eyes.

In 1967, Pakistani President Ayub Khan filed a conspiracy case in Agartala involving Sheikh Mujibur Rahman and a few others. The case officially alleged that Sheikh Mujib and others secretly colluded with India to inflict serious damage on the state of Pakistan. The West intended to hang Sheikh Mujib with a sedition case. At that time, Pakistan's diplomatic relations with India became very fragile. The Pakistani government stopped broadcasting Rabindranath Tagore's songs and poems on Pakistani radio and television. The name 'Rabindranath Tagore' could not be mentioned by any campaign. Then some teachers, intellectuals and cultural activists of Dhaka University protested against this decision of the government of Pakistan. In this situation, a class of hardline pro-Pakistan teachers and cultural activists were persuaded by the government to welcome the ban on Rabindra Sangeet. The days were passing through very political tensions. In the meantime, as a

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ বাঙলার প্রতিবাদী শিল্পীরা নেমেছিলেন রাজপথে
Bengali artists took to the streets on March 17, 1971, led by Shilpacharya Zainul Abedin and poet Sufia Kamal.

গান ও কবিতা পরিবেশন বন্ধ করে দেয়। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামটিও কোনো প্রচারযন্ত্র উল্লেখ করতে পারত না। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মী পাকিস্তান সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান। এমতাবস্থায় একশ্রেণির কট্টর পাকিস্তানপন্থি শিক্ষক ও সংস্কৃতিকর্মী সরকার কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে রবীন্দ্রসংগীতের নিষেধাজ্ঞাকে স্বাগত জানান। তাদের

result of the united movement of the students and people of East Bengal, the government of Pakistan did not dare to hang Sheikh Mujib. One of the slogans of the united movement was - 'We will break the lock of the jail, we will bring Sheikh Mujib'. Thus, on 22 February 1969, the government of Pakistan was forced to release Sheikh Mujib by dismissing all kinds of treason cases. On

মধ্যে সরকারি প্রচারযন্ত্রের প্রায় ৪০ জন নিয়মিত-অনিয়মিত শিল্পীও ছিলেন। খুবই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে দিনগুলো কাটছিল। ইতোমধ্যে পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেওয়ার সাহস করেনি। ঐক্যবদ্ধ অন্দোলনের একটি অন্যতম স্লোগান ছিল- 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো'। এভাবে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সব ধরনের দেশদ্রোহী মামলা খারিজ করে দিয়ে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়। জেল থেকে বের হয়ে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল সভায় ভাষণ দানের প্রাক্কালে জনতার পক্ষ থেকে তৎকালীন ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' আখ্যায়িত করেন। তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনা ও সংগ্রামী ভূমিকার কারণেই সত্যিকার অর্থে তখন টুঙ্গিপাড়ার শেখ মুজিবুর রহমান সারা পূর্ববাংলার আপামর জনতার বন্ধুতে পরিণত হয়ে ওঠেন। সেদিন থেকেই তাঁর রূপক নাম হয়ে যায় 'বঙ্গবন্ধু'। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের গণজোয়ার সৃষ্টি হলে রবীন্দ্রসংগীতের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেওয়া সাংস্কৃতিক জোটের সদস্যরা বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য এক সংবর্ধনা-সভার আয়োজন করে। বঙ্গবন্ধু ওই সভায় যাবেন বলে সম্মতি দিয়েছেন। এতে বঙ্গবন্ধুর দুর্দিনের রবীন্দ্রসারথিরা বঙ্গবন্ধুর ওপর অভিমানী হয়ে পড়ে। তখন আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বাংলা বিভাগের ছাত্রী। তাকে ডেকে বললাম, আমাকে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করার সুযোগ করে দিন। তিনি আমাকে বিকেলে খবর দিলেন আগামীকাল দুপুরে একজন ছাত্র নেতা এসে আপনাকে বঙ্গবন্ধুর কাছে নিয়ে যাবেন। সময় মতো তাই হলো। আমি ফাইল হাতে বঙ্গবন্ধুর সামনে হাজির হতেই তিনি আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'অধ্যাপক সাহেব কী মনে করে আমাকে স্মরণ করেছেন।' উল্লেখ্য, এর আগের দেখায় তিনি আমাকে 'তুমি' করে বলতেন,

the eve of his release from jail and addressing a large gathering at the historic Suhrawardy Udyan, the then DUCSU VP Tofail Ahmed declared Sheikh Mujibur Rahman as 'Bangabandhu'. When the flow of Bangabandhu's freedom and the freedom movement of Bengali nation rose, the members of the cultural alliance who had made statements against the song's of Rabindranath arranged a reception for Bangabandhu. Bangabandhu agreed to attend the meeting. As a result, this attitude of Bangabandhu made hurt the Rabindranath fellows. That time, today's Prime Minister Sheikh Hasina was a student of our Bangla Department at Dhaka University. I called and asked her to give me a chance to meet Bangabandhu. She informed me in the afternoon. One student leader will come and take you to Bangabandhu. It happened in time. As soon as I appeared before Bangabandhu with file in hand, he welcomed me and said, 'Mr. Professor, what is the reason for coming?' It is noted that previously he addressed me 'tum-ee' this time, perhaps for teaching profession, he addressed me 'up-nee' or with an honored word 'you'. Due to his nationalist spirit and militant role, Sheikh Mujibur Rahman of Tungipara became a true friend of the people of East Bengal.

I showed him the papers in my hand and told him that the cultural alliance that had invited you, whom you would also respond their call, welcomed decision of Pakistan's not to play Rabindra Song's on radio and TV. Today, by noticing the flow favor of you and Rabindra

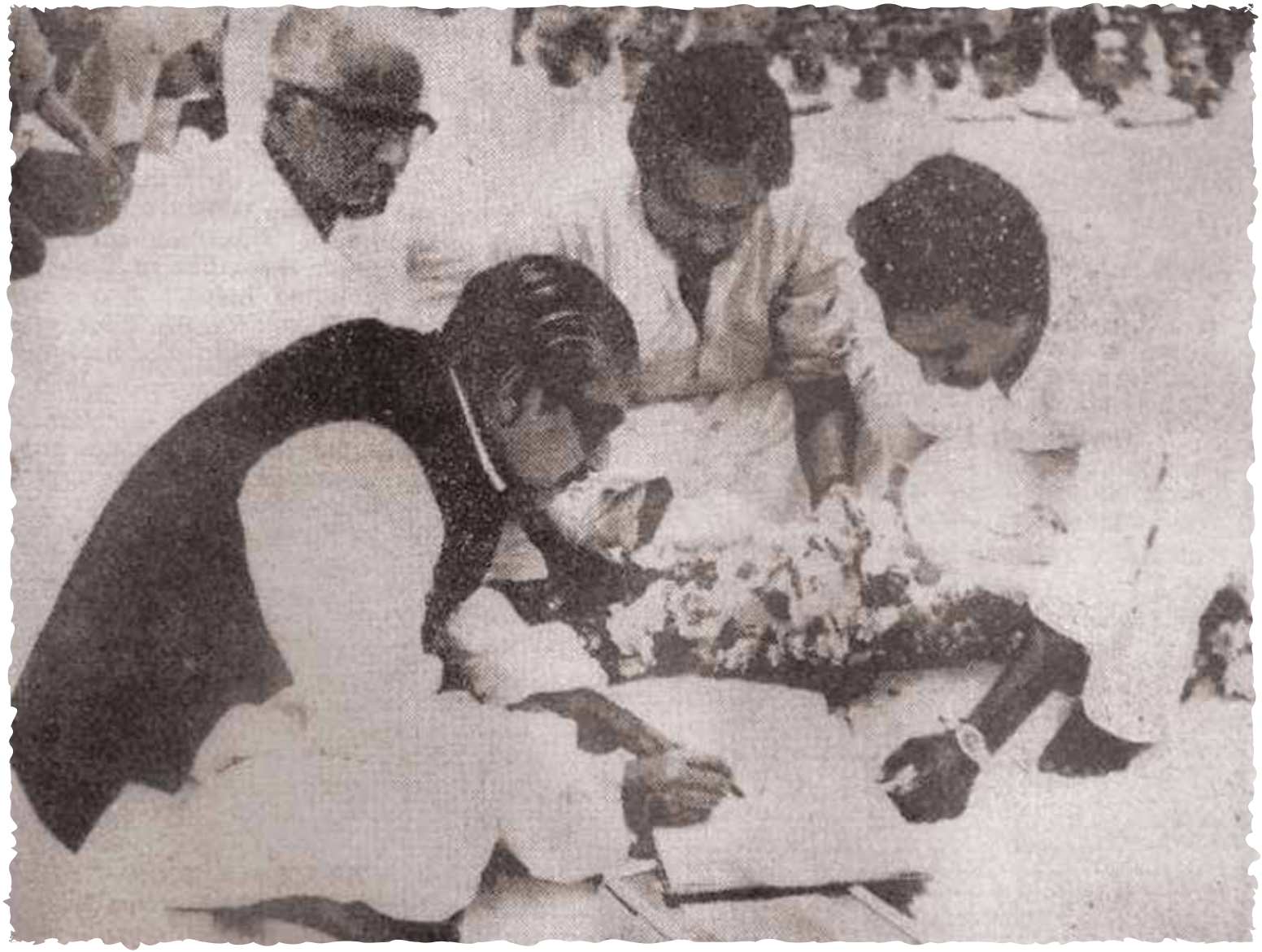

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডাকসু'র আজীবন সদস্য পদ গ্রহণ করেন ১৯৭২ সালের ৬ মে
Bangabandhu signing the lifetime membership form of DUCSU at Dhaka University on May 6, 1972

এবার হয়তো-বা শিক্ষক বিধায় 'আপনি' সম্বোধন করলেন।

আমি তাকে আমার হাতের কাগজপত্র দেখিয়ে বললাম, যে সাংস্কৃতিক জোট আপনাকে দাওয়াত দিয়েছে, আপনিও যাদের ডাকে যাবেন বলেছেন, তারা রেডিও টিভিতে রবীন্দ্রসংগীত না বাজানোর পাকিস্তানি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিল। আজ আপনার এবং রবীন্দ্রনাথের পক্ষের গণজোয়ার দেখে তারা রবীন্দ্রসংগীতের পক্ষের গ্রুপকে বাদ দিয়ে আপনাকে আগ বাড়িয়ে নিচ্ছে; সুতরাং তা হতে পারে না। আপনি সেখানে যেতে পারেন না। বঙ্গবন্ধু আমার কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ নিজের ওষ্ঠ কামড়িয়ে নীরবে সময় কাটান। তারপর আমাকে বললেন, 'প্রফেসর সাহেব, আমি তাদের মিটিংয়ে যাব এবং আপনিও আমার সাথে থাকবেন। দেখবেন ওখানে কী কাণ্ডটা ঘটে।'

বঙ্গবন্ধু তাদের মিটিংয়ে গেলেন, আমিও গিয়ে সবার পেছনের দিকে আসন নিলাম। সমাগত শিল্পী-সাহিত্যিকরা বঙ্গবন্ধুর স্তুতি গেয়েই যাচ্ছেন, আর এর মধ্যে অহরহ রবীন্দ্র রচনা বা কবিতার উদ্ধৃতি ছিল তাদের উষ্ণকণ্ঠে। বঙ্গবন্ধু এতক্ষণ নীরবে শুনলেন, ম্লান বদনেও নয়, উচ্ছ্বসিতও নয়। এবার তিনি বক্তৃতা দিতে উঠলেন, কিছু কথা বললেন। তারপর আমার দেওয়া ফাইলটি হাতে নিয়ে সবার উদ্দেশে বললেন, 'পাকিস্তান সরকার যখন রবীন্দ্রসংগীতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, তখন কারা এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে বিবৃতি দিয়েছিল আর কারা এই হীন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিল, সেসব সংবাদের কাটিং আমার কাছে আছে। কথায় আছে হাওয়া বদলালে মানুষ বদলায়। তবে এই বদলানোতে তাদের পরিশুদ্ধিটাও যেন আসে, তখনই জাতি উপকৃত হবে।' তাঁর এ কথা শুনে আয়োজকরা সবাই হতচকিত হয়ে ওঠেন। বঙ্গবন্ধু আবার বললেন, "আমি সবাইকে এক কাতারে দাঁড়িয়ে কাজ করতে বলব। তবে আপনাদের প্রতি আমার একটা শর্ত আছে। আপনারা আমাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটা একটু শোনান।"

group, they are pushing you in the front line excluding the Rabindra fellows. So it can't happen. You can't go there. Bangabandhu listened to me and bit his lips for a while. Then he said to me, 'Mr.Professor, I will go to their meeting and you will also remain with me. You will see, what happens there.'

Bangabandhu went to the meeting of the cultural team. I also went and took a seat behind everyone. All the artists and writers were singing and praising Bangabandhu, and in between they were always quoting Rabindra Rachna or poems in their warm voices. Bangabandhu listened in silence for so long, neither with a pale face nor with exuberance. This time he got up to give a speech, said something. Then he took the file in his hand and said to everyone, 'When the government of Pakistan imposed a ban on Rabindra Sangeet, I had a cutting of the news who made the statement in protest and welcomed this heinous decision. There is a saying that when the wind changes, people change. But the nation will get benefit only if their purity comes in this change. The organizers were all shocked to hear from him. Bangabandhu again said, "I will tell everyone to stand in a line and work. But I have a condition for you. You listen to Rabindranath Tagore's song 'Amar Sonar Bangla, I love you'." None of the organizers knew this song or poem since. Then the song was played to Bangabandhu by Ajay Roy and another person.

The third and last meeting was in 1972 after Bangladesh

এই গান বা কবিতা যেহেতু আয়োজকদের কেউ জানেন না। তখন এদিক ওদিক চেয়ে শেষে অজয় রায় এবং আরেকজনকে দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে গানটি শোনানো হয়।

তৃতীয় এবং শেষ ঘটনাটি ছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে। সমস্যা জর্জরিত সদ্য স্বাধীন দেশের সরকার চালাতে গিয়ে প্রধান কর্তা হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে তখন প্রতিমুহূর্তে অনেক অবাঞ্ছিত সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছিল। ঠিক সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানালেন, তারা বছরব্যাপী আন্দোলন ও যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। তাদের ঘরবাড়ি, পরিবার-পরিজন বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় তারা পরীক্ষা দিতে পারবেন না। এ বছর পরীক্ষা ছাড়াই তাদের প্রমোশন বা পরীক্ষা পাস করিয়ে দিতে হবে। বিষয়টা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভা চলছিল এবং সেই সভায় ছাত্রদের এই দাবি মানা হয়নি। এতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। সভাকক্ষের দরজা বাইরে থেকে আটকে দেওয়া হয় এবং ভবনের কলাপসিবল গেটও বন্ধ করে দেওয়া হলো। উপাচার্যসহ ঊর্ধ্বতন শিক্ষকরা সবাই সেখানে আটকা পড়েন। বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়ায় কক্ষের অভ্যন্তরে সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাইরে যারা আছেন তাদের কেউ বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সম্মুখে হাজির হচ্ছেন না। আমি একজন সহকর্মীসহ দৌড়ে গণভবনে পৌঁছালাম। তখন বঙ্গবন্ধুর সম্মুখে হাজির হওয়া কঠিন ছিল না। যদিও তিনি সবসময় মানুষ পরিবেষ্টিত থাকতেন। আমার বিমর্ষ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, 'কি অধ্যাপক সাহেব, কোনো অঘটন ঘটেছে?' আমি বুঝতে পারলাম এখানে ছাত্রদের গোপন প্রতিনিধি থাকায় বঙ্গবন্ধুকে কেউ সাহস করে বিশ্ববিদ্যালয়ের খবরটা জানায়নি। সমস্ত ঘটনা তাকে খুলে বলার পর তিনি বললেন, 'আমি কাউকে পাঠাই।' আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, 'বঙ্গবন্ধু' ছাড়া কাউকে দিয়েই এই সংকটের নিরসন হবে না। বিনয়ের সহিত বলছি আপনাকে এক্ষুনি যেতে হবে। অন্যথায় ঘটনা

became independent. As the head of the newly independent country plagued by problems, Bangabandhu had to deal with many unwanted problems at every moment. At the same time, the students of Dhaka University demanded from the authorities that they were engaged in agitation and war throughout the year. Their homes and families have been destroyed. In this case, they cannot appear exam. That time, they will have to pass or promote without examination. A meeting of the Academic Council of the University was going on and the students did not accept this demand. The students were outraged by this. The doors of the meeting room were locked from the outside and the collapsible gate of the building was also closed. All the senior teachers including the vice chancellor were trapped there. None of those from inside were appearing in front of the agitated students. I ran to Ganobhaban with a colleague. It was not difficult for me to appear before Bangabandhu, though he was always surrounded by people. Seeing my sadness, Bangabandhu said, 'What happened, Professor?' After telling him all the facts, Bangabandhu ensured me for a solution. Hearing all from me, Bangabandhu took two of us and a total of six people including Mr. Tajuddin in his car and rushed to the university. He immediately broke down the collapsible gate and went inside the building and pushed himself to open the door of the room. Bangabandhu ensured the security of the respected teachers and said, 'Forgive me; I am the one who apologizes to you for this

আরও জটিল হয়ে যেতে পারে। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে দিবালোকে ছাত্রদের এই অঘটনের মধ্যে গিয়ে হাজির হবো?' আমি আবার বললাম, 'এর বিকল্প খুঁজে পাচ্ছি না।' এ কথা শুনে তিনি আমাদের দু'জনকে এবং তাজউদ্দীন সাহেবসহ মোট ছয়জনকে তাঁর গাড়িতে নিয়ে চাপাচাপি করে বসে ছুটলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি কলাপসিবল গেট ভাঙালেন এবং ভবনের ভেতরে গিয়ে নিজে ধাক্কা দিয়ে কক্ষের দরজা খুললেন। সম্মানিত শিক্ষকগণকে উদ্ধার করে তিনি হাত জোড় করে বললেন, 'আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন, ছাত্রদের এই অঘটনের জন্য আমিই আপনাদের নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। আপনারা নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে চলুন। আমিই এ সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা নিচ্ছি।' এই বলে তিনি দ্রুত ফিরে গেলেন। এই ঘটনার পর আপাদমস্তক জাতীয়তাবাদী চেতনায় পরিপুষ্ট এই মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সাথে আর আমার সাক্ষাৎ হয়নি।

mishap of the students. You go back to your respective positions. I am taking steps to solve this problem.' Saying this, he hurriedly went back. After this incident, I could not meet Bangabandhu-a great leader and father of the nation, who was full of nationalist spirit.

হবে হবে প্রভাত হবে
আঁধার যাবে কেটে

অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

Surely the dawn shall come shall fade away the darkness

Professor AAMS Arefin Siddique
Former Vice Chancellor, Dhaka University
Chairman of the Board of Directors,
Bangladesh News Agency (BSS)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত গ্রন্থাবলি আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস
The books written by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman are our source of inspiration.

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিকথা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি পাঠ করলে ২৮৮ পৃষ্ঠার এই বইয়ের প্রতিটি ছত্র আমাদের অনুপ্রাণিত করে, উৎসাহিত করে, উদ্দীপ্ত করে। পাকিস্তানের সেই ঔপনিবেশিক আমলের বাঙালি বিদ্বেষ ও বাঙালি জাতিকে পদাবনত করে রাখার সকল অপকৌশল ও ষড়যন্ত্র বঙ্গবন্ধু যে নৈপুণ্যের সাথে লিখে গেছেন তা পাঠ করলে চোখে পানি ধরে রাখা অসম্ভব। আবার একই সাথে বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী ও প্রাঞ্জল

Whenever we read the memoir of 288 pages, Oshomapto Attojiboni (The Unfinished Memoirs) by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, every line of it inspires us, encourages us, enlightens us. Bangabandhu has written with his great skill about the adversity of Pakistan towards Bengali in the colonial period, the impolicy and conspiracy to keep Bengali nation submissive, it is impossible to hold the tears whenever

বর্ণনার কারণে পাঠক হয়ে উঠে সঞ্জীবিত ও দৃঢ়চিত্ত। আমাদের জাতীয় সংগীত রচয়িতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১১০ বৎসর পূর্বে রচিত কবিতার পঙক্তি 'হবে হবে প্রভাত হবে/আঁধার যাবে কেটে' বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শনের যথাযথ প্রতিফলন। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে নয়া দিল্লীতে যাত্রা বিরতির সময় ভারতীয় সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে, বাংলাদেশ আজ থেকে আলোর পথে যাত্রা শুরু করেছে।

বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' স্মৃতিগ্রন্থ আমাদের নতুন প্রজন্মকে পরিণতমনস্ক ও আলোকিত প্রজন্মে রূপান্তর করবে বলে আমি মনে করি। গ্রন্থটি সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্যপাঠ্য হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীকে আমি তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ কেন বলছি তার অনেকগুলো কারণ আছে। এই অনেকগুলো কারণকে প্রধান দুটি কারণের মধ্যেও আবার সুশৃংঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করা সম্ভব। এর প্রথমটি হলো, এ গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠার ইতিহাসটি যত প্রাণবন্ত ও সুস্পষ্টভাবে পাই তা আর কোনো বইয়ে পাই না। আর তা সম্ভবও নয়, কারণ স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর স্বহস্তে দিনলিপি এই গ্রন্থের উৎস।

১৯৩৯ সালে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে যোগদান থেকে ১৯৫৫ তে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হওয়া পর্যন্ত ১৭ বছরের একটি নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণনা এ গ্রন্থে আছে। গোপালগঞ্জের মতো একটি মহকুমা শহরে ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ নেতা-কর্মী থেকে তিনি এ সময়পর্বে হয়ে উঠলেন এক জাতীয় নেতা এবং এর পরবর্তী ১৬ বছরে তিনি একটি জাতির মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্বদানের মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতির অবিসংবাদিত নেতা পরিণামে জাতির জনক হিসেবে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। কোন গুণে কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর এই উল্কাসম উত্থান বা অধিষ্ঠান তার ব্যাখ্যা এবং চিত্র আমরা

we read it. On the other side, readers get revived and determined for the miraculous and clear description of Bangabandhu. The lines of the poem "Down shall be there Darkness shall recede", composed 110 years ago, by our national anthem composer, Rabindranath Tagore, the master of poet, is an appropriate reflection of Bangabandhu's philosophy of life. After achieving victory in the liberation war, at the time of coming back to Bangladesh on 10 January 1972, he said to the journalists that Bangladesh its started journey towards the way of light.

I believe that the memoir book, Osomapto Attojiboni (The Unfinished Memoirs) by Bangabandhu will convert our new generation into mature-mindset and enlightened. I am claiming to keep in consideration that this book needs to get included in every level of studies. I am suggesting this book as a must-read for young generation because there are some special reasons. Among all reasons, we can classify those into two major reasons. Firstly, no other book has such realistic and clear history about how Bangabandhu has become great politician. In fact it is not even possible as the daily diary in Bangabandhu's own handwriting, is the main source of this book.

An uninterrupted story of 17 years from the joining in Muslim League in 1939 to becoming the general secretary of Awami League in 1955, is stated here. As the time cycle, a small subdivision like Gopalganj, from an active worker-leader of Chatra League and Muslim League, gradually, he has become a national leader. For which specialty, which quality, what is the reason for his meteoric rising, we get all the explanations and portraits in these past 17 years' history. This self-explanation of

এই ১৭ বছরের ইতিহাসের মধ্যে পাই। স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর এ বর্ণনা আমাদের ইতিহাসের স্বর্ণখনি।

দ্বিতীয় কারণটি সম্পর্কে যদি সংক্ষিপ্তভাবে বলি তা হলো, এ বইটি শুধু তাঁর ব্যক্তিজীবন বা ব্যক্তির রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস হিসেবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, ওই ১৭ বছরের কালপর্বের সমগ্র বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসেরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ দলিল হয়ে উঠেছে। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ এই কালপর্বটি শুধু বাংলার নয় সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসেও গুরুত্বপূর্ণ সময়। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ভারতের একটি পশ্চাৎপদ অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপন ও ৮ বছর ধরে সেই দাবি বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম আন্দোলন শেষে ১৯৪৭ সালে তা আদায়কৃত রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিদের অগণতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রমূলক আচরণের বিরুদ্ধে আরেক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে আরেক বাস্তবতার মুখোমুখি আমরা হই। বঙ্গবন্ধু এই পুরো রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যমণি হয়ে এর কেন্দ্রে অবস্থান করায় তাঁর আত্মজীবনী সূত্রে আমরা এ কালের রাজনীতির একটি প্রকৃত ব্যাখ্যাসংবলিত স্বচ্ছচিত্র এখানে পাই। এ দুই প্রধান কারণের বিস্তৃত বিশ্লেষণে অগ্রসর হলে আমরা এ গ্রন্থের তাৎপর্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারব।

বঙ্গবন্ধুর জীবন বৈশিষ্ট্যের যে দিকটা আমাদের প্রথমেই আকৃষ্ট করে তা হলো, দরিদ্র মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা। স্কুলজীবনে একজন আদর্শ শিক্ষকের এমন সেবাকার্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রমশ তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেন এবং একটি নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর মুক্তির সংগ্রামে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এই সূত্রেই তাঁর মনে যে দেশপ্রেম অঙ্কুরিত হয় তাঁর জীবনের সকল স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষাসহ সমগ্র জীবনাদর্শেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে স্মরণীয় বঙ্গবন্ধুর দুটি উক্তি। এর একটি তিনি করেছেন ১৯৪৯ সালের জুনে আওয়ামী লীগ গঠনের পরপর;

Bangabandhu is a golden repository of our history.

To summarize the second reason, this book is not only important as the history of his personal life or the political life of the individual but also has become a significant document of the political history of the whole of Bengal during those 17 years. This period from 1940 to 1947 is an important period not only in the political history of Bengal but also of the whole of India. After the movement for the implementation of the demand for a separate state for a backward and neglected people of India at the Lahore session of the Muslim League in 1940 and for the implementation of that demand for six years, in 1946 it turned into another bombardment. Since Bangabandhu was at the center of this whole political event, we find here in his autobiography a realistic explanation of the politics of this period. If we proceed with a comprehensive analysis of these two main reasons, we will be able to understand deeply the significance of this book.

The first aspect of Bangabandhu's life that attracts us is to dedicate oneself to the service of the poor. In school life, he gradually became active in politics and became fully involved in the struggle for the liberation of oppressed people. In this context, the patriotism that germinates in his mind becomes an integral part of his entire philosophy of life, including all his dreams and aspirations. In this case, two statements of Bangabandhu are memorable. One of these he did after the formation of the Awami League in June 1949; when his father found out that he was no longer interested in studying law when he went home after his release, his father offered him the option of going to England and completing bar at law. “Bangandhu's realization at that

কারামুক্তির পরে বাড়ি গেলে তাঁর বাবা যখন জানতে পারেন তিনি আর আইনশাস্ত্র অধ্যয়নে আগ্রহী নন তখন তাঁকে বিলেতে গিয়ে বার এট ল' করার বিকল্প প্রস্তাব দিলে বঙ্গবন্ধু বলেন 'এখন বিলেতে গিয়ে কি হবে, অর্থ উপার্জন আমি করতে পারব না।' বঙ্গবন্ধুর তখনকার উপলব্ধি: আমার ভীষণ জেদ হয়েছে মুসলিম লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে। যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলাম, এখন দেখি তার উল্টা হয়েছে। এর একটা পরিবর্তন দরকার। জনগণ আমাদের জানত এবং আমাদের কাছেই প্রশ্ন করত। স্বাধীন হয়েছে দেশ, তবু মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর হবে না কেন? (পৃ. ১২৫-২৬)। মানুষের অর্থাৎ দেশবাসীর দুঃখ-কষ্ট লাঘবের কথা ভেবেই তিনি ব্যক্তিগত সুখ-স্বার্থের বিষয়টি জলাঞ্জলি দেন। দ্বিতীয় উক্তিতে তারই প্রতিফলন। কয়েকদিনের জন্য বাড়ি গিয়েছিলেন, তখন পুত্র-কন্যার সান্নিধ্যে সংসারের প্রতি মায়া অনুভব করেছিলেন, তাই তা ছিন্ন করার যুক্তি: 'ছেলেমেয়েদের জন্য যেন একটু মায়া হয়ে উঠেছিল। ওদের ছেড়ে যেতে মন চায় না, তবু ও তো যেতে হবে। দেশ সেবায় নেমেছি, দয়া মায়া করে লাভ কি? দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসলে ত্যাগ তো করতেই হবে এবং সে ত্যাগ চরম ত্যাগও হতে পারে।' (পৃ. ১৬৪)।

শুরুতেই তাঁর আরেকটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো, যত বাঁধাই আসুক যে কোনো মূল্যে ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান করা। প্রবল প্রতিপক্ষের সম্মুখ থেকেও ন্যায়সংগত লড়াইয়ে পিছু না-হটাই ছিল তাঁর একান্ত বৈশিষ্ট্য। সত্য উচ্চারণে তিনি সবসময়ই ছিলেন নির্দ্বিধ, অকুতোভয়। হোক তিনি দলের নেতা কিংবা দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রভূত ক্ষমতাবান ব্যক্তি-তার সামনে, মুখের ওপর ন্যায়সঙ্গত কথা বলতে তিনি কখনো ভীত হননি, সংকোচবোধ করেননি। জেল-জুলুম-নির্যাতন কোনো কিছুকেই পরোয়া করেননি, এমনকি ভয় করেননি মৃত্যুকেও। ফলে তিনি দেশবাসীর কল্যাণের প্রশ্নে হতে

time: I was very stubborn against the Muslim League leaders. The dream of Pakistan that I dreamed of, now I see it has been reversed. It needs a change. People knew us and asked us questions. The country has become independent, but why will not the suffering of the people be removed?" (p. 125-26). It is about alleviating the suffering of the people, that is, the countrymen, thinking about it, he ignores the issue of personal happiness and self-sufficiency. His reflection in the second statement. When he went home for a few days, he felt love for the world in the company of his son and daughter, so the reason for severing it was: "It was like a little love for the children. I don't want to leave them, but I have to go. I have joined the service of the country, what is the benefit of kindness? If one loves his country and the people, he must give up, and that sacrifice can be the ultimate sacrifice." (p. 164).

In the beginning, another characteristic of Bangabandhu became clear, that is, to stand up for justice at any cost, no matter what the obstacles. Not retreating in a fair fight even in the face of a strong opponent - that was his only feature. He was always fearless, fearless in speaking the truth. Neither the leader of the party nor the president of the country or a person of great power - in front of him, he has never been afraid to speak fairly. Prison - Torture he never cared about anything, not even death. As a result, he was uncompromising in the question of the welfare of the people. He left his home, came to Calcutta to protest Suhrawardy's contemptuous remarks, risked his life to save people of both Muslim and Hindu communities in the riots of 1946, took a firm stand against riots in both Kolkata and later Dhaka and played

পেরেছিলেন এমন আপোসহীন। কলকাতায় সোহরাওয়ার্দীর অবজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্যের প্রতিবাদ করে তার বাড়ি থেকে চলে এসেছেন, ছেচল্লিশের দাঙ্গায় মুসলিম-হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে রক্ষার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন, কলকাতা ও পরবর্তীকালে ঢাকা উভয় স্থানে দাঙ্গার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন, আদমজিতে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গারোধেও পালন করেছেন সাহসী ভূমিকা,

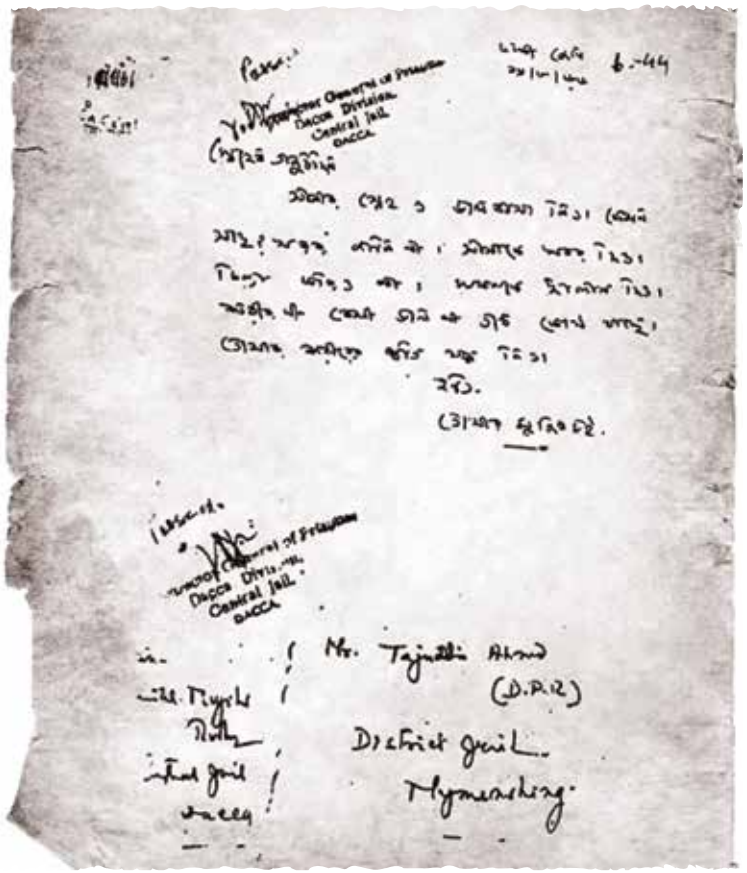

কারাগারে থেকেও বঙ্গবন্ধু নিয়মিত চিঠি লিখে যোগাযোগ রেখেছেন তাঁর সহযোদ্ধাদের সঙ্গে
Bangabandhu kept in touch with his comrades even from jail through letter writing regularly.

a role in the Bengali-non-Bengali riots in Adamjee. He has respected Sher-e-bangla- Suhrawardy - Bhasani all three and once again criticized them directly when they made a mistake or went against the interests of the people, he did not hesitate to protest their injustice on the faces of Pakistan's Union Prime Minister Khaja Nazimuddin and Muhammad Ali. All these are an integral part of his fearless, truthful and humane lifestyle. We can get acquainted with these imitable scenes of his character from the events narrated in this book.

All the important political events of this country have progressed with his life. He became active in politics in 1939, and the following year passed the historic Lahore Session. From 1947 onwards, he lived in an important city, Calcutta and he was a close disciple of the leaders like Suhrawardy and was an active witness in the history of the country. He has seen the Second World War, the Manantar (great famine) of the forty-three, the riots of the forty-six and the historical changes of the forty-seven. Some of Bangabandhu's statements are noteworthy here.

1. 1941; Then I started politics seriously. Meetings, lectures. No eye on the game. Only Muslim League and Chatra League. Pakistan must be brought, otherwise, there is no way for Muslims to survive. What the newspaper "Azad" writes seems to be true. (p.15)
2. 1943: “From this time onwards, two factions within the Muslim League clashed. A progressive party, and a reactionary one. Under the leadership of Mr. Shaheed Suhrawardy, we, the middle-class people of Bengal, want to turn the Muslim League into a

শেরেবাংলা- সোহরাওয়ার্দী-ভাসানী তিনজনকেই তিনি শ্রদ্ধা করেছেন আবার তাঁরা যখন ভুল করেছেন কিংবা জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেছেন তখন সরাসরি তার সমালোচনা করেছেন, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ও মোহাম্মদ আলীর মুখের উপর তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেননি। এসবই তাঁর নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ, মানবকল্যাণমুখী জীবনাচারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গ্রন্থে বিধৃত ঘটনাবলি থেকে আমরা তাঁর চরিত্রের এসব অনুকরণীয় দৃষ্টান্তের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি।

people's league, an institution of the people." (p.17)

The fact that on one hand the aristocracy of the zamindars, jotdars and Khan Bahadur Nawab, on the other hand, the middle class - the non-elite group of the poor - all of them were united under the banner of the Muslim League. This division became clear on the question of partition of Bengal in 1947 and when it took two prominent forms in the post-1947 period, the latter rejected the upper class and took initiative to transform

রাজনীতিতে মত ও পথের ভিন্নতা থাকতেই পারে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু ভিন্ন মত ও পথের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাননি। মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু এক আন্তরিক মুহূর্তে

There might have differences of opinion and path in politics, but Bangabandhu did not show disrespect towards different views and paths. Maulana Bhashani and Bangabandhu in a cordial moment

তাঁর জীবনপ্রবাহের সঙ্গে সমান্তরালভাবেই অগ্রসর হয়েছে এদেশের গুরুত্বপূর্ণ সব রাজনৈতিক ঘটনাধারা। ১৯৩৯ সালে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হলেন আর তার পরের বছরই পাশ হলো ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব। তারপর ১৯৪৭ পর্যন্ত কলকাতার মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরে অবস্থান করে সোহরাওয়ার্দীর মতো নেতাদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে একটানা ছাত্র ও জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় থেকে একালের

the party into a real party of the people and formed the People's (Awami) Party.

Bangabandhu was aware of this class struggle of the party since 1943. The identity of this awareness is present in the book. Another thing to remember here is that reading this book destroys many conventional 'true' ideas about the political events of that time. For

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মতোই অনেক অন্যায্য নিপীড়নের মুখোমুখি হয়েছেন বঙ্গবন্ধু, কিন্তু অন্যায়-অনিয়মকে পরাজিত করেই বরাবর বিজয়ীর হাসিতে উদ্ভাসিত তিনি
Bangabandhu faced many injust persecutions like the Agartala conspiracy case, but after defeating injustice, he always exposed in the winner's smile.

ইতিহাসের ভাঙাগড়ার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হয়ে রইলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন, দেখেছেন তেতাল্লিশের সম্বন্তর, ছেচল্লিশের দাঙ্গা আর সাতচল্লিশের ঐতিহাসিক পরিবর্তন। বঙ্গবন্ধুর কয়েকটি উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য:

১. ১৯৪১: 'তখন রাজনীতি শুরু করেছি ভীষণভাবে। সভা করি, বক্তৃতা করি। খেলার দিকে নজর নাই। শুধু মুসলিম লীগ, আর ছাত্রলীগ। পাকিস্তান আনতেই হবে, নতুবা মুসলমানদের বাঁচার উপায় নাই। খবরের কাগজ "আজাদ" যা লেখে তাই সত্য বলে মনে হয়।' (পৃ. ১)

২. ১৯৪৩: 'এই সময় থেকে মুসলিম লীগের মধ্যে দুইটা দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একটা প্রগতিবাদী দল, আর একটা প্রতিক্রিয়াশীল। শহীদ (সোহরাওয়ার্দী) সাহেবের নেতৃত্বে আমরা বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা মুসলিম লীগকে জনগণের লীগে পরিণত করতে চাই, জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চাই।' (পৃ. ১৭)

এই যে একদিকে জমিদার, জোতদার আর খান বাহাদুর নবাবদের অভিজাত শ্রেণি, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত-দরিদ্রদের অনভিজাত গোষ্ঠী - এদের সকলেই তখন মুসলিম লীগের পতাকাতলে পারস্পরিক শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব নিয়েই ঐক্যবদ্ধ। ১৯৪৭ এ বাংলা ভাগের প্রশ্নে এই বিভেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং '৪৭ উত্তরকালে দ্বন্দ্বটি প্রকট আকার ধারণ করলে শেষোক্ত অংশ উচ্চবর্গকে প্রত্যাখ্যান করে দলকে জনগণের প্রকৃত দলে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেয় এবং জনগণের (আওয়ামী) দল গঠন করে।

বঙ্গবন্ধু ১৯৪৩ সাল থেকে দলের এই শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এই সচেতনতার পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থে বর্তমান। আরেকটি কথা এখানে স্মরণীয় যে, এ গ্রন্থ পড়তে পড়তে ওই কালের রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে অনেক প্রচলিত 'সত্য' ধারণা বরবাদ হয়ে

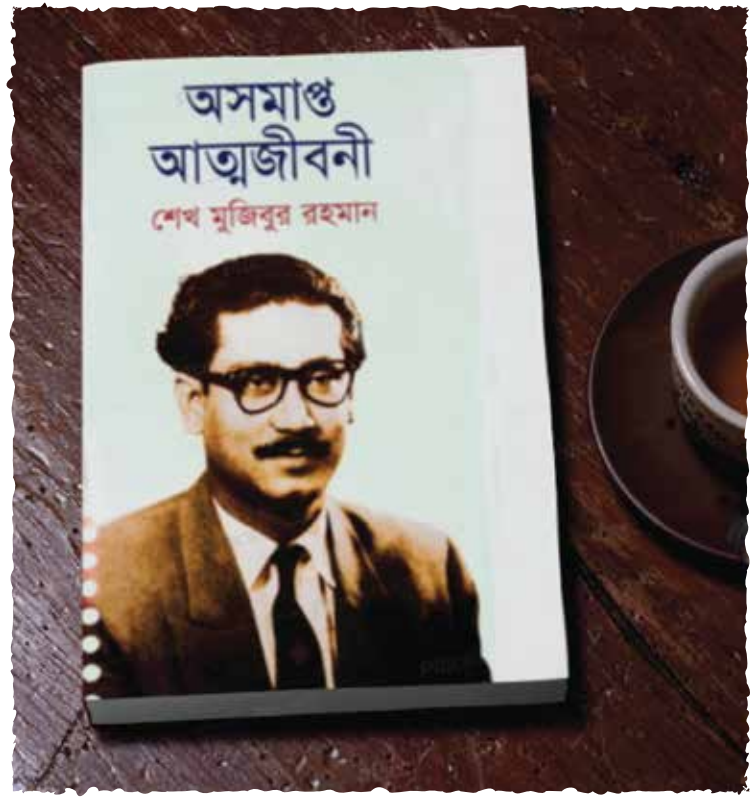

বঙ্গবন্ধুর রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' আমাদের সবার জীবনের অবশ্য পাঠ্য
"Unfinished Memoirs", written by Bangabandhu, is a must read in the life of all of us.

example, the idea of the riots of 46. The Muslim League is mainly blamed for this. But the account we get from Bangabandhu as an eyewitness reveals a different truth. Bangabandhu's Commentary: "Leaders of the Congress and the Hindu Mahasabha began to make statements that this 'day of direct struggle' had been declared against them. Some of the leaders of the 'Forward Block' came to the office of the Muslim League after hearing our speeches and statements and urged us to observe this day as a complete Hindu-Muslim unity. We

যায়। যেমন, ছেচল্লিশের দাঙ্গা সম্পর্কিত ধারণা। মুসলিম লীগকেই মূলত এজন্য দায়ী করা হয়। অথচ প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে যে বিবরণ আমরা পাই তা ভিন্ন সত্য উদঘাটন করে। বঙ্গবন্ধুর ভাষ্য: 'কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতারা এই 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' তাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করা হয়েছে বলে বিবৃতি দিতে শুরু করলেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের কিছু নেতা আমাদের বক্তৃতা ও বিবৃতি শুনে মুসলিম লীগ অফিসে এলেন এবং এই দিনটা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হিন্দু মুসলমান এক হয়ে পালন করা যায় তার প্রস্তাব দিলেন। আমরা রাজি হলাম। কিন্তু হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের প্রোপাগান্ডার কাছে তারা টিকতে পারল না' (পৃ:.৬৩)। '৪৬ এর ১৬-১৮ আগস্টের বিবরণ এ গ্রন্থে আছে। কিন্তু পরবর্তীকালে যে সত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এ বিবরণ তা অনুমোদন করে না। অন্য বিবরণ বাদ দিয়ে বঙ্গবন্ধুর শুধু একটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। যেমন : 'মুসলমানরা মোটেই দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত ছিল না, এ কথা আমি বলতে পারি' (পৃ. ৬৫)।

'৪৭-পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রেও দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর ভাষ্য থেকেই আমরা যথার্থ ধরাণাটি লাভ করি। শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দী কিংবা ভাসানী সকলের সম্পর্কেই ইতিবাচক-নেতিবাচক মিলে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন তিনি করেন। যেমন, ভাসানী সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন: 'এই দিন আমি বুঝতে পারলাম মওলানা ভাসানীর উদারতার অভাব, তবুও তাঁকে আমি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতাম। কারণ, তিনি জনগণের জন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত। যে কোনো মহৎ কাজ করতে হলে ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন। যারা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয় তারা জীবনে কোনো ভালো কাজ করতে পারে নাই এ বিশ্বাস আমার ছিল' (পৃ. ১২৮)। নেতাদের যথার্থভাবে মূল্যায়নের মতো তিনি রাজনীতির বিষয়টিকেও যুক্তিসম্মতভাবে বিচার করতে সক্ষম ছিলেন। সেজন্য '৪৭-এ প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা জিন্নাহ যখন '৪৮

agreed. But they could not stand the propaganda of the "Hindu Mahasabha and the Congress" (p.63). The account of '46 dated 16-18 August is in this book. But the account which has been established later does not support it. Keeping other details omitted, I think it is enough to quote only a sentence of Bangabandhu in this context. For example: "Muslims were not at all prepared for the riots, this I can certainly say" (p. 65).

In the political events after '47, it is also found that from Bangabandhu's commentary, we get proper tactics. Sher-e-Bangla, Suhrawardy or Bhashani, positive in the relationship - an overall assessment of negative matches, as an appraisal about Bhasani: "On this day I realized that there was a lack of liberalism of Maulana Bhashani, still I used to respect him with devotion Because he is ready to sacrifice for the people. Sacrifice is needed in order to do any great work. If you do not perform any sacrifice in life, you will not be able to do any good work in life" (p. 128). He was able to judge politicians as reasonable to judge the politics properly. That is why, in '47, the most popular leader of the Pakistani state, Jinnah came to Dhaka in March and declared Urdu as the only state language of Pakistan, and started to face a moment of instant protests. From the next incident, he realized that the ruler power and the ruling party is deriving from the way. So it is impossible to stay in contact with them. His two realizations are about:

1. The evaluation after the defeat of the Muslim League candidate in Tangail by-election: What was the cause of the defeat of the Muslim League candidate that the people supported in 1947? The causes were quotari, mischief, oppression, and lack of proper economic

এর মার্চে ঢাকায় এলেন এবং উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলেন তখন তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন গড়ে তোলায় তাঁকে এক মুহূর্ত চিন্তা করতে হয়নি। পরবর্তী ঘটনাধারা থেকেই তিনি যথার্থভাবে উপলব্ধি করলেন, শাসকশক্তি ও শাসকদল জনবিচ্ছিন্নতার পথেই এগোচ্ছে। সুতরাং তার সাথে সম্পর্কিত থাকা অসম্ভব। তাঁর দুটি অনুভবের কথা প্রণিধানযোগ্য :

১. টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয়ের পরবর্তী মূল্যায়ন: '১৯৪৭ সালে যে মুসলিম লীগকে লোকে পাগলের মতো সমর্থন করেছিল, সেই মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয় বরণ করতে হলো কি জন্য? কোটারি, কুশাসন, জুলুম, অত্যাচার এবং অর্থনৈতিক কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ না করার ফলে। ইংরেজ আমলের সেই বাঁধাধরা নিয়মে যে শাসন চলল। স্বাধীন দেশ, জনগণ নতুন কিছু আশা করেছিল, ইংরেজ চলে গেলে তাদের অনেক উন্নতি হবে এবং শোষণ থাকবে না। আজ দেখছে তার উল্টা। জনগণের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছিল। এদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই আমাদের শাসকগোষ্ঠীর ।' (পৃ. ১১৯)

২. ১৯৪৯-এ আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনকালে কারাগারে অবস্থানকালের ভাবনা: (ক) 'আমি খবর দিয়েছিলাম, আর মুসলিম লীগের পিছনে ঘুরে লাভ নাই, এ প্রতিষ্ঠান এখন গণবিচ্ছিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এরা আমাদের মুসলিম লীগে নিতে চাইলেও যাওয়া উচিৎ হবে না। কারণ এরা কোটারি করে ফেলেছে। একে আর জনগণের প্রতিষ্ঠান বলা চলে না '(পৃ. ১২০)। এ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠল আওয়ামী মুসলিম লীগ, জেলে থেকেই এর জয়েন্ট সেক্রেটারি নির্বাচিত হলেন। তাঁর ভাবনা: (খ) 'আমি মনে করেছিলাম, পাকিস্তান হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দরকার নাই। একটা

plans. That structured British rule continued. As the country got independence, the people hoped for something new, when the English left, they would have got improvements and would not be oppressed. Today they are watching the opposite of it. Frustration was seen among the people. Meanwhile, our ruling party have no focus on us. '(Pg. 119)

2. During the constitution of Awami Muslim League in 1949, the thought in prison: (a) 'I informed the news, there is no reason to run after Muslim League, this institution has now become a demonstrating government institution. We should not join Muslim League if, even they call. Because they have done quotari. It cannot be called a people's organization '(pg. 120). Basically, on the context of this statement, the Awami Muslim League was formed, he was elected as Joint secretary from jail. His thoughts: (B) 'I thought that there was no need for communal political institutions. There will be a non-communal political institution, which will have a proper manifesto. I also thought, the time has not come yet, so those who are out of the jail, have done it by thinking a lot'(p. 121).

After the formation of the Awami Muslim League getting freed from prison, secret consultation with Suhrawardy by going to Lahore, going to jail repeatedly for making the opposite politics active and organizing the language movement of '52, starvation in prison, formation of Juktofront in '54, victory in Juktofront Election, getting ministry and losing, all these restless activities helped him to come forward the politics of public welfare. The actual history of giving birth to the prisoners repeatedly. In '47 - The history of the real

অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হবে,

যার একটা সুষ্ঠু ম্যানিফেস্টো থাকবে। ভাবলাম, সময় এখনও আসে নাই, তাই যারা বাইরে আছেন তারা চিন্তাভাবনা করেই করেছেন' (পৃ. ১২১)।

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের পরপর কারামুক্তি, গোপনে লাহোরে গিয়ে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে নতুন রাজনীতির বিষয়ে পরামর্শ করে আসা, বারবার কারাগারে যাওয়ার মধ্যেই বিরোধী রাজনীতিকে বেগবান করার সর্বাত্মক চেষ্টা, বায়ান্নতে ভাষা আন্দোলন সংগঠিত করা, কারাগারে অনশন, চুয়ান্নতে যুক্তফ্রন্ট গঠন, নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, মন্ত্রিত্ব লাভ ও হারানো প্রভৃতির মধ্যেই জনকল্যাণমূলক রাজনীতিকে অগ্রসর করে নেওয়ার এক বিরামহীন প্রচেষ্টায় রত থাকেন তিনি। '৪৭-পরবর্তী ৮ বছরের এই নতুন অসাম্প্রদায়িক চেতনার গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রকৃত রূপের ইতিহাসটি বঙ্গবন্ধুর এ গ্রন্থেই উত্তমরূপে লিপিবদ্ধ আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজমন্ত্রটিও যুক্তিসম্মতভাবে লুকিয়ে আছে ওই রাজনীতির মধ্যে। এসব কারণেই আমি বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীটিকে এ কালের তরুণদের জন্য একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ বলে মনে করি।

ভারত ভাগের পর মাত্র আট মাসের মাথায় ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ 'বাংলা ভাষা দাবী দিবসে' তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানে প্রথম কারাবরণ করেন ও পরবর্তীকালে ২৪ বৎসরের ঔপনিবেশিক আমলের অর্ধেক সময় কারাগারেই অন্তরীণ ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সেই গ্রেফতারের (১১ মার্চ, ১৯৪৮) পটভূমি ও পরবর্তীতে আন্দোলনের মুখে জেল থেকে মুক্তির ঘটনা সবিস্তারে আছে গ্রন্থের ৯২-১০০ পৃষ্ঠায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিরপ্রতিবাদী বঙ্গবন্ধুর ভাষায় আমি বলেছিলাম, কোনো নেতা যদি অন্যায় কাজ করতে বলেন তার প্রতিবাদ করা এবং তাকে বুঝিয়ে বলার অধিকার জনগণের আছে।

nature of the democratic nationalist politics of this new non-communal consciousness of 8 years is well-written in this book of Bangabandhu. The core spell of independence of Bangladesh is remaining secret in this politics. For these reasons, I think of the 'Osomapto Attojiboni' (The Unfinished Memoirs) of Bangabandhu as an essential book for the young people of this time.

After the partition of India, on March 11, 1948, young student leader Sheikh Mujibur Rahman was prisoned in Pakistan and later he was in prison for half of the colonial period of 24 years. The background and subsequent movement of the arrest of Bangabandhu (March 11, 1948) and his release from prison, is clearly stated in the 92-100 page of the book. In the language of everlasting Bangabandhu I said that if a leader tells to do any wrong, people have the right to protest and explain the right thing to him for example, the Prophet Omar (R:) was asked by the common citizens why he had worn a big shirt. Bengali language is the mother tongue of 56% people, the government should agree with the demand of majority. We will continue to struggle for the state language Bangla. Whatever they do, we are constant with our decision.

In the preface to Bangabandhu's book Osomapto Attojiboni (The Unfinished Memoirs) which was written in the Central Jail in Dhaka, Bangabandhu's daughter Sheikh Hasina writes being prisoned in the sub-jail situated at Sher-e-Bangla Nagar in Dhaka on August 7, 2006,'While I was turning the pages and touching the handwritings, I was feeling that father is telling me, "Nothing to be scared, my mother, I'm with you, you just go ahead, keep courage inside yourself". At that time, I

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কিছু সময়ের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগারেই বন্দী ছিলেন বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu was imprisoned in the Miyanwali prison of West Pakistan for a period during the War of Liberation

যেমন- হযরত ওমরকে (রা:) সাধারণ নাগরিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি বড় জামা পরেছিলেন বলে। বাংলা ভাষা শতকরা ছাপ্পান্নজন লোকের মাতৃভাষা, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সংখ্যাগুরুদের দাবি

felt that some blessings of Allah came to me. As if I got light even in these bad times."

The three books written by Bangabandhu, Osomapto

মানতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। তাতে যাই হোক না কেন, আমরা প্রস্তুত আছি।

ঢাকার তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কারাগারে বসে বঙ্গবন্ধু রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ২০০৭ সালের সাতই আগস্ট ঢাকার শেরে বাংলানগরে স্থাপিত সাব-জেলে বসে লিখছেন 'যখন খাতাগুলোর পাতা উল্টাচ্ছিলাম আর হাতের লেখাগুলো ছুঁয়ে যাচ্ছিলাম আমার কেবলই মনে হচ্ছিল আব্বা আমাকে যেন বলছেন, ভয় নেই মা, আমি আছি, তুই এগিয়ে যা, সাহস রাখ। আমার মনে হচ্ছিল, আল্লাহর তরফ থেকে ঐশ্বরিক অভয় বাণী এসে পৌঁছাল আমার কাছে। এত দুঃখ-কষ্ট-বেদনার মাঝে যেন আলোর দিশা পেলাম।'

বঙ্গবন্ধু রচিত গ্রন্থত্রয় 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' ও 'আমার দেখা নয়া চীন' এবং বঙ্গবন্ধুর অসংখ্য ভাষণ, অভিভাষণ, বক্তৃতা, বিবৃতি, বাণী ও নির্দেশনা আমাদেরকে প্রতিনিয়তই আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উচ্চারণে নতুন প্রজন্মকে আলোতে অবগাহনের জন্য আমরা যখন 'আলো, আমার আলো, ওগো আলো ভুবনভরা' গেয়ে শুনাই তখন সত্যিই উপলব্ধি করি, আমাদের বঙ্গবন্ধু ভুবন সতত থাকে ঊষার আলোয় দেদীপ্যমান।

জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও নিরন্তর ভালবাসা।

Attojiboni (The Unfinished Memoirs), Karagarer Rojnamocha and Amar Dekha Noya Chin and Bangabandhu's innumerable speeches, discourses, statements, sayings, and instructions are constantly leading us towards the path of light.When we sing 'Light, O my light, light around the world' to entertain the new generation in the utterance of the poet Rabindranath, we deeply realize that our Bangabandhu is constantly radiant in the dawn.

Our deep respect and unconditional love for the memory of Bangabandhu on the birth centenary of the Father of the Nation.

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী শ্লোগান

মুজিব লোকান্তরে
মুজিব বাংলার ঘরে ঘরে

কামাল চৌধুরী
কবি

প্রধান সমন্বয়ক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন
জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি

Slogan against the killing of Bangabandhu

Mujib though in another world
Mujib is in every house of Bengal

Kamal Chowdhury
Poet

Chief Coordinator
Celebrating the birth centenary of
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman
National Implementation Committee

কবির কলম জাগ্রত করে ইটের দেয়াল
The poet's pen also awakens the brick walls

ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে ১৯৭৬ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। সে সময়ের বাংলাদেশ ছিল এক আতঙ্কিত জনপদ। '৭৫ এর ১৫ই আগস্ট সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। মুক্তিযুদ্ধের অর্জন, গৌরব সবকিছু তখন ভূলুণ্ঠিত। সামরিক শাসক এবং

I got admitted into Dhaka University in 1976 after passing H.S.C. from Dhaka College. That time the people of Bangladesh was very much scared.The Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was brutally murdered on 15th August,1975 along with his

বাংলার মুক্তিকামী মানুষ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই স্বাধীনতা এনেছিলো। সেই বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলেন ঘাতক চক্রের হাতে

The freedom-loving people of Bengal brought independence under the leadership of Bangabandhu. Even he was killed with the family in the hand of the killer circle

হত্যাকারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় একাত্তরের পরাজিত শক্তি জেঁকে বসেছে জাতির ঘাড়ে। শ্বাসরুদ্ধকর এক পরিস্থিতি কেউ কথা বলার সাহস করছে না। এমনই এক ভয়াল সময়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। বঙ্গবন্ধুর এই মর্মন্তুদ হত্যাকা-ের বিরুদ্ধে

family.The glory and the achievements of the liberation war was defamed.Under the patronage of military ruler and the killer, the defeated power of 1971, settled down on the neck of the nation. A breathtaking situation was there.Nobody dares to talk even. Such a terrible time was there,when I got admitted into Dhaka University.An intense anger was accumulated in the heart against the ruthless killing of Bangabandhu. I couldn't accept this murder in any way. The fire of intense revenge was burning inside the chest, the mind became defendant. But the time was unfavourable, The killers were active. Even among the students, they formed a beater battalion to stop the voice of the defendant.

There were some tea stalls beside the central library of the Dhaka university.Among those, the stall of Sharif Mia was popular.Because it became the meeting place for the poets of sixties. Beside that, there was a shop of Gafur Mia.We, the young poets and writers started to meet and chat in the shop of Gafur Mia.I was the student of Social Science but stayed in the Fazlul Haq hall. I use to join the chat in the Kala Bhaban every morning. Whole day tea and cigeratte, sharing a cup of tea, the time was going on like this. Other than contemporary poets and writers, some senior writers also used to join us often. After entering into the university I introduced myself with some leaders and stuffs of Chaatra League. Everyone of them were directing the activities secretly. One of them was a student of Bangla department and a

কবি, শিল্পী সবার অনুপ্রেরণা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তার মহাপ্রয়াণ কাঁদিয়েছে শিল্পীর তুলিকে, কবির কলমকে
Bangabandhu was the inspiration of poets and artists. His pathetic departure has made the artist's brush and the poet's pen cry

চিত্রকর্ম: শাহাবুদ্দিন আহমেদ
Panting: Shahabuddin Ahmed

তীব্র ক্ষোভ জমা হয়েছিল হৃদয়ে। কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলাম না এই হত্যাকা-। বুকের ভেতর তীব্র প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল, প্রতিবাদী হয়ে উঠছিল মন। কিন্তু সময় প্রতিকূল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও ঘাতকরা তৎপর। ছাত্রদের মধ্যেও তারা পেটোয়া বাহিনী তৈরি করেছে প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে।

freedom fighter, Mohammad Hayder Ali, from the upozila Bhanga of Faridpur. Brother Hayder was senior to me by one year. He stayed in the Hazi Mohammad Mohsin hall. Once he was the elected General Secretary of Faridpur Razendra College. He used to wear pazama

ঘাতকের গুলির চেয়ে কবি-লেখকের কলম শক্তিশালী। বঙ্গবন্ধু অমর হয়ে থাকবেন, কবিতায় গানে, ছবিতে
The pen of the poet-writers is stronger than the bullets of the killers. Bangabandhu will be immortal in the songs, poems and paintings.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাশে তখন কয়েকটি চায়ের দোকান ছিল। এর মধ্যে শরিফ মিয়ার দোকানটি ছিল সবচেয়ে জমজমাট। কারণ এখানে ষাটের দশকের কবিরা আড্ডা দিতেন। তার পাশেই ছিল গফুর মিয়ার দোকান। আমরা সত্তরের দশকের তরুণ কবি-লেখকেরা গফুর মিয়ার দোকানে আড্ডা দিতে শুরু করলাম। আমি সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র, কিন্তু থাকতাম ফজলুল হক হলে। প্রতিদিন সকালে কলাভবনে এসে যোগ দিতাম আড্ডায়– সারাদিন চা সিগারেট, এককাপ চা কয়েকজনে ভাগ করে খাওয়া, এভাবেই সময় যাচ্ছিল। আমাদের আড্ডায় তখন সমসাময়িক কবি-লেখক ছাড়াও অগ্রজ লেখকরাও যোগ দিতেন মাঝে মধ্যে।

panjabi all the times. He was truly a sacrificing and a courageous leader. Brother Hayder was elected as a chairman of the Upozila Bhanga for the next time. Now he is departed. Poet Zafar wazed was one of my dear friends. We were classmates in the Dhaka College. Zafar got admitted into Dhaka University in the department of Bangla.In 1978, he was elected as a member in the panel of Chaatra League of the election of DUCSU. In the next year, he was elected as a literary editor of DUCSU.

বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমি ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মীর সঙ্গে পরিচিত হলাম। তাঁরা প্রত্যেকেই গোপনে কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন। এর মধ্যে একজন ছিলেন বাংলা বিভাগের ছাত্র ও মুক্তিযোদ্ধা, ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার মোহাম্মদ হায়দার আলী। হায়দার ভাই আমার এক বছরের সিনিয়র ছিলেন। থাকতেন হাজী মোহাম্মদ মহসিন হলে। তিনি এক সময় ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সব সময় পাজামা পাঞ্জাবি পরে থাকতেন। সত্যিকারের একজন ত্যাগী ও সাহসী নেতা ছিলেন তিনি। হায়দার ভাই পরবর্তী সময়ে ভাঙ্গা উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি এখন প্রয়াত। কবি জাফর ওয়াজেদ আমার অত্যন্ত প্রিয়বন্ধু; ঢাকা কলেজে আমরা ছিলাম সহপাঠী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাফর ভর্তি হয় বাংলা বিভাগে। জাফর ১৯৭৮ সালের ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রলীগের প্যানেলে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল। পরের বছর সে ডাকসুর সাহিত্য সম্পাদক নির্বাচিত হয়।

১৯৭৭ সালের শেষ দিকের ঘটনা। তারিখটা আজ আর মনে নেই। আমি আর জাফর ওয়াজেদ আড্ডা দিচ্ছিলাম গফুর মিয়ার দোকানে। আলোচনা করছিলাম বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিবাদে কী করা যায়। সে সময়ে আমার মাথায় একটা চিন্তা আসে- একটা শ্লোগান লিখলে কেমন হয়! এই ভেবে আমি লিখলাম- 'মুজিব লোকান্তরে/মুজিব বাংলার ঘরে ঘরে' শ্লোগানটি। জাফর শ্লোগানটা পছন্দ করল। আমরা ঠিক করলাম শ্লোগানটি হায়দার ভাইকে দিতে হবে। কারণ, হায়দার ভাই ছিলেন চিকা মারায় (দেয়াল লিখন) ওস্তাদ। সে দিনই লেখাটি হায়দার ভাইয়ের হাতে দিয়ে বললাম, সুন্দর করে শ্লোগানটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে লিখে দিন। পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে হায়দার ভাইয়ের ঝকঝকে হাতের লেখায় ফুটে উঠল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদী শ্লোগান–

মুজিব লোকান্তরে

মুজিব বাংলার ঘরে ঘরে।

It was an incident at the end of 1977. I don't remember the date today. Zafar wazed and I were chatting in the stall of Gafur Mia.We were discussing about what can be done to protest the assassination of Bangabandhu. That time, a thought came to my mind - how about writing a slogan! I wrote with this in mind - "Mujib is in another world but/Mujib is in every house of Bangla"- this slogan. Zafar likes the slogan.We decided to tell the slogan to brother Hayder. Because brother Hayder was the master of wall writing. On that day, I handed over the slogan to brother Hayder and asked to write the slogan on the walls of Dhaka University with nice hand writing. On the very next day, the first defendant slogan to protest the assassination of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, was emerged through the bright handwriting of brother Hayder on the walls of Dhaka University -

Mujib is in another world

Mujib is in every house of Bangla.

The slogan gained huge popularity later. The compilation of Chaatra League named in the year of 1979, Mujib is in another world / Mujib is in every house of Bangla. At that time the President of Bangladesh Chaatra League was Mr. Obaydul Kader, General Secretary was Bahlul Majnun Chunnu.The slogan became later like this, One Mujib is in another world, Mujib in every house. In this way also the slogan gained publicity. Today when I recall about my brave works at

পরবর্তী কালে শ্লোগানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। ১৯৭৯ সালের ছাত্রলীগের সংকলনের নাম করা হয় 'মুজিব লোকান্তরে মুজিব বাংলার ঘরে ঘরে'। তখন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন জনাব ওবায়দুল কাদের, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জনাব বাহলুল মজনুন চুন্নু। পরে শ্লোগানটি 'এক মুজিব লোকান্তরে/লক্ষ মুজিব ঘরে ঘরে'- এভাবেও প্রচার লাভ করে। আজ যখন ভাবি, সেই দুঃসময়ের সাহসী এ কাজের কথা, তখন আবেগে উদ্বেলিত হই। কবিতার আবেগ আমাকে প্রবলভাবে সাহসী করে তুলেছিল। হত্যার বিরুদ্ধে, মৃত্যুর বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস জুগিয়েছিল। ১৯৭৭ সালে ঘাতক কবলিত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাবার এই দুঃসাহস আজও আমার অহঙ্কার।

that dire time, I get overwhelmed with emotion. The passion of poetry made me brave immensely. Against the assassination, against the death, against the reactivist, it gave me the courage to speak. In the year 1977, when Bangladesh was in the grip of the killer, the way of becoming courageous to show respect and admiration to the Bangabandhu, even today, is a pride of mine.

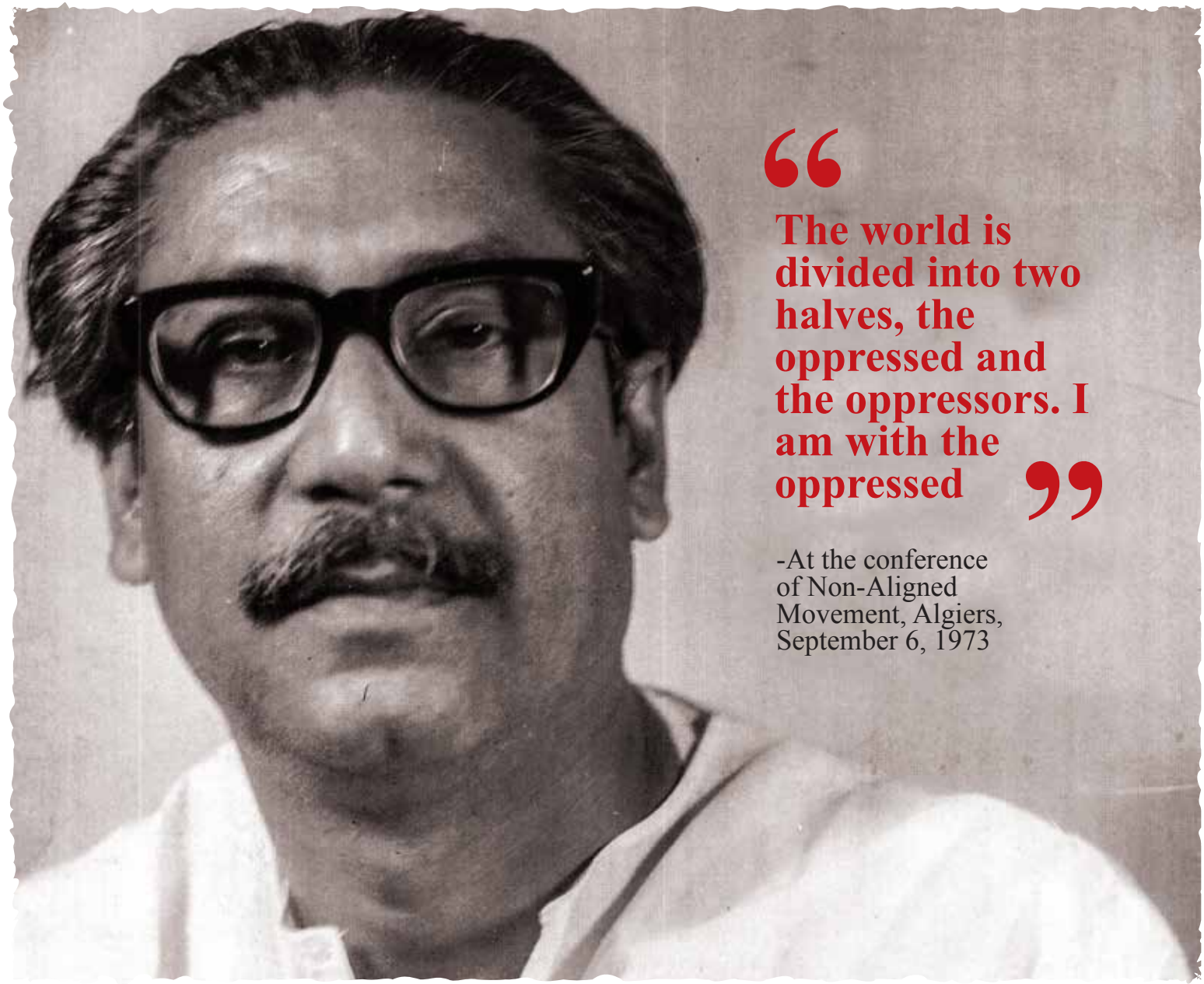
“
The world is divided into two halves, the oppressed and the oppressors. I am with the oppressed
”
-At the conference of Non-Aligned Movement, Algiers, September 6, 1973

বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকা- এবং দায়মুক্তি অধ্যাদেশ:

অমোচনীয় কলঙ্কের ইতিহাস

অধ্যাপক ড. এম এ মান্নান
কলামিস্ট এবং সাবেক উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Bangabandhu's Brutal Murder and Indemnity Ordinance: A History of Ineffaceable Disgrace

Professor Dr. M A Mannan
Columnist and Former Vice-Chancellor,
Bangladesh Open University

পনেরো আগস্ট ইতিহাসের এক নির্মম কালো অধ্যায়
15 August is the darkest and cruelest chapter in the history

১৫ আগস্ট । বাংলার আকাশ-বাতাস আর প্রকৃতির অশ্রুসিক্ত হওয়ার দিন । বাঙ্গালি জাতির ইতিহাসে শোকের অধ্যায় রচিত হয়েছিল এ দিনে । ১৯৭৫-এর এ দিনটিতে আগস্ট আর শ্রাবণ মিলেমিশে একাকার হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বুকের তাজা রক্ত আর আকাশের মর্মছেঁড়া অশ্রুর প্লাবনে । ১৫ আগস্ট সুব্হে সাদিকের সময় যখন ধানমন্ডি ৩২

August 15. A day when the sky, wind and nature of Bengal were tearful. On this day, a chapter of mourning was written in the history of the Bengali nation. On this day in 1975, the August and Sravan (name of the rainy season in Bangla) merged to unite the fresh blood on the chest of the founder and the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and to unite the

ঘাতকের হাত থেকে মুক্তি পায়নি কচিপ্রাণ শেখ রাসেলও
Even the youngest Shiekh Russel didn't get any mercy from the killers

নম্বরে নিজ বাসভবনে সপরিবার বঙ্গবন্ধুকে বুলেটের বৃষ্টিতে ঘাতকরা ঝাঁঝরা করে দিয়েছিলো, তা যেন ছিলো প্রকৃতির অশ্রুপাত। ভেজা ভারি বাতাস কেঁদেছে সমগ্র বাংলায়। ঘাতকের উদ্যত অস্ত্রের মুখে

flood of harrowing tears of the sky. At the dawn of 15th August when at his residence Dhanmondi 32, with his family Bangabandhu was shot dead by the assassins, it was like tears of nature when the assassins rained down

ভীত-সন্ত্রস্ত বাংলাদেশ বিহবল হয়ে পড়েছিলো শোকে আর অভাবিত ঘটনার আকস্মিকতায় ।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে একের পর এক ষড়যন্ত্র চালিয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত অপশক্তি । পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তারা চক্রান্তের ফাঁদ পেতেছিল বহুবার । ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর বিপথগামী কয়েকজন সদস্যকে স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যবহার করেছে তাদের চক্রান্তের বাস্তব রূপ দিতে । ভোর রাতে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সব সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করে চক্রান্তকারীরা (দুই কন্যা শেখ হাসিনা আর শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান) । হন্তারকদের হাত থেকে মুক্তি পায়নি বঙ্গবন্ধুর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ৭-৮ বছরের ছোট্ট শিশু শেখ রাসেলও । পরের ইতিহাস আরো কষ্টের, বেদনাবিধুর । বঙ্গবন্ধুর নৃশংসতম হত্যাকা- জাতির জন্য করুণ বিয়োগ-গাঁথা হলেও ভয়ংকর এ হত্যাকা- খুনিদের শাস্তি নিশ্চিত না করে বরং দীর্ঘ সময় ধরে তাদের আড়াল করার অপচেষ্টা করা হয়েছে । এমনকি তারা পুরস্কৃত হয়েছে নানাভাবে । ১৯৭৬ সালের ৮ জুন হত্যাকারীদের ১২ জনকে চীন, পাকিস্তান, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়েছিল খন্দকার মোশতাক গং । এ-ই সেই মোশতাক যাকে বঙ্গবন্ধু একান্ত আপনজন ভেবে অতি বিশ্বাস নিয়ে বানিয়ে ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী ।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার পর মোশতাক নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দেন । স্ব-ঘোষিত রাষ্ট্রপতি এ মোশতাকই খুনিদের বাঁচানোর জন্য একই বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাত্র ৪২ দিন পর, দায়মুক্তি অধ্যাদেশ (ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স) জারি করেন ।

bullets and gnawed him. Melancholic wind cried all over the Bengal. Frightened by the weapons of the assassins, the terrified Bangladesh was overwhelmed with grief and unexpectedness.

In the post-independence period, the evil forces defeated in the liberation war have continued one conspiracy after another. They conspired many times to avenge the defeat. On August 15, 1975, some misguided members of the army were used by anti-independence conspirators to carry out their conspiracy. At the dawn, the conspirators brutally killed Bangabandhu and all his family members (Luckily, two daughters Sheikh Hasina and Sheikh Rehana survived as they were in abroad). Bangabandhu's youngest child, Sheikh Russell, who was seven or eight years old, was not released from the hands of the killers. Subsequent history is more painful. The brutal assassination of Bangabandhu is a tragedy for the nation, but instead of ensuring the punishment of the killers in this horrific murder, there has been an attempt to hide them for a long time. They have even been rewarded in many ways. On June 8, 1976, 12 of the killers were employed by various embassies, including China, Pakistan, and Saudi Arabia by Khandaker Moshtaque gong. This is the Moshtaque whom Bangabandhu made Minister of Commerce with great faith thinking he was his close friend.

After the assassination of the father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and his family

দিনটি ছিল শুক্রবার। 'দি বাংলাদেশ গেজেট, পাবলিশ্‌ড বাই অথরিটি' লেখা অধ্যাদেশটিতে খন্দকার মোশতাকের স্বাক্ষরের পর তৎকালীন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এম এইচ রহমানের স্বাক্ষর রয়েছে।

ইংরেজিতে প্রকাশিত অধ্যাদেশটি ছিল নিম্নরূপঃ

1. Short title. This Ordinance may be called the Indemnity Ordinance, 1975.

2. Restrictions on the taking of any legal to other proceedings against persons in respect of certain acts and thing ...

   (a) Notwithstanding anything contained in any law, including a law relating to any defense service, for the time being in force, no suit, prosecution or other proceedings, legal or disciplinary, shall lie, or be taken, in before or by any Court, including the Supreme Court and court Martial, or other authority against any person including a person who is or has, at any time, been subject to any law relating to any defense service, for on account of or in respect of any act, matter or thing done or step taken by such person in connection with, or in preparation or execution or any plan for, or as necessary step towards, the change of

on August 15, 1975, Moshtaque declared himself President. The self-proclaimed President Moshtaque issued the Indemnity Ordinance on September 26 of the same year, only 42 days later the assassination of Bangabandhu, to save these murderers. The day was Friday. The ordinance, 'The Bangladesh Gazette', 'Published by Authority', was signed by Khandaker Moshtaque and then by M.H. Rahman,Secretary of the Ministry of Justice and Parliamentary Affairs.

The ordinance published in English was as follows:

1. Short title. This Ordinance may be called the Indemnity Ordinance, 1975.

2. Restrictions on the taking of any legal to other proceedings against persons in respect of certain acts and thing ...

   (a) Notwithstanding anything contained in any law, including a law relating to any defense service, for the time being in force, no suit, prosecution or other proceedings, legal or disciplinary, shall lie, or be taken, in before or by any Court, including the Supreme Court and court Martial, or other authority against any person including a person who is or has, at any time, been subject to any law relating to any defense service, for on account of or in respect of any act, matter or thing done or step taken by such person in connection with, or in preparation or execution or any plan for, or as necessary step towards, the change of

Government of the People's Republic of Bangladesh and the proclamation of Martial Law on the morning of the 15th August, 1975.

(b) For the purposes, of this section, a certificate by the president, or a person authorized by him in this behalf that any act, matter or thing was done or step taken by any person mentioned in the certificate in connection. With, of in preparation or execution of any plan for, or necessary step towards, the change of Government of the People's Republic of Bangladesh and the proclamation of Martial Law on morning of the 15th August, 1975, shall be sufficient evidence of such act, matter or thing having been done or step having been taken in connection with or in preparation or execution of any plan for, or as necessary step towards, the change of such Government and the proclamation of Martial Law on that morning.

Dhaka KHANDAKER MOSHTAQUE AHMED
President

The 26th September 1975 M.H. Rahman
Secretary

ইনডেমনিটি অধ্যাদেশে যা বলা হয়েছিল, "১৯৭৫ সালের ১৫

Government of the People's Republic of Bangladesh and the proclamation of Martial Law on the morning of the 15th August, 1975.

(b) For the purposes, of this section, a certificate by the president, or a person authorized by him on this behalf that any act, matter or thing was done or step taken by any person mentioned in the certificate in connection. With, of in preparation or execution of any plan for, or necessary step towards, the change of Government of the People's Republic of Bangladesh and the proclamation of Martial Law on morning of the 15th August, 1975, shall be sufficient evidence of such act, matter or thing having been done or step having been taken in connection with or in preparation or execution of any plan for, or as necessary step towards, the change of such Government and the proclamation of Martial Law on that morning.

KHANDAKER MOSHTAQUE AHMED
Dhaka

President

The 26th September 1975 M.H. Rahman
Secretary

This was stated in the Indemnity Ordinance, "All decrees enacted between 15 August 1975 and 9 April 1979 (including both days), the Martial Law Regulations, Martial Law Orders and other laws, and any similar

Beaver County Times

2 Sections — 28 Pages | Friday, August 15, 1975 | ★★

Pro-American move in Bangladesh

Sheikh killed in coup

NEW DELHI (UPI) — Sheikh Mujibur Rahman, the founder of Bangladesh, was shot to death by his own bodyguards today in a military coup that replaced him as president with a rightist lawyer considered to be pro-American, reports from Dacca said.

Reports reaching Calcutta, 150 miles southeast of the Bangladesh capital of Dacca, said Mujib was slain in the

Radio broadcasts from Dacca said the coup came because of Mujib's inability to solve the staggering economic problems of the densely-populated country ravaged periodically by floods, drought, civil war and cyclones, a country plagued by corruption and a painfully inept bureaucracy.

Dacca Radio said messages were received from people of all walks of life congratulating and hailing the armed forces for

critical hour."

"Special prayers were offered in the city's mosques and an unprecedented gathering thronged the morning Thanksgiving prayer in which the new president also took part," the radio said.

Radio Dacca said the name of the new new regime had been changed from "The People's Republic of Bangladesh" to "The Islamic Republic of Bangladesh," a further evidence of Ahmed's break with the leftist past of the Soviet-backed Mujib.

Ahmed is a professed rightist.

Reports reaching New Delhi said there was initial sporadic fighting around Dacca at time of the 5:30 a.m. coup but diplomatic reports said foreigners were not molested and the U.S. State Department said the 755 Americans including 111 government personnel and dependents were safe.

Radio broadcasts said the armed forces

(Continued on Page A-3, Col. 1)

SHEIKH RAHMAN
Killed in coup

বাঙালির জন্য সবচেয়ে দুর্যোগপূর্ণ খবর ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহাপ্রয়াণ
The most disasterest news for Bengal was Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's tragic demise

আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের (উভয় দিনসহ) মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ ও অন্যান্য আইন, এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে অনুরূপ কোনো ফরমান দ্বারা এই সংবিধানের যে সকল সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন ও বিলোপসাধন করা হইয়াছে তাহা, এবং অনুরূপ কোনো ফরমান, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ বা অন্য কোনো আইন হইতে আহরিত বা আহরিত বলিয়া বিবেচিত ক্ষমতাবলে অথবা অনুরূপ কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে গিয়া বা অনুরূপ বিবেচনায় কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত কোনো আদেশ কিংবা প্রদত্ত কোনো দ-াদেশ কার্যকর

decrees within that period, the Martial Law Regulations or derived from any other law or considered to be derived from power or in the exercise of a similar power or any order made by a court tribunal or authority in similar consideration or an order made by any person or authority within that period to enforce or comply with an ordinance given,the actions taken, the measures taken or the actions taken, or the orders, actions, actions or acts considered to be made, done or taken are hereby permitted and endorsed and all such orders, actions, arrangements or acts are declared to have been legally

বা পালন করিবার জন্য উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আদেশ, কৃত কাজকর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা বা কার্য ধারাসমুহ, অথবা প্রণীত, কৃত বা গৃহীত বলিয়া বিবেচিত আদেশ, কাজকর্ম, ব্যবস্থা বা কার্য ধারাসমূহ এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং ঐ সকল আদেশ, কাজকর্ম, ব্যবস্থা বা কার্য ধারাসমূহ বৈধভাবে প্রণীত, কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল এবং তৎসম্পর্কে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো কারণেই কোনো অভিযোগ উত্থাপন করা যাইবে না।" আ রু

এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদেরকে সকল প্রকার হত্যার দায় থেকে মুক্তি দেয়া হয়। অর্থাৎ চক্রান্তকারী/ হত্যাকারীদেরকে আদালতে বিচার করা যাবে না। অধ্যাদেশটিতে দুটি ভাগ আছে। প্রথম অংশে বলা হয়েছে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে বলবৎ আইনের পরিপন্থী যা কিছুই ঘটুক না কেন এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টসহ কোনো আদালতে মামলা, অভিযোগ দায়ের বা কোনো আইনি প্রক্রিয়ায় যাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় অংশে বলা আছে, উল্লিখিত ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে রাষ্ট্রপতি যাদের প্রত্যয়ন করবেন তাদের দায়মুক্তি দেওয়া হলো। অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে মামলা, অভিযোগ দায়ের বা কোনো আইনি প্রক্রিয়ায় যাওয়া যাবে না। অবশ্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে মোশতাক কোনো হত্যাকারীকে 'দায়মুক্তি সনদ' দিয়েছিলেন কিনা এ বিষয়টি এখনও অজানা।

অধ্যাদেশটি গেজেটে প্রকাশ করা হলেও গণমাধ্যমে প্রচার করা হয় নি। ভয় ছিল, জনগণ জেনে গেলে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। বিষয়টি ভালোভাবে জানাজানি হওয়ার আগেই তড়িঘড়ি করে

formulated, passed or adopted and no complaint may be made to any court, tribunal or authority in that regard for any reason."

Through this ordinance, the killers of Bangabandhu were acquitted of all kinds of murders. That is, conspirators/murderers cannot be tried in court. The order has two parts. The first part states, in the morning of 15th August 1975, no matter what happens against the law, no case can be filed in any court, including the Supreme Court, no legal action can be taken. In the second part, it is said that those whom the President will certify as being involved in the incident are acquitted. In other words, no case can be filed against them, no complaint can be filed, or any legal process can be taken against them. However, it is still unknown that as president whether Moshtaque gave a 'Certificate of Acquittal' to any of the killers.

The ordinance was published in the Gazette but not in the media. There were fears that if people found out, there could be a deadly reaction. Before the matter became well known, the killers were quickly deported and protected. It is noteworthy that no one expected Moshtaque to bring the killers to justice, just as no one expected him to pardon them officially. During his 83-day reign, along with the brutal assassination of four national leaders inside the prison, Moshtaque carried out one of the most heinous acts: Farooq and Rashid were promoted from Major to Lieutenant Colonel shortly after the assassination and in a radio address on

হত্যাকারীদেরকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে তাদেরকে সুরক্ষা দেয়া হয়। লক্ষণীয় যে, মোশতাক হত্যাকারীদের বিচার করবেন এটা যেমন কেউই ভাবে নি, তেমনি তিনি তাদেরকে অফিসিয়ালি ক্ষমার ব্যবস্থা করে দিবেন, এমনটিও কেউ আশা করে নি। ৮৩ দিনের মেয়াদকালে মোশতাক জাতীয় চার নেতাকে জেলখানার ভিতরে নির্মমভাবে হত্যাসহ যেসব ঘৃণ্য কাজ করেছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম ছিল: ফারুক ও রশিদকে হত্যাকা-ের কিছুদিন পরই মেজর থেকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে পদোন্নতি দেয়া এবং ১৯৭৫-এর ৩ অক্টোবর বেতার ভাষণে ফারুক ও রশিদকে সশস্ত্রবাহিনীর 'সূর্য সন্তান' নামে অভিহিত করা। এসব করে তিনি নিজেই বাংলার জনগণের কাছে হয়েছিলেন ধিকৃত এবং শেষ পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। তার এসব কাজে প্রশাসনের উচ্চস্তরের কর্তাব্যক্তিরা যারা সহায়তা করে বাংলার জনগণের সাথে বেঈমানি করেছে, তাদেরকেও পরবর্তীকালে ইতিহাস ক্ষমা করে নি।

এ বিষয়টি এখন স্পষ্ট যে, জিয়াউর রহমান যিনি এ ঘটনার কয়েক দিনের মাথায় সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, ছিলেন বঙ্গবন্ধু-হত্যার মাস্টারমাইন্ড এবং দায়মুক্তি অধ্যাদেশটি জারির পেছনেও ছিল তার কালো হাত। ১৯৭৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি অনেক সামরিক অভ্যুত্থান আর পাল্টা-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের পর সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি সামরিক আইনের অধীনে নীল-নকশার ছক এঁকে প্রহসনমূলক দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ আসন দখল করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে যান এবং সময়-সুযোগ মতো সেনানিবাসে বসে বিএনপি নামক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তার

October 3, 1975, Farooq and Rashid was called the "Son of the Sun" of the armed forces. By doing all this he himself was cursed by the people of Bengal and was finally thrown into the abyss of history. History has not forgiven any of the high-ranking officials of the administration who helped him in his work and betrayed the people of Bengal.

It is now clear that Ziaur Rahman, who took over as army chief a few days after the incident, was the mastermind of Bangabandhu's assassination and also his implications were behind the issuance of the Indemnity Ordinance. After seizing power through many military coups and countercoups on February 21, 1977, military ruler Ziaur Rahman was elected President on 18 February 1979, winning two-thirds of the seats in the mock second parliamentary election under martial law and he established a political party called BNP in the cantonment as per the opportunity. Under his leadership, the BNP government gave legal legitimacy to all ordinances and declarations under martial law for four years, including the Indemnity Ordinance from 15 August (The day Bangabandhu and his family were killed), 1975 to 9 April 1979, through the Fifth Amendment to the Constitution. As a result of the Fifth Amendment, the 'Indemnity Ordinance' became an integral part of the Constitution of Bangladesh. They used their tactics properly. Even taking advantage of the BNP's majority in parliament, he has added to the constitution of Bangladesh all the words by which he has tried to give much importance to the 'Army Factor'

নেতৃত্বে বিএনপি সরকার ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট (সপরিবার বঙ্গবন্ধুকে হত্যার দিন) থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশসহ চার বছরে সামরিক আইনের আওতায় সব অধ্যাদেশ এবং ঘোষণাকে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে আইনি বৈধতা দেয়। পঞ্চম সংশোধনীর ফলে 'দায়মুক্তি অধ্যাদেশ' বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। তাদের কূটকৌশল তারা ঠিক মতোই কাজে লাগায়। এমনকি সংসদে বিএনপি'র সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে এমন সব শব্দাবলি যোগ করিয়ে নিয়েছেন যার মাধ্যমে ২৪ বছরের লাগাতার জনগণের সংগ্রামকে অবহেলায় দূরে ঠেলে দিয়ে 'সেনাবাহিনী ফ্যাক্টর'কে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়ার অপচেষ্টা করেছেন। শাসনতন্ত্রের ভূমিকায় 'historic struggle for national liberation' কথার পরিবর্তে 'historic war for national independence' যোগ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে দেশের সকলেই জড়িত ছিলেন - ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, জনতা, আপামর জনসাধারণ, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী, রাজনৈতিক দল, পুলিশ, ইপিআর, সেনাসদস্য, আরো অনেকেই। 'সংগ্রাম' (struggle) শব্দটির পরিবর্তে শুধু 'যুদ্ধ' (war) শব্দটির ব্যবহার পাকিস্তানীদের উপনিবেশিকতা ও বঞ্চনা-দস্যুতার বিরুদ্ধে দুই যুগ ব্যাপী সর্বসাধারণের সংগ্রাম করার বিষয়টিকে দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যাওয়ার অপপ্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। জনগণের দীর্ঘ দিনের 'সংগ্রাম'-এর চেতনাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার এই অপচেষ্টাকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত সবাই ধিক্কার জানিয়েছে এবং পরবর্তী প্রজন্মও চিরকাল ঘৃণা জানাতে থাকবে।

পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

by neglecting the people's struggle for 24 consecutive years. 'Historic war for national independence' has been added to the role of constitution instead of the word 'Historic struggle for national liberation'. Everyone in the country was involved in the liberation war- students, teachers, farmers, workers, people, our people, intellectuals, professionals, cultural activists, political parties, police, EPR, army members and many more. The use of the word "war" instead of the word "struggle" is nothing more than an attempt to ignore the two-decade-long public struggle against Pakistani colonialism and deprivation. All those associated with the great liberation war have condemned this mischievous attempt to erase the consciousness of the people's long-standing 'struggle' from history and the next generation will continue to hate it forever.

Khandaker Moshtaque formed a showing-off public inquiry committee to investigate the brutal murder of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and his family members on August 15, 1975, and four national leaders (Tajuddin Ahmed, Syed Nazrul Islam, Mansur Ali and AHM Kamruzzaman who were important leaders of the Mujibnagar government) close to Bangabandhu at the Dhaka Central Jail on November 3. Ziaur Rahman later came to power and suspended the investigation into the most brutal murder in the country's history and provided diplomatic assistance as well as helping the killers flee the country, which is also stated in the report of the commission of inquiry formed in London. The Commission of Inquiry was formally

বঙ্গবন্ধু হত্যা বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দুর্যোগ

Assassination of Bangabandhu is the greatest disaster of Bengal history

রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ-অনুগত জাতীয় চার নেতাকে (তাজউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামরুজ্জামান যারা মুজিব নগর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন) নৃশংসভাবে হত্যার লোক দেখানো তদন্ত কমিটি গঠন করেন খন্দকার মোশতাক। পরবর্তীসময়ে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে এ দেশের ইতিহাসে বর্বরতম হত্যার তদন্ত কার্যক্রম স্থগিত করে দেন এবং খুনিদের দেশ থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার পাশাপাশি কূটনৈতিক দায়িত্ব প্রদান করেন, যা লন্ডনে গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্টেও বলা হয়েছে। এসব হত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন ও বিচারের প্রক্রিয়াকে যে সমস্ত কারণ বাধাগ্রস্ত করেছে সেগুলোর তদন্ত করার জন্য ১৯৮০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এ তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। তবে সে সময়ে বাংলাদেশ সরকারের অসহযোগিতার কারণে এবং কমিশনের ১ সদস্যকে ভিসা প্রদান না করায় এ উদ্যোগটি আলোর মুখ দেখেনি। সে সময়ে বাংলাদেশের সরকার-প্রধান ছিলেন জিয়াউর রহমান।

অধ্যাপক আবু সাইয়িদের 'বঙ্গবন্ধু হত্যাকা- ফ্যাক্টস এন্ড ডুকমেন্টস' গ্রন্থে এ কমিশন গঠনের বর্ণনা রয়েছে। এতে বলা হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা, মনসুর আলীর পুত্র মোহাম্মদ সেলিম এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামের পুত্র সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের আবেদনক্রমে স্যার থমাস উইলিয়ামস, কিউ. সি. এমপি'র নেতৃত্বে এই কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশ ও বিদেশে অনুষ্ঠিত জনসভাগুলোতে এ আবেদনটি ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়। ১৯৮০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর স্যার থমাস

constituted on September 18, 1980, to investigate all the factors that have obstructed the law and justice process against those who are responsible for these killings. However, due to non-cooperation of the Bangladesh government at that time and non-issuance of visa to one of the members of the commission, the initiative was not successful. Ziaur Rahman was the head of the government of Bangladesh at that time.

Professor Abu Sayyid's book 'Bangabandhu Assassination - Facts and Documents' describes the formation of this commission. It is said that at the request of Sheikh Hasina and Sheikh Rehana, daughter of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Mohammad Selim, son of Mansur Ali and Syed Ashraful Islam, son of Shaheed Nazrul Islam, initiatives were taken to form this commission under the leadership of Sir Thomas Williams, Q. C. MP. This appeal was widely supported in meetings held in Bangladesh and abroad. Its first meeting was held on 18 September 1980 in a committee room of the House of Commons, chaired by Sir Thomas Williams. Jeffrey Thomas and solicitor Abro Rose were present at the meeting.

It also called for the identification of officers involved in a list of military personnel who negotiated to flee Bangladesh to Bangkok on November 3, 1975. Among the fugitives were Lieutenant Colonel Farooq, Lieutenant Colonel Abdur Rashid and Major Shariful Haque (Dalim). Apparently, the leaders of the coup were identified as Lieutenant Colonel Farooq, Lieutenant

ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়। ১৯৮০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর স্যার থমাস উইলিয়ামসের সভাপতিত্বে হাউজ অব কমন্সের একটি কমিটি-কক্ষে এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেফ্রি থমাস এবং সলিসিটর এ্যাব্রো রোজ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও, ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর বাংলাদেশ ছেড়ে ব্যাংকক পালিয়ে যাওয়ার জন্য সামরিক বাহিনীর যে সব ব্যক্তিরা আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিলেন তাদের তালিকা থেকে জড়িত অফিসারদের শনাক্ত করার কথা বলা হয়। পলায়নকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন লে. কর্নেল ফারুক, লে. কর্নেল আব্দুর রশিদ আর মেজর শরিফুল হক (ডালিম)। আপাতদৃষ্টিতে অভ্যুত্থানের নেতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় লে. কর্নেল ফারুক, লে. কর্নেল রশিদ ও মেজর শরিফুল হক ডালিমকে। এর আগে ১৯৭৬ সালের ৩০ আগস্ট লন্ডন সানডে টাইম্‌স পত্রিকায় বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সদস্য এবং জেলখানায় ৪ নেতার হত্যার দায় স্বীকার করে কর্নেল ফারুকের একটি সাক্ষাতকার আমলে নিয়ে তদন্ত কমিশনের একজন সদস্য সন ম্যাকব্রাইডের নেতৃত্বে ১৯৭৭ সালের এপ্রিলে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মিশন বাংলাদেশ পরিদর্শন করে এবং রাষ্ট্রপতিসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার সময় জেলহত্যা সম্পর্কে আলোচনা করে। তখন তাদের বলা হয়, আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া হবে।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর বা তার কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশ থেকে ব্যাংককে পালিয়ে যাওয়া হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের কূটনৈতিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এসব ঘটনা ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে কমিশন সিদ্ধান্ত নেয় যে, আইন ও বিচারের

Bangladesh and abroad. Its first meeting was held on 18 September 1980 in a committee room of the House of Commons, chaired by Sir Thomas Williams. Jeffrey Thomas and solicitor Abro Rose were present at the meeting.

It also called for the identification of officers involved in a list of military personnel who negotiated to flee from Bangladesh to Bangkok on November 3, 1975. Among the fugitives were Lieutenant Colonel Farooq, Lieutenant Colonel Abdur Rashid and Major Shariful Haque (Dalim). Apparently, the leaders of the coup were identified as Lieutenant Colonel Farooq, Lieutenant Colonel Rashid and Major Shariful Haque Dalim. Concerning a previous interview of Colonel Farooq on the London Sunday Times on August 30, 1976, where he admitted responsibility for the murder of Bangabandhu and his family members and four prison leaders, Amnesty International Mission visited Bangladesh in April 1977, led by Son McBride, a member of the Commission of Inquiryand discussed prison killings during discussions with other authorities, including the President. They were then told that the law would be allowed to run at its own pace.

But later it was seen that the people involved in the killings who fled from Bangladesh to Bangkok on or around November 3, 1975, have been given diplomatic responsibilities. In view of these facts and realities, the Commission decided that a member of the Commission must visit Dhaka for an on-the-spot inquiry into the

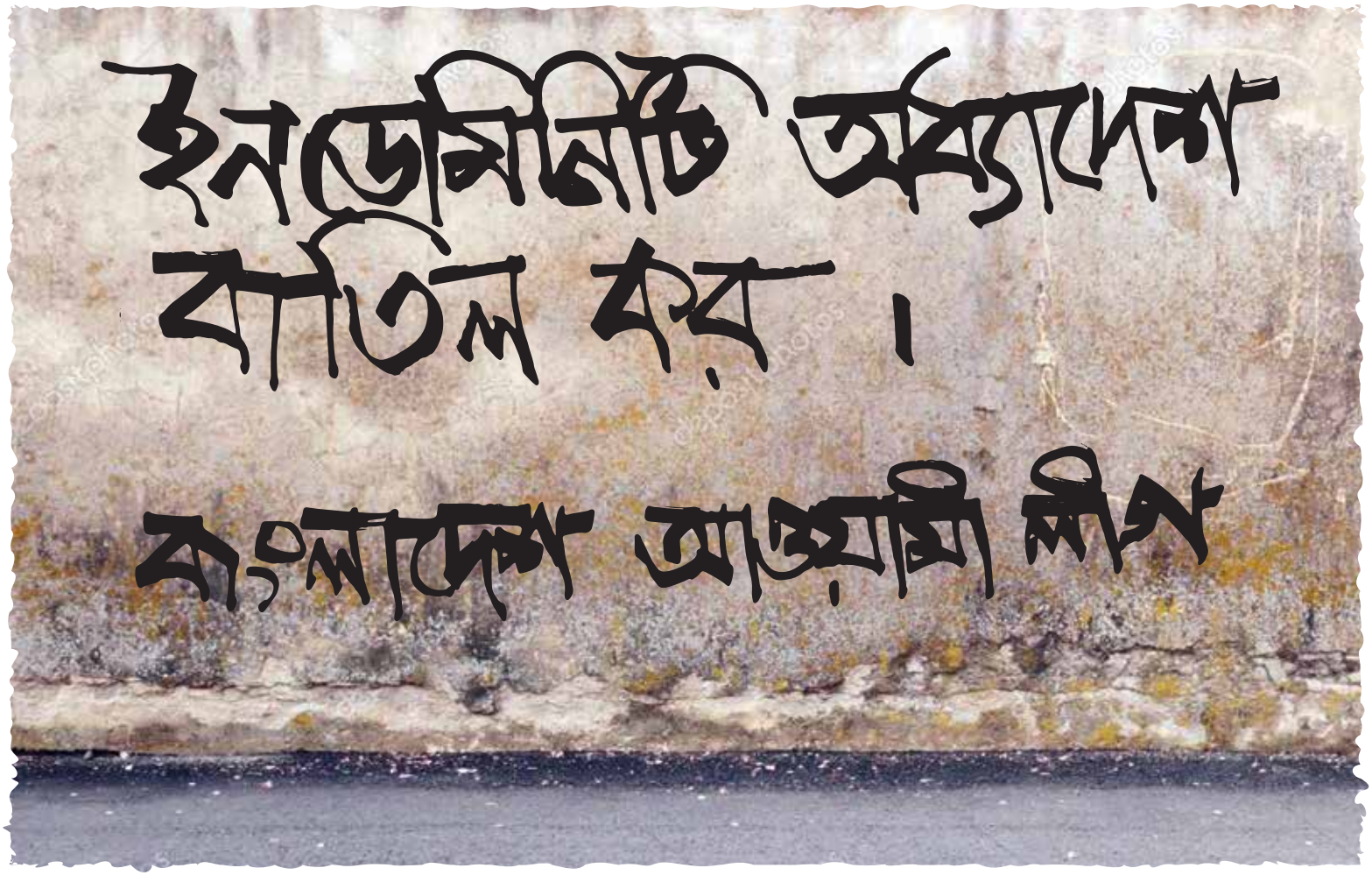

বাংলাদেশের ইতিহাসে 'দায়মুক্তি অধ্যাদেশ' কৃষ্ণতর অধ্যায়
Indeminty ordinance was the darkest conspiracy in history of Bangladesh

প্রক্রিয়া স্বীয় গতিতে চলার পথে কি অন্তরায় রয়েছে সে সম্পর্কে সরেজমিন তদন্তের উদ্দেশ্যে কমিশনের একজন সদস্যের ঢাকা সফর করা আবশ্যক। সিদ্ধান্ত হয়, কমিশনের সদস্য জেফ্রি থমাস কিউসি

impediments to the smooth functioning of the law and justice process. It was decided that Jeffrey Thomas QC, a member of the Commission, would go to Dhaka on January 13,1981, with an assistant to conduct an

একজন সাহায্যকারীসহ সরেজমিনে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য ১৯৮১ সালের ১৩ জানুয়ারি ঢাকা যাবেন। তারা এ লক্ষ্যে ঢাকা গমনের ভিসা লাভের জন্য তদন্ত কমিশনের সচিব ও সলিসিটর এ্যাব্রো রোজের মাধ্যমে দরখাস্ত পেশ করেন। বাংলাদেশ হাইকমিশনের পক্ষ থেকে সময়মত ভিসা প্রদান করা হবে বলা হয়। অনেক রশি টানাটানির পর এক সময় লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন জানিয়ে দেয় যে, তারা জেফ্রি থমাসের ঢাকা ভ্রমণের জন্য ভিসা দিতে রাজি নয়। ভিসা না দেয়ায় কমিশন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আইন ও বিচারের প্রক্রিয়া স্বীয় গতিতে চলতে দেয়া হয়নি এবং প্রক্রিয়াটিতে বাধা সৃষ্টি করার জন্য তৎকালীন জিয়াউর রহমানের সরকারকেই দায়ী করা হয়। একের পর এক চক্রান্ত আর অসহযোগিতার কারণে কমিশন তার কাজ এগিয়ে নিতে হোঁচট খায় বার বার। দেশে ও দেশের বাইরে উঠে সমালোচনার ঝড়। বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের প্রতি এ দেশের মানুষের অকৃত্রিম ভালবাসায় একটুও চিড় ধরাতে পারে নি তারা। ১৯৮১ সালের ১৭ মে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আওয়ামী লীগ আয়োজিত সমাবেশে অংশ নেন। বিশাল সংবর্ধনায় ভাষণদানকালে শেখ হাসিনা ইনডেমনিটির কঠোর সমালোচনা করে বলেন, 'আমি বঙ্গবন্ধু হত্যাকা-সহ পরবর্তীকালে বিভিন্ন হত্যাকা-ের বিচার চাই। বিচার চাই জনগণের কাছে, আপনাদের কাছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার বিচার করবে না। ওদের কাছে বিচার চাইবো না। আপনারা আমার সাথে ওয়াদা করুন, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য নেতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।'

on-the-spot investigation. To this end, they applied for a visa to go to Dhaka through the Secretary of the Commission of Inquiry and Solicitor Abro Rose. The Bangladesh High Commission said the visa would be issued on time. After a long tug of war, the Bangladesh High Commission in London announced that it was not willing to issue a visa for Jeffrey Thomas's visit. Due to the non-issuance of visa, the Commission concluded that the law and justice process was not allowed to proceed at its own pace and the then government of Ziaur Rahman was blamed for obstructing the process. Due to one conspiracy after another and non-cooperation, the commission repeatedly stumbled to carry out its work. A storm of criticism arose at home and abroad. They could not crack the genuine love of the people of this country towards Bangabandhu and his family. On 17 May 1981, Bangabandhu's daughter Sheikh Hasina returned to the country and took part in a rally organized by the Awami League. Speaking at the grand reception, Sheikh Hasina slammed the Indemnity, saying, "including the Bangabandhu assassination, I want justice for various murders afterwards. I want justice from the people, from you. The present government will not judge. I will not demand justice from them. We will avenge the assassination of Bangabandhu and other leaders by implementing the program of Bangabandhu's Second Revolution and establishing a society free from exploitation".

Before the Awami League came to power in 1996, no

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পূর্বে কোনো সরকারই দায়মুক্তি অধ্যাদেশটি বাতিলের উদ্যোগ নেয় নি। উদ্যোগ নেয়ার কথাও নয়। এদের কাছ থেকে তা প্রত্যাশিতও ছিল না। সবার জানা আছে, জিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন বিএনপি আর আরেক সামরিক শাসক এরশাদের কর্তৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি দুটোরই জন্ম একইভাবে সেনানিবাসে, একই উদ্দেশ্যে দেশের মানুষকে বোকা বানিয়ে গণতন্ত্রের বুলি আউড়িয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকা, দেশটাকে পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরিয়ে নেওয়া, সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটিয়ে নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তা জিইয়ে রাখা, বেসামরিক পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে জননেতা বনে রাজনৈতিক মঞ্চ দখলে রাখা, পরিকল্পিত উপায়ে সুকৌশলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিনাশ ঘটানো, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বিকৃতি করা, বাঙালি জাতিসত্তার বিপক্ষ-শক্তি হিসেবে অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশকে 'দ্বিতীয় পাকিস্তান' বানানোর অপপ্রয়াস চালানো। ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর দায়মুক্তি আইন বাতিল করে আওয়ামী লীগ সরকার। আওয়ামী লীগ সরকারের তখন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। তিনি আইনি প্রক্রিয়ায় দায়মুক্তি অধ্যাদেশ বাতিলের উদ্যোগ নেন। সে লক্ষ্যে আইন সচিব আমিন উল্লাহর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে সে কমিটিকে আইনি বিষয়গুলো খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দেন। কমিটি সিদ্ধান্ত দেয় যে, অধ্যাদেশটি বাতিল করতে হলে সংবিধান সংশোধনের কোনো প্রয়োজন নেই; কারণ সামরিক শাসনামলে জারিকৃত দায়মুক্তি অধ্যাদেশটি ৯ এপ্রিল ১৯৭৯ তারিখে সামরিক আইন (মার্শাল ল') প্রত্যাহারের কারণে সামরিক শাসনকাল সমাপ্ত হওয়ার পরই আপনা-আপনিই অকার্যকর হয়ে গিয়েছে।

government took the initiative to repeal the Indemnity Ordinance. Not even an indication to take initiative. Also, it was not expected from them. Everybody knows, Both the Zia-controlled BNP and another military ruler, Ershad's Jatiya Party, were born in the same cantonment, for the same purpose- staying in power by fooling the people of the country and uttering the words of democracy, to take the country back to Pakistani ideology, spreading sectarianism, creating divisions among the citizens and keeping it alive, occupying the political stage by becoming a public leader covered in civilian clothes, destroying the spirit of the liberation war in a tactfully planned way, to distort the history of the rise of Bangladesh, attempts to make Bangladesh a 'second Pakistan' by taking a position as an opponent of Bengali nationalism. After 21 years, on November 12, 1996, the Awami League government repealed the Indemnity act. The then Prime Minister of the Awami League government was Bangabandhu's daughter Sheikh Hasina. She took the initiative to repeal the Indemnity Ordinance in the legal process. To that end, she formed a committee headed by Law Secretary Aminullah to look into the legal issues. The committee decided that there was no need to amend the constitution to repeal the ordinance; this is because the Indemnity Ordinance, issued during the military rule, automatically became ineffective after the end of the military rule due to the repeal of martial law on April 9, 1979. The committee further argues that the ordinance

কমিটি আরো যুক্তি দেয় যে, পার্লামেন্টে মেজরিটি ভোটের মাধ্যমে অধ্যাদেশটি বাতিল করা যাবে। প্রধান বিচারপতি ফজলে কাদেরি মোহাম্মদ আবদুল মুনিম কমিটির রিপোর্ট সমর্থন করেন। তৎকালীন আইনমন্ত্রী এডভোকেট আবদুল মতিন খসরু 'Indemnity Repeal Bill 1996' শিরোনামে পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপন করেন এবং ১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর পার্লামেন্ট বিলটি অনুমোদন দেয়। ফলশ্রুতিস্বরূপ, কালো আইন নামে পরিচিত দায়মুক্তি অধ্যাদেশ বাতিল হয়ে যায় আর জাতির উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকা কলঙ্কজনক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। এবং একই সাথে হত্যাকারীদের বিচারের রাস্তা কণ্টকমুক্ত হয়ে যায়।

১৯৯৬ সালের ২১ নং আইনে বলা হয়: "এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে যে কোন সময় উক্ত Ordinance এর অধীন কৃত কোন কার্য, গৃহীত কোন ব্যবস্থা, প্রদত্ত কোন সার্টিফিকেট বা আদেশ-নির্দেশ অথবা অর্জিত কোন অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা, অথবা সরকার বা কোন কর্তৃপক্ষের জন্য সৃষ্ট কোন দায়-দায়িত্ব, যদি থাকে, এর ক্ষেত্রে General Clauses Act, 1897 (X of 1897) এর Section 6 এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না এবং উক্তরূপ কৃত কার্য, গৃহীত ব্যবস্থা, প্রদত্ত সার্টিফিকেট বা আদেশ-নির্দেশ বা অর্জিত অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা বা সৃষ্ট দায়-দায়িত্ব উপ-ধারা (১) দ্বারা উক্ত Ordinance রহিতকরণের সংগে সংগে এইরূপে অকার্যকর, বাতিল ও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে যেন উক্ত Ordinance জারী করা হয় নাই এবং উক্ত Ordinance এর কোন অস্তিত্ব ছিল না ও নাই।" উচ্চ আদালত ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে দায়মুক্তি অধ্যাদেশকে সংবিধানের যে

can be repealed by a majority vote of Parliament. Chief Justice Fazle Qaderi Mohammad Abdul Munim supported the report of the committee. The then Law Minister Advocate Abdul Matin Khasru introduced a bill in Parliament entitled 'Indemnity Repeal Bill 1996' and on 12 November 1996, Parliament approved the bill. As a result, the Indemnity Ordinance, known as the Black Act, was repealed, ending the scandalous chapter that had been a stumbling block on the nation. And at the same time, the road to justice for the murderers became obvious.

Act No. 21 of 1996 states: "At any time before the coming into force of this Act, any action taken under this Ordinance, any action obtained, any certificate or order issued or any other right or privilege acquired, or any liability incurred by the Government or any other authority, if any, the provisions of Section 6 of the General Clauses Act,1897 (X of 1897) shall not be applied and thus the action taken, the action obtained, the certificate issued or the prohibition or the acquired right or privilege or created liability shall be repealed, cancelled and invalidated with the revocation of that Ordinance by sub-section (1),as if, the Ordinance was never issued and the ordinance neither existed, nor does." The High Court, in February 2010, declared the amendment to the Constitution (5th), which had made the 'Indemnity Ordinance' valid, invalid.

On October 2, 1996, Muhitul Islam, Bangabandhu's personal assistant, filed a case with the Dhanmondi

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট গুলি করে হত্যা করা বঙ্গবন্ধুর পরিবারের ১৮ জন সদস্য

18 membes of Bangabandhu's family brutally killed on August 15, 1975

সংশোধনী (৫ম) বৈধ করেছিল সেটিকে অবৈধ ঘোষণা করে।

১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় বাদি হয়ে মামলা দায়ের করেন বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী মুহিতুল ইসলাম। এরপর পুরোটাই ইতিহাস। মামলার যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর পনেরো জন আসামিকে মৃত্যুদ- প্রদান করা হয়। উচ্চ আদালতে আপিল করার পর আপিলে ১২ জনের মৃত্যুদ- বহাল রাখা হয়। তিন জন খালাস পায়। ঘটনা এখানেই থেমে থাকে নি। বিএনপি-জামাতের নেতৃত্বে চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০১ সাল থেকে ২০০৮ পর্যন্ত মামলার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে দেয় নি। আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিপুল আসনের ব্যবধানে চারদলীয় জোটকে হারিয়ে নিরঙ্কুশ জয়লাভ করে আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর বিচারকার্য আগের ধারাবাহিকতায় অব্যাহত রাখে। বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় ২০০৯ সালের শেষ দিকে। নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ২০১০ সালের ২৭ জানুয়ারি মৃত্যুদ- রায়প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ফাঁসি কার্যকর হয় পাঁচ জনের। এরা হলেন সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, বজলুল হুদা, এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ ও মহিউদ্দিন আহমেদ। হত্যাকারী-আসামিদের কয়েক জন এখনও পলাতক। তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলমান।

কোনো দেশে হত্যাকা- ঘটলে তার বিচার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব। কিন্তু মেকি গণতন্ত্রের আড়ালে বেসামরিক উর্দিপরা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকে বাংলাদেশ-রাষ্ট্র জাতির পিতার হত্যাকা-ের ক্ষেত্রে হত্যাকারীদের বিচার তো করেইনি বরং হত্যাকারীদের

Police Station. Then the rest is history. After completing all the proceedings of the case, on November 8, 1998, 15 accused were sentenced to death.After appealing to the high court, the death sentence of 12 people was upheld on appeal. Three were acquitted. The incident did not stop there. After it came to power, the BNP-Jamaat-led four-party coalition government did not allow the case to continue from 2001 to 2008. After the Awami League government won a landslide victory in the 2008 elections by defeating the four-party coalition by a huge margin, the judiciary continued as before.The trial was completed in late 2009. Through various processes, on 27 January 2010, 5 people were executed among the convicts. They are Syed Faruk Rahman, Sultan Shahriar Rashid Khan, Bazlul Huda, AKM Mohiuddin Ahmed and Mohiuddin Ahmed. Some of the accused in the murder are still at large. The process of bringing them back to the country is underway.

It is the sacred duty of the state to ensure justice in the case of murder in that country. But under the guise of fake democracy, under the control of the government wearing civilian uniforms, Bangladesh-State has not tried the murderers in the case of the murder of the father of the nation but has placed the murderers in various positions of dignity. And legally acquitted them of murder. This injustice would never have been brought to justice unless Bangabandhu's daughter

বিভিন্নভাবে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে এবং তাদেরকে হত্যার দায় থেকে আইন করে মুক্তি দিয়েছে। এ অন্যায়ের কোনোদিনও বিচার হতো না, যদি না বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় না আসতেন। তিনি আইনি প্রক্রিয়ায় বিচার করে হত্যাকারীদের যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করেছেন আর এ বিচারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের লজ্জা ঘুচিয়েছেন, দেশে-বিদেশে রাষ্ট্রের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

মোশতাক-জিয়াদের চক্রান্তে জারিকৃত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ খুনিদের সাময়িক স্বস্তি দিয়েছিল বটে কিন্তু বিচার থেকে মুক্তি দিতে পারে নি। কোনো দিন পারবেও না। তাই দায়মুক্তি অধ্যাদেশকে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অমোচনীয় কলঙ্ক হিসেবে মনে রাখবে আগামী প্রজন্ম। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধিক্কার দিবে চক্রান্তের হোতাদেরকে।

Sheikh Hasina had come to power. She has ensured proper punishment of the murderers by prosecuting them through legal process, and through this trial, she has removed the shame of the state and enhanced the dignity of the state at home and abroad.

The 'Indemnity Ordinance' issued by the Moshtaque-Zia conspiracy was a temporary relief to the killers but could not release them from trial. And will never be able to. Therefore, the next generation will remember the Indemnity Ordinance as an indelible mark of the history of Bangladesh. Generation after generation will condemn the masterminds of the conspiracy.

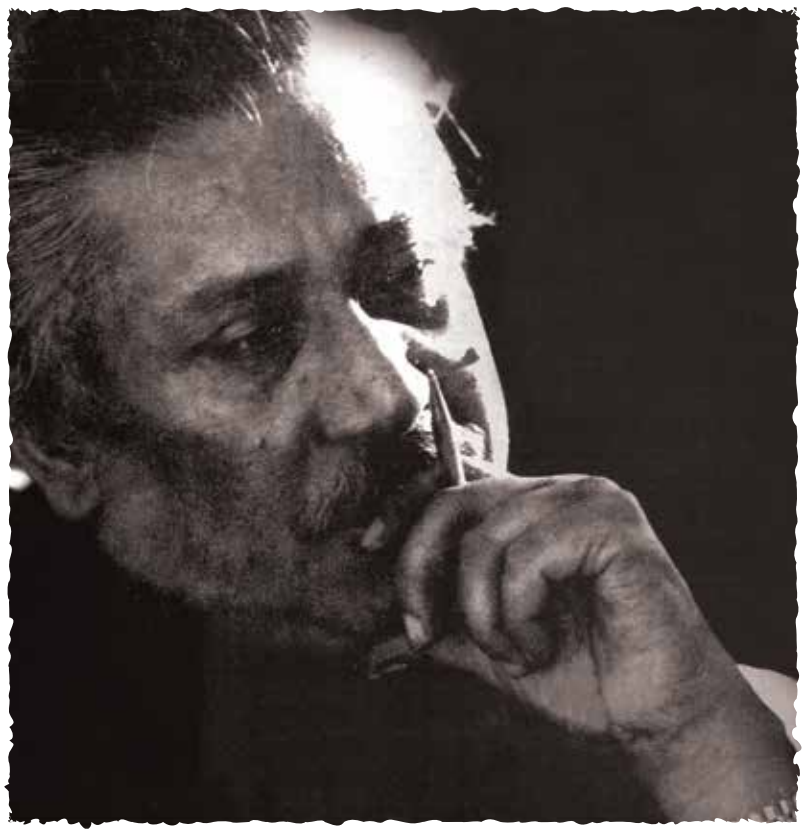

বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা
শেখ মুজিবুর রহমান

সেলিনা হোসেন
কথাসাহিত্যিক

The Visionary of the Bangalees
Sheikh Mujibur Rahman

Selina Hossain
Writer

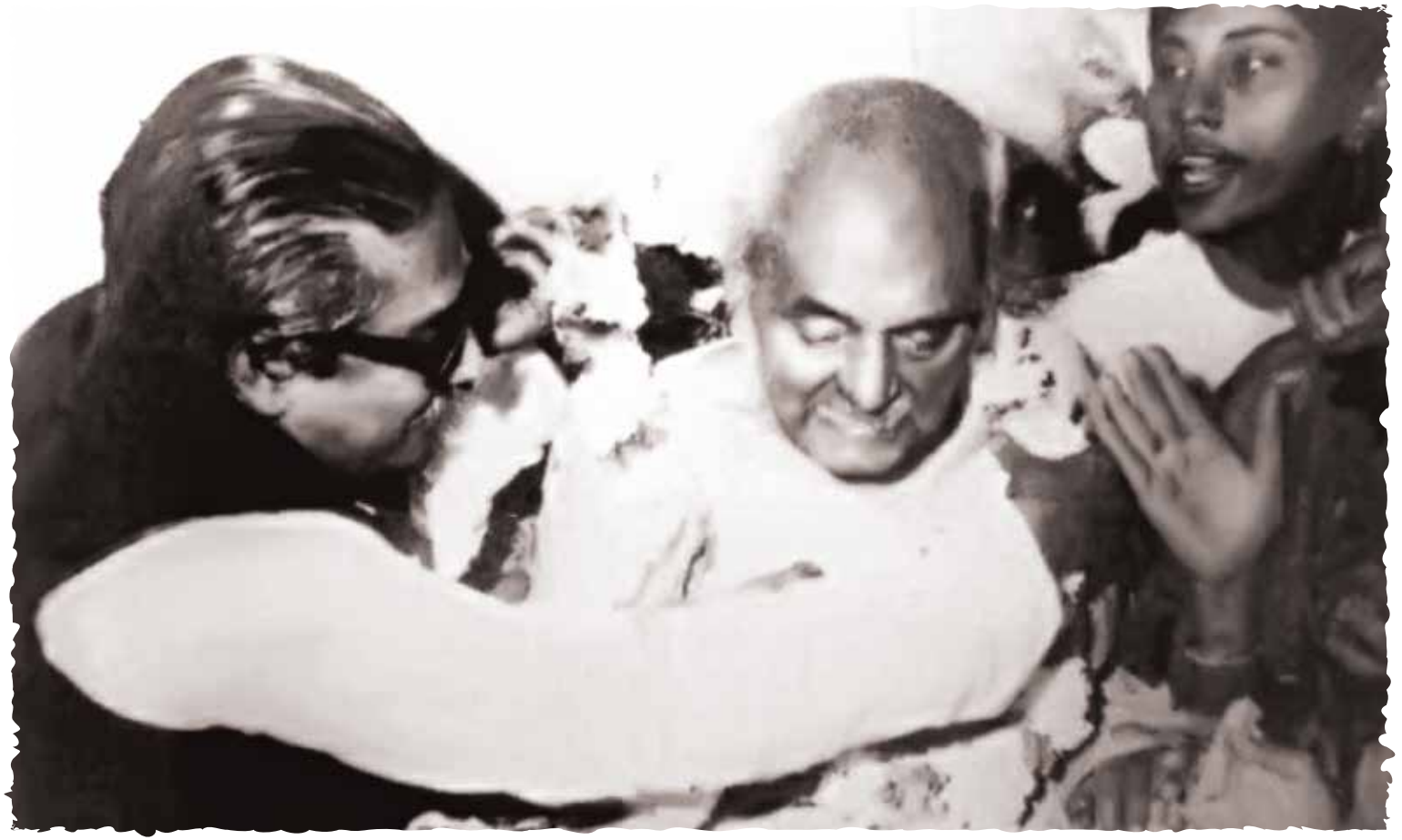

বঙ্গবন্ধুর মতো বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও ছিলেন মুক্ত চেতনার মানুষ। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বরণ করে নিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
Like Bangabandhu, the rebellious poet Kazi Nazrul Islam was also a man of free consciousness. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is accepting our national poet Kazi Nazrul Islam.

বাঙালি, বাঙালিত্বের নির্যাসে যুক্ত হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর অমোঘ উচ্চারণ 'ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয়বাংলা।'এই উচ্চারণের সঙ্গে তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় বাঙালিকে উজ্জীবিত করে বাঙালিত্বের গৌরবকে

"On my way to the gallows, I will speak aloud that I am Bengali, Bengal is my homeland, Bengali is my mother tongue. May Bengal be victorious," Bangabandhu, the father of the nation's infallible voice added to the essence of Bengaliness for the Bengalis. He kindled the flame of liberty amongst the Bengalis to establish the

১৯৭৪ সাল প্রথম বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu inaugurated the first Bengali literary conference in 1974

আন্তর্জাতিক বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই সময়ে তাঁর মৃত্যু বিশ্বজোড়া বাঙালির সামনে শুধু শোকের দিন নয়, গৌরব এবং মর্যাদার জায়গা থেকে তিনি বাঙালির সামনে মৃত্যুহীন মানুষ।

হাজার বছরের বেশি সময় ধরে এই ভূখ- নানা নামে পরিচিত হয়েছিল। বলা হতো বঙ্গ- পুন্ড্র- সুহ্ম- গঙ্গাঋদ্ধি- বজ্রভূমি- বরেন্দ্র- প্রাকজ্যোতিষপুর- সমতট- হরিকেল- তাম্রলিপ্তি- চন্দ্রদ্বীপ- রাঢ়- গৌড়- বাগড়ী ইত্যাদি নাম ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের। ইতিহাসবিদ মহম্মদ আমীর হোসেন তাঁর 'বঙ্গ বঙ্গাল বাঙ্গালা বাঙ্গালী বিনির্মিত

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের কর্ম ও সাধনার অন্যতম উৎসাহদাতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu was one of the prime motivator of the work and pursuit of Shilpacharya Zainul Abedin.

sovereign state of Bangladesh and settled the dignified place of Bengaliness in the international premises with this announcement and his strong leadership. His death in the middle of these activities is not a moment of mere grief for the Bengalis around the world because, in their heart, he is immortal with high esteem and dignity.

For over a millennium, this land is known with many a different name. The different parts were called Banga-Pundra-Sukkhma-Gangariddhi-Bajravumi-Barendra-Prakjyatishpur-Samatat-Harikel-Tamralipti-Chandradwip-Rarha-Goura-Bagrhi.Historian Mohammad Amir Hossain mentioned in his Banga Bangla Bangal Bangali Binirmito Nirman, "In the Pal and Sen regime, present Bengal region was generally known as Goura." That Hindu social caste system preferred to introduce themselves as 'Gourabasi' or 'Gourajan' according to their geographical racial identity. Ram

পল্লিকবি জসিমউদ্দিনের সঙ্গে আন্তরিক বঙ্গবন্ধু
Heart-felt Bangabandhu with the Palli Kabi (Pastoral Poet) Jasimuddin.

নির্মাণ' বইয়ে বলেছেন, 'পাল ও সেন বংশের শাসনকালে বর্তমানের বাঙ্গলা অঞ্চল সাধারণভাবে গৌড় বলেই পরিচিত হয়েছে। আর ঐ বর্ণহিন্দু সমাজ সাধারণভাবে নিজেদের 'গৌড়জন'বা 'গৌড়বাসী' বলেই চিহ্নিত করতে চেয়েছে স্থানবাচক জাতিত্ব পরিচিতির বিষয়ে। বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)। তিনি তাঁর এই ব্যাকরণের নামকরণ করেন 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। বাঙালির বাংলা ভাষার স্বীকৃতি পেতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। নয় থেকে বারো শতকের মধ্যে রচিত বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদেই বাঙালি শব্দের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ইতিহাসবিদরা নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী প্রসঙ্গে বলেছেন, 'নৃ-তাত্ত্বিক জাতিসত্তার বিচারে বাঙালি জাতি একই নৃ-তাত্ত্বিক জাতিসত্তার বংশধর নয়। বাঙালি একটি সংকর জাতি। একাধিক নৃগোষ্ঠী ও রক্তের সংমিশ্রণে বর্তমানের বাঙালি জাতির (Race) উৎপত্তি।' ইতিহাসবিদরা আরও বলেছেন, এই জাতিসত্তার মানুষেরা

Mohan Roy (1774-1833 AD) authored the first grammar in the Bangla language. He named the grammar book Gouriyo Byakoron. It took a long time to get recognition of Bangla as the language of Bengali people. The earliest specimen of the Bangla language is found in the Charyapada which is written during nine to twelfth century, and the first mention of the word 'Bengal' occurred in the book. Considering the anthropological race, historians opine that the Bengalis are not coming down from a single anthropological lineage. Bengali is a hybrid race. Their origin lies in number of different bloodlines and ethnic groups. They also think that the people of this race are actually the sons of the soil of the East Bengal. Haricharan Bandapadhyay, too, has defined Bengal as the inhabitants of East Bengal in his dictionary, Bongiyo Shabdakosh. There is a long history of scrutinizing the origin of Bengalis. But the fact is that the former East Bengal is the present-day Bangladesh. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman has given a firm identity to the Bengalis who were once ignored as a hybrid nation.

Bangabandhu proclaimed, "Today I am to say that I am a Bengali. Today I am to say that Bengali is a nation. Today I am to say that the soil of Bengal is my soil. I have never wanted anything but this." Renowned historian Niharranjan Ray said in Bangalir Itihas: Adi Parba, "The attempt of Shashanka and other Pal and Sen emperors to unify all the localities of Bengal under the name of Goura was not successful. The honour came to the name Banga although it was loathed and neglected to the Aryans, and was of less revere and pride to the Pals and the Sens. But this unification of the whole Bangladesh under the name of Banga did not happen in

শিক্ষাই জাতির মেরুদ- – এ কথা জানতেন বঙ্গবন্ধু। শিক্ষা ও জ্ঞানে তাঁর উৎসাহ জাতি গঠনে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছে।

Education is the backbone of the nation- Bangabandhu knew this. His enthusiasm in education and knowledge has played an impeccable role in nation building.

মূলত 'পূর্ববঙ্গীয় ভূমিপুত্র।' হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অভিধানে 'বাঙ্গাল' শব্দের অর্থ হিসেবে লিখেছেন 'পূর্ববঙ্গের অধিবাসী'। বাঙালির পরিচয় খুঁটিয়ে দেখার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। তবে এটা সত্য যে সে সময়ের পূর্ববঙ্গ আজকের বাংলাদেশ। যে বাঙালি সংকর জাতি হিসেবে অবজ্ঞাত ছিল তার পরিচয়ের দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, 'আজ আমি বলতে পারি, আমি বাঙালী। আজ আমি বলতে পারি, বাঙালী একটি জাতি। আজ আমি বলতে পারি, বাংলার মাটি আমার মাটি। এর বেশি তো আমি চাই নাই।' প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস: আদি পর্ব' গ্রন্থে বলেছেন: 'গৌড়নাম লইয়া বাংলার সমস্ত জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যে চেষ্টা শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা করিয়া ছিলেন সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই। সেই সৌভাগ্য লাভ ঘটিল বঙ্গ নামের, যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, এবং যে বঙ্গ-নাম ছিল পাল ও সেন রাজাদের

Hindu regime. It occurred during the so-called Pathan regime and came to the full form in the time of Akbar as the whole country was called Suba Bangla. The name Bengal achieved the perfect and complete recognition during the English regime although the area of present-day Bangladesh is decreased from Akbar's Suba Bangla. But the global perception of Bangladesh does not focus upon the decreased area of this land. From the historical sense, the Bengalis have actually waited throughout the ages for the leadership of Bangabandhu. And he, as the only leader of the subcontinent, has added an independent state in the map of the subcontinent. Seventy-five million Bengalis have dedicated themselves heroically to attain this glory. His firm guidance was showered with unforgettable love of his people. His death anniversary introduces a greater truth beyond life. Like many other great leaders of the world, Bangabandhu is highlighted

বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য 'গম্ভীরা'য় নানা-নাতির চরিত্র হাসি-তামাসা-গানের মাধ্যমে সমকালের নানা সঙ্কট ও দুর্যোগকে চিত্রায়িত করে। রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচতে কৃষকরা যে 'মাথাল' মাথায় রাখে সেই 'মাথাল' বঙ্গবন্ধুর মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন গম্ভীরা শিল্পী। বঙ্গবন্ধু হাসি মুখে কৃষক আর লোক সংস্কৃতির অংশ হয়েছেন।

In the traditional Bengali folk drama "Gambhira", the characters of Nana-Nati (Grand father-Grandson) portrays various crises and calamities of the time through laughter, jokes and songs. The "Mathal"(like a hat) that the farmers wear on their heads to survive from the sun and rain has been put on the head of Bangabandhu by the artist of "Gambhira". Bangabandhu has become a part of peasant and folk culture with a smile.

কাছে কম গৌরব ও আদরের। কিন্তু, সমগ্র বাংলাদেশের বঙ্গ নাম লইয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়া হিন্দু আমলে ঘটে নাই; তাহা ঘটিল তথাকথিত পাঠান আমলে এবং পূর্ণ পরিণতি পাইল আকবরের আমলে, যখন সমস্ত বাংলাদেশ সুবা বাংলা নামে পরিচিত হইল। ইংরাজ আমলে বাংলা নাম পূর্ণতর পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, যদিও আজিকার বাংলাদেশ আকবরী সুবা বাংলা অপেক্ষা খর্বীকৃত।' বিশ্বজুড়ে বাংলার যে পরিচিতি সেই অর্থে এই ভূখ-কে শুধু ভৌগোলিক আকারে খর্বীকৃত বলার সুযোগ নেই। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দীর্ঘ সময় ধরে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের অপেক্ষায় সময়ের পরিসর অতিক্রম করেছে। তিনিই উপমহাদেশের একমাত্র নেতা যিনি উপমহাদেশের

in the pages of history with invincible inspiration. After the independence of Bangladesh, Cuban leader Fidel Castro met him in the Non-aligned Movement Conference in 1973 in Algiers. Castro expressed his charms, "I haven't seen the Himalayas, but I've seen Sheikh Mujib. The personality of this man is as high as the Himalayas. This is my experience of Himalayas." In this manner, the small land of Bangladesh has become great before the world. Bangabandhu has accomplished the incredible task of guiding the nation to overcome the limitation of land area to take this land to the height of honour. Just as the name of Nelson Mandela is related to South Africa, of Ho Chi Minh with Vietnam, Sukarno with Indonesia, Colonel Nasser with Egypt, and Yasser Arafat with Palestine and so on, Sheikh Mujibur Rahman's name is woven with Bangladesh. Bengalis introduction is incomplete without uttering his name.

He is the saviour of Bengalis. Bengalis were waiting for a thousand years for this saviour. He created a new moment in the ever-flowing current of Bengali culture and civilization. The bloom of Bengali nationalism was completed with the emerge of an independent nation. He altered the suppressed voice of Bengalis into a powerful one, "I am Bengali. Bangla is my mother tongue. Bengal's heritage, Bengal's civilization, Bengal's history, Bengal's sky, Bengal's climate, Bengal's soil, they're all in Bengali nationalism."

After the partition of India in 1947, the eastern part of historical region of Banga falls under the new state of Pakistan as East Pakistan. Bangabandhu was active in

মানচিত্রে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সংযোজন ঘটিয়েছেন। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি এই অর্জনে নিজেদেরকে নিবেদন করেছেন বীরদর্পে। মানুষের ভালোবাসার অবিস্মরণীয় চেতনাবোধে সিক্ত হয়েছে তাঁর নেতৃত্বের দৃঢ়তা। তাঁর মৃত্যু দিবস মৃত্যুর উর্ধ্বে জীবন সত্যের বড় পরিচয়। বিশ্বের অনেক নেতা যেভাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আছেন অজেয় প্রেরণায় তেমনি বঙ্গবন্ধু আছেন। কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি পরিচয়ের মুগ্ধতা নিয়ে বলেন, 'আমার হিমালয় দেখা হয়নি, কিন্তু আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্বে এই মানুষটি হিমালয়সম। এতেই আমার হিমালয় দেখা হল।' এভাবে বাংলাদেশ নামের ছোট ভূখ- বিশ্বের সামনে বিশাল হয়ে উঠেছিল। শুধু ভৌগোলিক আকারের খর্বতা কাটিয়ে উচ্চতার শীর্ষে ওঠার যে দিকনির্দেশনা বঙ্গবন্ধু সেই অসাধ্য কাজটি পূর্ণ করেছিলেন। বিশ্বের অন্য অনেক নেতার মতো তিনি দেশের পরিচিতি বিস্তৃত করেছিলেন। নেলসন ম্যান্ডেলার নামের সঙ্গে যুক্ত হয় দক্ষিণ আফ্রিকা, হোচিমিনের নামের সঙ্গে ভিয়েতনাম, সুকর্ণের নামের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়া, মিশরের সঙ্গে কর্নেল নাসের, প্যালেস্টাইনের সঙ্গে ইয়াসির আরাফাত এমন আরও অনেকে। তেমনি বাংলাদেশের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নাম উচ্চারণ না করে বাঙালির আত্মপরিচয় কখনো পূর্ণ হবে না।

তিনি বাঙালির ত্রাণকর্তা। হাজার বছর ধরে বাঙালি এই ত্রাণকর্তার অপেক্ষায় ছিল। বাঙালির সভ্যতা-সংস্কৃতির আবহমান স্রোতে তিনি নতুন অভ্যুদয় ঘটিয়েছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ণ রূপ লাভ করেছে। তিনি আবহমানকালের নিপীড়িত বাঙালির কণ্ঠস্বর বদলে দিয়ে কঠিন ভাষায় উচ্চারণ করেছেন : 'আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সভ্যতা, বাংলার ইতিহাস, বাংলার আকাশ,

naming East Pakistan as East Bengal in the Provisional Parliament of Pakistan from his national philosophy. He said in the Provisional Parliament on the 25 August of 1955, "Honorable Speaker, the government has changed the name of East Bengal into East Pakistan. We demand of using the name 'Bangla'. There is a history of the name 'Bangla', it has heritage. To change this name, the opinion of the people of Bengal must be taken into account. Whether they are agreed to change the name must be known." 'Bangla' was not only a word to identify oneself. It was a philosophy of a national life. After one's identity as a human being, everybody must acknowledge and cherish the truth of his second identity of nationality. He grew this belief in the soul of every Bengali man.

Language is an important element of national identity. Bangabandhu talked about the dignity of the Bangla language in many parliamentary sessions. On 9 November 1955 in the parliamentary session of Karachi, Bangabandhu said, "Honorable deputy speaker, Sir, I have to talk in Bangla. I am so sorry that this language is not comprehensible to you. But I have to talk in Bangla only." He was intervened but he continued, "I am so sorry that the Honorable deputy speaker does not understand Bangla. (Honorable Speaker Sir, I thank you for allowing me to speak in Bangla today.)"

On 17 January 1956 he again stood for Bangla in the parliamentary session, "Sir, I'm drawing your attention in a question of special right. It is clearly uttered in act 29 of Pakistani Parliamentary Procedures that there are three state languages for the parliament: English, Bangla, and Urdu. But you know, Sir, that the daily

বাংলার আবহাওয়া, বাংলার মাটি, তাই নিয়ে বাংলার জাতীয়তাবাদ।'

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পরে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের অংশ হয় ইতিহাসের বঙ্গের পূর্বাঞ্চল পূর্ব পাকিস্তান। বঙ্গবন্ধু তাঁর জাতিসত্তার দর্শনের জায়গা থেকে পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ব বাংলা বলার পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। ১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে তিনি গণপরিষদে বলেন, 'স্পিকার মহোদয়, সরকার পূর্ব বাংলার নাম বদল করেছে পূর্ব পাকিস্তান। 'বাংলা' নাম ব্যবহার করার জন্য আমরা দাবি জানাই। বাংলা নামের ইতিহাস আছে, তার ঐতিহ্য আছে। এই নাম পরিবর্তন করতে হলে বাংলার মানুষকে জিজ্ঞেস করতে হবে। নাম বদল করার জন্য তারা রাজি আছে কিনা তা তাদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।' নিজ আইডেনটিটির পরিচয় হিসেবে বাংলা শুধু শব্দ মাত্র ছিল না, ছিল জীবন দর্শনসহ জাতিসত্তার পরিচয়। মানুষ হিসেবে পরিচয়ের পরে প্রতিটি মানুষকে জাতিসত্তা নিয়ে বেঁচে থাকার সত্য ধারণ করতে হয়। তিনি এই বিশ্বাস প্রত্যেক বাঙালির রন্ধ্রে ঢুকিয়েছেন।

ভাষা জাতিসত্তার আইডেনটিটির একটি অন্যতম উপাদান। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গণপরিষদের বিভিন্ন অধিবেশনে বাংলা ভাষার মর্যাদার প্রশ্নেও বক্তব্য রেখেছেন। ১৯৫৫ সালের ৯ নভেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত গণপরিষদ অধিবেশনে বলেছিলেন : 'শেখ মুজিবুর রহমান : মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, মহোদয়, আমাকে বাংলায় কথা বলতে হবে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এ ভাষা আপনার বোধগম্য হবে না, তবুও আমাকে বাংলাতেই বলতে হবে। (কথার মাঝে বাধা দান)। শেখ মুজিবুর রহমান : মাননীয় ডেপুটি স্পিকার বাংলা বুঝতে পারেন না বলে আমি দুঃখিত। (মাননীয় স্পিকার মহোদয়, আজ বাংলা ভাষায় আমাকে বক্তব্য দানের সুযোগ দেওয়ায় আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই)।'

agenda is distributed only in English and Urdu, and not in Bangla. I do not know whether you are not aware of this or whether it is done intentionally ... Obviously, the proceedings are recorded in Bangla. Now the question is, as all the three languages are acknowledged as state language, they have to be shown equal honour. If the daily agenda is circulated in English and Urdu, they must be circulated in Bangla, too, as they are part of the procedures ... As the daily agenda has been circulated in English and Urdu, they should have been circulated in Bangla, too."

This way, he stood unwavering in the question of national identity. He never compromised about this in any terms.

Bangabandhu told in his speech of 21 February 1970 in the memory of the language martyrs, "Today I remember those martyrs who sacrificed their lives untimely to the wheel of death operation of the oppressive rulers. As long as Bengal has her sky, as long as Bengal has her air, as long as the soil of this land exists, as long as Bengal has an entity, we cannot forget these martyrs. We will not let the blood of the martyrs go meaningless. This victory is the victory of seventy million Bengalis. This is the victory of poverty-stricken people."

He has placed the sacrifice of the martyrs with the national identity of Bengal as one and single entity.

His prudent philosophy lies in Bengal's soil and her people, and the esteem of his mother tongue. He cherished the riches of Bengalis with his whole identity. This achievement of the Bengali is evaluated by celebrated writer Hasan Azizul Haque, "In the enslaved

দেশ গঠনে, নতুন পথ নির্দেশনা দিতে শিল্প-সাহিত্যের গুরুত্ব জানতেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বরাবরই শিল্পীদের প্রতিভার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। ১৯৭২ সালে পুত্র শেখ জামালের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে দেখা যাচ্ছে বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়, শিল্পী শ্যামল মিত্র, স্বপ্না রায়, জয়ন্ত দাস, সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়, আপেল মাহমুদ, বরুণ বকশি, অমল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman knew the importance of art and literature to guide a new path in the formation of the country. He always expressed his genuine love for the talents of the artists. In 1972, Bangabandhu was seen with his son Sheikh Jamal and world-renowned filmmaker Satyajit Ray, artist Shyamal Mitra, Swapna Roy,Jayanta Das, Sushmita Mukherjee, Apel Mahmud, Barun Bakshi and Amal Mukherjee.

বঙ্গবন্ধুর প্রিয় গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে তাঁর বাসভবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এলে তাঁর পরিবারের সদস্যরাও এসে যুক্ত হন। ছবিতে শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও বঙ্গবন্ধুর নাতি সজীব ওয়াজেদ জয়কে দেখা যাচ্ছে

When Bangabandhu's favourite singer Hemanta Mukhopadhyay visited his residence to meet him in Dhanmondi, other family members also joined in. Sheikh Hasina, Sheikh Rehana and Sajeeb Wazed Joy, the grandson of Bangabandhu, are seen in the picture

১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি যাত্রা শুরু হয় 'দৈনিক বাংলার বাণী' পত্রিকার। বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতির ক্ষেত্রে এই পত্রিকা পরবর্তীতে অনন্য ভূমিকা রেখেছে। 'দৈনিক বাংলার বাণী' পত্রিকার উদ্বোধনী সংখ্যা দেখছেন বঙ্গবন্ধু। পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনি।

The journey of "Dainik Banglar Bani" started 21st February, 1972. This newspaper has played a unique role in the field of art, literature and politics. Bangabandhu is watching the inaugural issue of "Dainik Banglar Bani". Editor sheikh Fazlul Haque Moni is standing next to him.

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কারাগারে একই কক্ষেও ছিলেন কামাল লোহানী। সাংবাদিক, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অভিভাবক কামাল লোহানী ছিলেন বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য।

Kamal Lohani was also in the same room in the jail with Bangabandhu. Journalist, media personality, guardian of cultural movement Kamal Lohani was dear to Bangabandhu.

১৯৫৬ সালের ১৭ জানুয়ারি গণপরিষদে আবার বাংলার পক্ষে বক্তব্য রাখেন : 'শেখ মুজিবুর রহমান : মহোদয়, একটি বিশেষাধিকার প্রশ্নে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মহোদয়, পাকিস্তান গণপরিষদের কার্যপ্রণালীবিধি ২৯-এর অধীনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংসদের সরকারি ভাষা হচ্ছে তিনটি : ইংরেজি, বাংলা ও উর্দু। কিন্তু মহোদয়, আপনি জানেন যে দিনের আলোচ্য কর্মসূচি কেবল ইংরেজি ও উর্দুতে বিতরণ করা হয়, বাংলায় করা হয় না। আমি জানিনা বিষয়টি আপনি অবগত আছেন কি নাই, কিংবা এটি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে কিনা।..... শেখ মুজিবুর রহমান : কার্যবিবরণী নিশ্চয়ই বাংলায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যেহেতু তিনটি ভাষাই সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত সেহেতু তিনটি ভাষাকেই সমান

Bengal, he gradually become everyone's beloved 'Mujib Vai' from a political activist. Being designated as 'Bangabandhu' by the people, he led the movement of freedom. The Bengalis earned their greatest achievement with the price of blood. Bangabandhu established a language-based state with which the doors to the development of the Bangla language have opened permanently. Bengali national entity has upgraded into a state concern. Those who have observed him closely could mark where the greatness of this person was hidden. He could blend amongst the commoners by as a friend of weal and woe which would touch the deepest portion of their heart. With a careful note, it becomes clearly visible that he was an epitome of 'Bengaliness' in his manners, dress code and food

মর্যাদা দিতে হবে। যদি দিনের আলোচ্য কর্মসূচি ইংরেজি ও উর্দুতে প্রকাশ করা হয় তাহলে তা অবশ্যই বাংলাতেও করতে হবে, কেননা দিনের আলোচ্য কর্মসূচি কার্যবিবরণীরই অংশবিশেষ।.... যেহেতু দিনের আলোচ্য কর্মসূচি ইংরেজি ও উর্দুতে প্রকাশ করা হয়েছে সেহেতু তা বাংলাতেও করা উচিত ছিল।'

এভাবে নিজের জাতিসত্তার অধিকারের প্রশ্নে তিনি অনড় ছিল। কোথাও সামান্যতম আপোস করেননি।

১৯৭০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহিদ স্মরণে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'আজকের এইদিনে স্মরণ করি সেইসব শহীদদের যারা নিজের জন্মভূমিকে ভালোবাসার অপরাধে অত্যাচারী শাসকের মরণযজ্ঞে অকালে আত্মাহুতি দিয়েছেন।.....যতদিন বাংলার আকাশ থাকবে, যতদিন বাংলার বাতাস থাকবে, যতদিন এদেশে মাটি থাকবে, যতদিন বাঙালীর সত্তা থাকবে, ততদিন শহিদদের আমরা ভুলতে পারব না। আমরা কোনক্রমেই শহিদদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। এই বিজয় সাতকোটি বাঙালীর বিজয়, দরিদ্র জনসাধারণের বিজয়।'

শহিদের আত্মত্যাগকে তিনি বাংলার অস্তিত্বের সঙ্গে এক করে দেখেছেন। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন শহিদের জীবন-উৎসর্গ চিরজাগরুক থাকবে।

এমন প্রাজ্ঞ দার্শনিক ভাবনা বাংলার মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর মাতৃভাষার মর্যাদায়। বাঙালির বিত্তবৈভবকে তিনি লালন করেছেন নিজের আত্মপরিচয়ের সবটুকু জায়গাজুড়ে। বাঙালির এই পথপরিক্রমাকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক মূল্যায়ন করেছেন সৃজনশীল মাত্রায়- ''পরাধীন বাংলায় তিনি রাজনৈতিক আন্দালনের কর্মী থেকে ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠেন সকলের প্রিয় 'মুজিব ভাই', জনগণের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত হয়ে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন। রক্তের বিনিময়ে বাঙালি জাতি অর্জন

habit. It is most certainly reflected in his thoughts and notions, and feelings and expressions. With a careful note, it becomes clearly visible that he was an epitome of 'Bengaliness' in his manners, dress code and food habit. It is most certainly reflected in his thoughts and notions, and feelings and expressions. That is why the student community has accepted him as 'Bangabandhu'. And this title ultimately became his identity for and his relationship with the whole nation."

Returning from the Pakistani prison on 10 January 1972, Bangabandhu declared in his speech given at Ramana Racecourse Maidan, "'Kabiguru' Rabindranath Tagore said, "O proud mother of seventy million children, you have kept them all in your lap as Bengalis but did not rear them up as human beings." But, today, 'Kabiguru's words are not proper anymore. The people of Bangladesh have proved to the world that the Bengali is a brave nation. They can live like human being by winning their rights." It is strongly pronounced in his life's philosophy that there will not be any discrimination between Hindu and Muslim in this country. This nation will be for human beings. Their motto will be, "Humanity above all, nothing beyond humanity." He also said, "There is no space for sectarianism in the soil of Bengal. Muslim, Hindu, Buddhist, Christian - who live in Bangladesh, they all are the citizens of this country. They will enjoy the equal rights in all the sectors." Thus, he established the place of honour for Bengali identity. He defined its borders, and by that, he established the identity of Bengalis firmly in the sovereign consciousness of the world people. The sovereign Sheikh Mujibur Rahman founded

করল তাঁর শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠা করলেন ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা যার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার চিরকালীন বিকাশের অর্গল খুলে গেল, বাঙালি জাতিসত্তা একটি রাষ্ট্র ভাবনায় পরিণত হল। খুব কাছ থেকে তাঁকে যারা দেখেছেন তারা বলতে পারবেন, এই মানুষটির বিরাটত্ব কোথায় লুকিয়েছিল। সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে তাঁদের সাথে মিশে যেতে পারতেন তাদের দুঃখ-সুখের সাথী হয়ে। বিচক্ষণতার সাথে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে 'বাঙালিত্ব' বিষয়টি মূর্তিমান হয়ে রয়েছে তাঁর ব্যবহারে, খাদ্যাভাসে, পোশাকে। সবচেয়ে বেশি করে তাঁর মননে, চিন্তনে, আবেগ-অনুভূতির অনুরণনে। সেজন্যই ছাত্রসমাজ তাঁকে গ্রহণ করল 'বঙ্গবন্ধু' নামে, এই নামেই শেষ পর্যন্ত পরিণত হল সমগ্র জাতির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সেতুবন্ধন।"

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তান কারাগার থেকে দেশে ফিরে রমনা রেসকোর্স ময়দানে দেয়া ভাষণে বলেছিলেন : 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সাত কোটি সন্তানের, হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি।' কিন্তু আজ আর কবিগুরুর সে কথা খাটে না। বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে বাঙালি বীরের জাতি। তারা নিজেদের অধিকার অর্জন করে মানুষের মতো বাঁচতে জানে।' তাঁর জীবনদর্শন থেকে এই কথা উচ্চারিত হয়েছে 'এই রাষ্ট্রে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ থাকবে না। এই রাষ্ট্র মানুষের হবে। তাদের মূলমন্ত্র হবে 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' তিনি আরো বলেছেন, 'বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান বাংলাদেশে যারা বসবাস করেন, তারা সকলেই এদেশের নাগরিক। সকল ক্ষেত্রে তারা সমঅধিকার ভোগ করবেন।' এভাবে বাঙ্গালির মর্যাদার স্থান প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। বাঙালির আত্মপরিচয়ের সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েই ইতিহাসের গৌড়, বঙ্গকে বাংলাদেশ করে, বিশ্বের সামনে বাঙালির পরিচয়কে সার্বভৌমের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করলেন

a sovereign nation of Bangladesh in the historical land of Goura and Banga.

In this regard, Bangabandhu's thoughts about Bangla literature is mention-worthy. Bangla Academy arranged an international conference in Dhaka in 1974. Bangabandhu said in the inauguration ceremony, "We are not poor in literature, culture and heritage. There is a two-thousand-year-old glorious history in the Bangla language. The collection of our literature is rich. Our cultural heritage is glowing radiantly in its individual beauty. If we want to stand upright as a free nation in the world, today we need to build up the esteem of our language, literature, culture and heritage in home and abroad." He moved on further, "I'm not an author nor an artist but I believe that the people is the source of all literature and arts. No great literary or artistic work is possible in detachment from the

সার্বভৌম শেখ মুজিবুর রহমান।

এই সূত্র ধরে উল্লেখ করতে হয় বাংলা সাহিত্য বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর মননশীল চিন্তা। ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমি ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিক থেকে আমরা দরিদ্র নই। আমাদের ভাষায় দু'হাজার বছরের একটি গৌরবময় ইতিহাস আছে। আমাদের সাহিত্যের ভা-ার সমৃদ্ধ। আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। আজকে স্বাধীন জাতি হিসাবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মর্যাদাকে দেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।' এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছিলেন: 'আমি সাহিত্যিক নই, শিল্পী নই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, জনগণই সব সাহিত্য ও শিল্পের উৎস। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনোভাবে কোনো মহৎ সাহিত্য বা উন্নত শিল্পকর্ম সৃষ্টি হতে পারে না। আমি সারা জীবন জনগণকে সাথে নিয়ে সংগ্রাম করেছি, এখনও করছি, ভবিষ্যতে যা কিছু করব জনগণকে নিয়েই করব। সুধী বন্ধুরা, আপনাদের কাছে আমার আবেদন-আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি যেন শুধু শহরের পাকা দালানেই আবদ্ধ হয়ে না থাকে। বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তরের কোটি কোটি মানুষের প্রাণের স্পন্দনও তাতে প্রতিফলিত হয়। আজকের সাহিত্য সম্মেলনে যদি এসবের সঠিক মূল্যায়ন হয় তবে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হব।'

বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে নিজের দেশের শিল্প-সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সেই সময় তিনি পাননি। সেই সময় তিনি পেলে আজকে বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য বিদেশে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো।

এভাবে গণমানুষের মর্যাদাকে সমুন্নত করার কথা বলেছেন। জাতির সাংস্কৃতিক বোধে মনুষ্যত্বের বোধকে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তাও উচ্চারণ

people. All my life, I kept struggling with the company of this people. I am still doing so. Whatever I do in future, I will do that with the people. Dear friends, I urge you. Our literature and culture must not be limited in the brick buildings of the cities. They have to reflect the tunes of the souls of the millions of Bengalis in the thousands of villages of Bangladesh. If today's literature conference evaluates these properly, I would be the happiest of all."

In his historical speech, Bangabandhu expressed his desire to place the arts and literature of his country in the international premises. He did not have the time. If he could have the time, today, Bangladeshi arts and literature would have the place of due respect in foreign countries.

Thus, he talked about upholding the respect and honour of the common people of the country. He also spoke about celebrating humanity in our cultural mindset. He had the dream that all people around the globe would live in peace. On 23 September 1974, he made a Bangla speech in the United Nations. He widened the horizon of Bengali national entity by presenting the speech in his mother tongue. On the other hand, he talked about establishing peace and justice for the global people. "Mr. Secretary, today, standing in this supreme assembly, I share total satisfaction with you as seven-point five crore people of Bangladesh is represented here. This marks a historical moment for the Bengalee's fulfilment of the struggle of attaining liberty. The Bengalee people fought for centuries to live freely as the citizens of a free nation. They were always willing to live in peace and harmony

করেছেন তিনি । বিশ্বজোড়া মানুষের শান্তিতে থাকার স্বপ্নও ছিল তাঁর মধ্যে । ১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তিনি জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেছিলেন । নিজের মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি বাঙালি জাতিসত্তার দিগন্ত প্রসারিত করেছিলেন । অন্যদিকে বিশ্বের মানুষের জন্য শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন । উদ্ধৃতি : 'জনাব সভাপতি, আজ এই মহামহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এইজন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে, বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ আজ এই পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন ।

with all the nations of the world. Millions of people of our country have made the highest sacrifice to uphold the glorious ideologies that are protected by the UN charter. I know that the Bengalis are completely committed to build up a world where all people's hope and dream to establish peace and justice can be materialized."

His death anniversary only brings the fact of physical death, but he is an immortal figure in the pages of

জাতিসংঘ শিশু সনদ ঘোষণার ১৫ বছর আগেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কের পরিচয় দিয়েছিলেন
Fifteen years before the Declaration of the UN Convention on the Rights of the Child, Bangabandhu in 1974 enacted the Children's Act and made primary education mandatory. Thus he made a mark as a far-sighted Statesman

আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহারা বিশ্বের সকল জাতির সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়া বাস করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে, আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

তাঁর মৃত্যু দিবস শারীরিক মৃত্যুর সত্য। ইতিহাসে তিনি মৃত্যুহীন অমর মানুষ। তাঁর জন্ম না হলে বাঙালির হাজার বছরের উপেক্ষার জায়গাটি প্রশমিত হতো না। বাঙালি বিশ্বজুড়ে বাঙালি হয়ে উঠতে পারতো না। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুহীন জন্মদিন বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট বাঁক বদলের ইতিহাস। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম। বাংলাদেশ আজ ইতিহাসের 'খর্বীকৃত' ভূখ-নয়। বিশ্বের মানচিত্রে অবিনাশী নাম—উচ্চতায় বিশ্ববাসীর সামনে মাথা তুলেছে।

বিশ্বের সব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সঙ্গে তিনি বাঙালি জাতিকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছেন। এই প্রতিশ্রুতি থেকে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নির্যাতন-নিপীড়ন-গণহত্যাসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে বাঙালির এগিয়ে চলার পথ-প্রদর্শক হিসেবে অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মানবতার বার্তাটি ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষের সামনে থেকে মুছে দেননি। এখানেই বঙ্গবন্ধুর জাতিসংঘের ভাষণের পূর্ণতর রূপ উঠে এসেছে। বিশ্ব তাকিয়ে আছে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের দিকে।

history. Without his birth, the Bengalis' history of being overlooked for a thousand years would not have overcome. The Bengali could not stand on their universal ground otherwise. His undying birthday is the moment of a clear turning point in the history of the millennium for the nation of Bengalis. That is the birth of an independent and sovereign country of Bangladesh. The history of Bangladesh does not speak of decreased land area anymore. Bangladesh is an imperishable name on the world map. The Bengali hold their head high before the inhabitants of this planet.

He tied the Bengalis dreams and aspirations with the ones of the world to materialize them united. From that promise, the prime minister Sheikh Hasina has taken the role of a pioneer and guardian in Bengalis fight against the violations of human rights in the massacre, murder and torture inflicted upon the Rohingya community in Myanmar. He never wiped out the message of humanity even from the people of a different nationality. Bangabandhu's UN speech has found its fulfilment here. The whole world is looking at the Bangladesh which is designed by Bangabandhu.

In Bangladeshi literature, he is unceasingly remembered by the authors of the country. Famous writer of children literature Rokonujjaman Khan wrote a poem named 'Mujib'.

তাঁকে বাংলাদেশের সাহিত্যে অনবরত স্মরণ করেছেন দেশের লেখকবৃন্দ। শিশুসাহিত্যিক রোকনুজ্জামান খানের একটি কবিতার নাম 'মুজিব'। উদ্ধৃতি :

"সবুজ শ্যামল বনভূমি মাঠ নদী তীর বালুচর
সবখানে আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঘর।
সোনার দেশের মাঠেমাঠে ফলে সোনাধান রাশিরাশি
ফসলের হাসি দেখে মনে হয় শেখ মুজিবের হাসি।
শিশুর মধুর হাসিতে যখন ভরে বাঙালির ঘর,
মনে হয় যেন শিশু হয়ে হাসে চির শিশু মুজিবর।
আমরা বাঙালি যতদিন বেঁচে রইব এ বাংলায়
স্বাধীন বাংলা ডাকবে : মুজিব আয় ঘরে ফিরে আয়"

তিনি বাঙালির জীবনে হিরন্ময় জ্যোতি। ইতিহাসের পাতায় তাঁর অবস্থান বঙ্গ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তবতা। সংকর বাঙালি তাঁর নেতৃত্বে আজ জাতিসত্তার মর্যাদায় আসীন।

"The green woods and pastures, the sandy riverbanks
They are all home to Bangabandhu Sheikh Mujib
The golden land is beaming with thousands of golden paddies.
Sheikh Mujib's laughter rebound through the laughter of the bountiful harvest.
When a child's sweet laughter rings out of a Bengali home
The eternal child in Mujibur's heart laughs out with it.
As long as the Bengali will live in the land of Bengal.
The free land of Bengal will keep imploring:
Come back home Mujib, come back."

He is the diamond luminescence in the Bengali's life. In the pages of history, his place lies with the materialization of independent Bangladesh from the dominated Banga. The hybrid Bengalis have achieved the honour of an individual national identity in his guidance and leadership.

বঙ্গবন্ধু:
ইস্পাতে গড়া শাণিত সূর্য

অধ্যাপক ড. শিরীণ আখতার
উপাচার্য
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

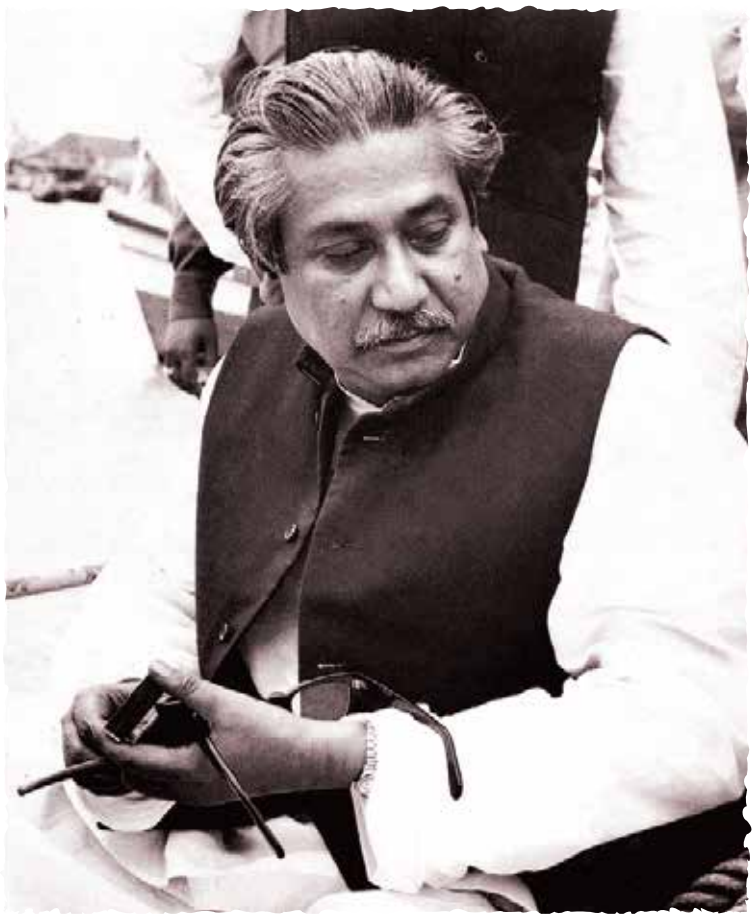

Bangabandhu:
Steel-nerved stimulated Sun

Prof. Dr. Shireen Akhter
Vice-Chancellor
University of Chittagong

‘‘ইস্পাত গড়া শাণিত সূর্যের মতো
অভিশপ্ত বাংলার যন্ত্রণার অন্ধকার ফুঁড়ে
তুমি বেরিয়ে এলে মুজিবর!
তোমার জ্বলন্ত আবির্ভাবের আলোয়
আমরা স্তম্ভিত ।”

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ ‘ইস্পাত সূর্য মুজিবর’ কবিতায় বঙ্গবন্ধুকে বন্দনা করছেন এভাবেই। সেই প্রদীপ্ত সূর্যের পরশ আমি পেয়েছিলাম শৈশবেই। যার স্মৃতি আমার মনের মণিকোঠায় দীপ্ত ভাস্বর। আমি তখন চট্টগ্রাম শহরের ডা. খাস্তগীর স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। দেবপাহাড়ে ছিল আমাদের বাড়ি। আমার বাবা মরহুম আফসার কামাল চৌধুরী (বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর, কক্সবাজার আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বঙ্গবন্ধু যাকে কক্সবাজার বলে সম্বোধন করতেন)। একদিন রাতে বাবা এসে বললেন, ‘‘কাল তোমাকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে যাব”। বঙ্গবন্ধু তখন সবেমাত্র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে চট্টগ্রাম সফরে এসেছেন। অবস্থান করছেন চট্টগ্রামের হোটেল শাহজাহানে। বাবার কাছে শোনামাত্র এক অদ্ভুত ভাললাগা সেদিন আমার শিশু মনকে কৌতূহলী করে তুলেছিল। কারণ বোধবুদ্ধি জাগার পর থেকে চারিদিকে তাঁর কথা শুনতে শুনতে বড় হয়েছি, বাবাকে দেখেছি বঙ্গবন্ধুর সাথে বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়াতে, সমগ্র বাঙালি যাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ, সেদিন তাঁকে কাছ থেকে দেখবো এটা এক স্বপ্নের মতো মনে হয়েছিল আমার কাছে।

পরের দিন রবিবার সকালেই আমি বাবার হাত ধরে পৌঁছে গিয়েছিলাম হোটেল শাহজাহানের দ্বিতীয় তলায়, যেখানে অবস্থান করেছিলেন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম হোটেল কক্ষে। তিনি তখন

“Made of steel stimulated as sun
Piercing the anguished darkness of cursed Bengal
You came out, Mujibur!
Your burning appearance flashed before us
We get Stunned.”

Poet Bimal Chandra Ghosh adored Bangabandhu in his poem like this. I came in touch with that ardent flame personality in my childhood. His personality was something special that is retained and garnered in my mind. I was a student of class six at in Dr. Khastagir school in Chattogram. Our home was at Dev Pahar in Chattogram. My father was late Afsar Kamal Chowdhury (Close mate of Bangabandhu, founder chairman of Cox’s Bazar Awami league, he was nicknamed as ‘Cox’s Bazar’ by Bangabandhu). One night my dad said, “tomorrow I will meet Bangabandhu along with you”. Bangabandhu was just released from The Agartala Conspiracy Case at that time. He came to Chattogram for the purpose of a political program at Hotel Shahjahan. As soon as I heard it from dad, I became whimsical. When I was growing, I felt his presence everywhere around me, always heard about him. I have seen my dad always roving with him, and assisting several times. The whole nation is united and directed under Mujib’s incantation. It was like dream, like a cherished aspiration that I was about to meet him tomorrow.

The next day I have reached the second floor of Hotel Shahjahan with my father, where the theorizer of independent Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was. I was waiting in the hotel room with an elated excitement. He was taking a bath. When He came out from the washroom wearing a lungi and white T-shirt with a majestic appearance, it felt like radiation coming out from him that is illuminating the

স্নানাগারে। স্নানাগার থেকে লুঙ্গি আর সাদা হাতওয়ালা গেঞ্জি পরিহিত সেই দিব্য সৌম্য কান্তি পুরুষ যখন বেরিয়ে আসলেন মনে হলো যেন এক উদ্ভাসিত আলোয় সারাঘর আলোকিত হয়ে গেল। মুগ্ধ নয়নে শুধু তাকিয়ে ছিলাম তাঁর দিকে। কী দীর্ঘকায় পাংশুল সুঠাম দেহ আর অঙ্গসৌষ্ঠব! পায়ে ধরে যখন আশিস নিতে গেলাম, সেই মহামানব তাঁর করতলের স্পর্শ আমার মাথার উপর বুলিয়ে দিলেন। শৈশবে মাথায় লাগা সেই স্পর্শের ছোয়া এখনো যেন অনুভব করি মধ্যবয়সে এসেও। গায়ে জামা জড়াতে জড়াতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "কী মেয়ে! কেমন আছ?" আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। কী জলদগম্ভীর কণ্ঠ! ঘাড় বাঁকিয়ে দেখছিলাম সে দীর্ঘকায় পুরুষটির দিকে। ভালো আছি বলার পর বললেন, "কী! বাবার মত রাজনীতিবিদ্ হতে চাও নাকি?" আমার কোনো উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বলতে লাগলেন, "আগে ভালো করে লেখাপড়া করে অনেক বড় হতে হবে। তারপর রাজনীতি করবে। আমাদের দেশে তরুণ রাজনীতিবিদ্দের ভবিষ্যতে দরকার হবে।" তাঁর সেই উপদেশবাণী এখনো আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হয়। জীবনে অনেক মহৎ মানুষের, অনেক গুণীজনের সংস্পর্শে এসেছি কিন্তু ছোটবেলার দেখা সেই মহানায়কের সংস্পর্শ আমার জীবনের এক অক্ষয় অনুভূতি, যা মানসপটে এখনো প্রোজ্জ্বল। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, উত্থান-পতনে তাঁর উপদেশ আমার প্রেরণা শক্তি। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষায় বলতে গেলে,

"সে শুধু বাড়ায় যে-ই হাত,
শুদ্ধ এক ভাবীকাল অমল প্রীতির
এ পঙ্কিল সময়েরও স্রোত ঠেলে, যেন
মেলে ধরে আরেক প্রভাত।"
(কবিতা: বন্ধু)

বঙ্গবন্ধু বাংলার আকাশে এক জলন্ত সূর্য
Bangabandhu is the glowing sun in the Bengal sky

whole room. I was staring at him with great amazement. His well-shaped consistent body shape and stalwart personality were stunning. When I went to greet him with salaam by touching his feet, he kept his palm on my head and blessed me. He looked at me while putting his dress on and told me, "hey miss, how are you?" he got me swooned with his words. What a profound and resonant voice he got! I gave an oblique glance at him. After I told him I am doing well then, he said, "So! Do you fancy of becoming a politician like your dad?" Without lingering for my answer again he said, "You should

বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু কত যে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়চিত্ত ছিলেন, কতবার যে কারাবরণ করেছিলেন, বন্দুকের নলের মুখে দাঁড়িয়েও কতবার যে স্বাধীনতার মূলমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর কিছু দৃষ্টান্ত আমি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ১৯৬৬ সালের শুরুর দিকে ছয় দফা প্রকাশিত হলে আওয়ামী লীগের ওপর আসে চরম দমন পীড়ন। বঙ্গবন্ধু জাতির পিতার বিরুদ্ধে ছয়টি মামলা দায়ের করা হয়। এপ্রিল মাসে বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা খুলনা থেকে বক্তৃতা করে ঢাকা ফেরার পথে ঢাকা থেকে প্রেরিত এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানায় যশোরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। যশোরে তিনি জামিন পান কিন্তু ঢাকায় ফিরে এলেই সিলেট থেকে প্রেরিত আর একটি পরোয়ানায় তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং সিলেট নিয়ে যাওয়া হয়। সিলেটে তাকে জামিন দিয়ে পুনরায় ময়মনসিংহ থেকে প্রেরিত পরোয়ানা বলে গ্রেপ্তার করে ময়মনসিংহ নিয়ে যাওয়া হয়। ময়মনসিংহে তিনি জামিন পান এবং ঢাকায় ফিরে আসেন।

৮ই মে রাত্রে পুনরায় বঙ্গবন্ধুকে 'ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুল' এর ৩২ ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়। এভাবে একের পর এক কারাবরণ

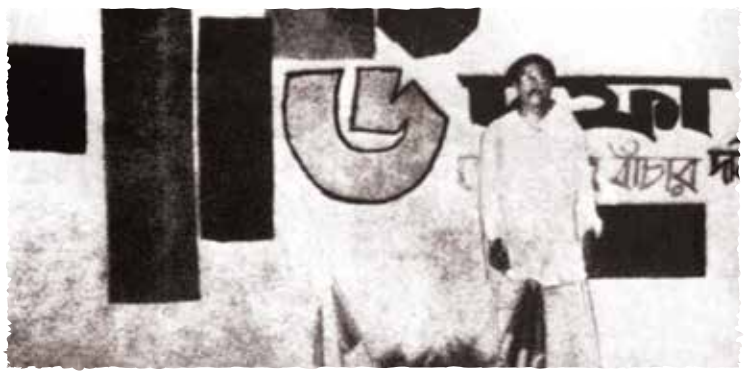

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বাঙালির মুক্তি সনদ ছয় দফার দাবী উত্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু।
Sheikh Mujibur Rahman announced the 6-point programme, the charter of freedom of Bengalis in Lahore on February 5, 1966.

study hard, it will be worth in the end to make a better life. Then you should join politics. Our country will need young efficient politicians in the future. That tender advice still resonates in my ears. I have come in touch with many great personages, many talented people in my lifetime; but the superhero I met in my childhood will be resplendent in my mind forever. I am grateful for the benison of having his blessing. His advice is my inspiration through all uncertainties and ups & downs in my life. As said poet Premendra Mitra-

"While he extends his hand

It seems, a pure future of utterly delight

Pushing this current feculent time

As, unfurling a new sunrise."

(Poem: Friend)

He was a man of steel who has dogged determination to gain legal rights of the Bengali nation. Sheikh Mujib loved the countrymen more than his own life. He always fought for the political, economic, and cultural emancipation of people. He was the one who got himself imprisoned several times, the greatest Bengali to ever walk before the guns without any hesitation. I want to point out some of his charismatic leadership capability and huge political knowledge that stimulated people to a great extent. In the beginning of 1966, Mujib proclaimed a 6-point plan titled Our Charter of Survival that brings the heavy-handed suppression of political dissent by the government. Six false cases were filed against the father of the nation as it struck the Pakistani colonialism. In April, after a prelection at Khulna, he was arrested on the way. He was coming back to Dhaka after some political discourse and got an arrest warrant at Jessore. Though the bail was granted at Jessore and returned to Dhaka. But he could not stay longer in

করেছিলেন। পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে কারাবরণকে কখনো ভয় পাননি। ১৯৫৪ সালে যুক্তফন্টের মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়ার পর যখন বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তারের আদেশ আসে তখন তিনি নিজেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এহিয়া খাঁন চৌধুরীকে বলেছিলেন তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বলেছেন– ''আধা ঘণ্টা পরে গাড়ি এসে হাজির। অনেক লোকই বাড়িতে ছিল, গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে অনেকেই অন্ধকারে পালিয়ে গেছে। আমি গাড়িতে উঠে রওনা করলাম। গোপালগঞ্জের অল্প বয়সের এক কর্মী শহিদুল ইসলাম বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদছিল। আমি গাড়ি থেকে নেমে তাকে আদর করে বুঝিয়ে বললাম, 'কেন কাঁদিস, এই তো আমার পথ। আমি একদিন তো বের হব, তোর ভাবীর দিকে খেয়াল রাখিস।'

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে আমাকে নিয়ে আসা হলো। তিনি বসেই ছিলেন, আমাকে বললেন, "কি করব বলুন! করাচি আপনাকে গ্রেপ্তার করার জন্য পাগল হয়ে গেছে। আমরা তো জানি আপনাকে খবর দিলে আপনি চলে আসবেন। জেলের ভয় তো আপনি করেন না।" তাঁর কাছে অনেক টেলিফোন আসছিল, আমার আর তাঁর কামরায় থাকা উচিত না। তাঁকে বললাম, "আমাকে জেলে পাঠিয়ে দেন। খুবই ক্লান্ত, গতরাতেও ঘুম হয় নাই প্লেনে।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা নং-২৭১)

১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি রাতে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তির নামে প্রতারণা করে জেলের ফটক থেকে আবার গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেনানিবাসে একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে আটক রাখা হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি শুরু হয় ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিক্রিয়ায় আইয়ুব বিরোধী গণবিক্ষোভে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ফেটে পড়ে। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ছয় দফাকে এগার

Dhaka, again got an arrest warrant from Sylhet, and took him to Sylhet prison. Again, he got bail from Sylhet but could not stay longer. Once again, another arrest warrant from Mymensingh and took back there. He was arrested several times during that time, spent days in prison and was jailed for false cases.

Bangabandhu was arrested again under the 'Defense of Pakistan Rule' under clause 32 on May 8, 1966. He got accused several times and govt. kept charging him with false cases to prevent him from movement program. The government kept on mounting pressure on him but Bangabandhu was never frightened of getting imprisoned. He kept on fighting against West Pakistan's veiled separatism. But he would never compromise on his principles. He was not intimidated even by the hangman's noose. In 1954, after the dismissal of the United Front, an order of arresting Mujib was taken again. Even Bangabandhu himself told district magistrate Yahya Khan Chowdhury to arrest him. In his book The Unfinished Memoirs, he said- "Half an hour later a car came to fetch me. There were quite a lot of people in the house then but most fled into the dark of night fearing arrest. I got into the car and was on my way. A young worker of our party from Gopalganj, Shahidul Islam, was wailing as I was leaving. I got down from the car and persuaded him affectionately, "Why are you crying? This is my destined path. I'll come out of prison one day but do look after my wife while I'm away."

I was brought to the district magistrate's office. He was waiting for me and said, "What can I do? The Government of Karachi became quite desperate to get you arrested. They are craving for your imprisonment. We knew very well that you would voluntarily show up yourself if we message you to come here. You don't

দফায় পরিণত করে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হয় । তোফায়েল আহমদ ডাকসুর সহ-সভাপতি হিসেবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়কের দায়িত্ব নিয়ে আন্দোলনকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যান । এ প্রসঙ্গে তোফায়েল আহমদ লিখেছেন, ‘‘১৯৬৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর আমাকে ভোলা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এখান থেকে আমি পালিয়ে যেতে সক্ষম হই । ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি এবং ডাকসুর জি.এস.নাজিম কামরান চৌধুরী মিলে পতাকা উত্তোলন করি লাহোরে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে । একই রাতে আমরা মিটিং করি ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন), এবং এন.এস.এফ. (দোলন) এই চার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মিলে । এরপর ১ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে আমার সভাপতিত্বে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং আমরা ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করি । সে সময়ের জাতীয় আন্দোলন বিশেষত: ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানের পুরোভাগে ডাকসু তথা ছাত্র সমাজই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ।” (বিচিত্রা ৩রা ডিসেম্বর ১৯৮৪)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে গণআন্দোলন থেকেই এ দেশে প্রথম ধ্বনি উঠেছিল ‘জাগো জাগো বাঙালি জাগো ।’ ‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর’ । এই আন্দোলনের চরম পর্যায়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার চরম অভিব্যক্তি ঘটে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান এবং ‘তোমার দেশ, আমার দেশ; বাংলাদেশ, বাংলাদেশ’ ধ্বনির মাধ্যমে । এই গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ৬৮ সালের ডিসেম্বরের ৬ থেকে ৬৯ সালের ফেব্রুয়ারির ২৩ তারিখের মধ্যে সংগঠিত হয় । ৬৮ সালের ৬ ডিসেম্বর পল্টনের মওলানা ভাসানীর জনসভায় বীর জনতা শপথ নিয়েছিল-‘জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব’ । তারপর তারা ঘেরাও আন্দোলন শুরু করেছিল ।

have any fear of imprisonment.” His phone was ringing continuously, and I felt that it did not make sense to stay in his office room any longer. I said, “Send me to jail room. I’m extremely exhausted and couldn’t sleep at all last night on the plane.”

On January 17, 1968, Bangabandhu was duped because he was arrested in front of the jail gate. He was released from Dhaka central jail only to be rearrested and interned again. He was then taken to Dhaka Cantonment where he was imprisoned and kept under tight security. Sheikh Mujibur Rahman was shown arrested on January 18, while already in jail. The trial began on 19 June 1968 under a special tribunal. In East Pakistan, political agitation against Ayub Khan reached increasing heights due to the ‘Agartala Conspiracy Case’. “Sarbadaliya Chhatra Sangram Parishad” came along intending to forge a movement for the implementation of the demand for autonomy in East Pakistan made eleven points along with a six-point movement. Tofail Ahmed was the vice-president of Dhaka University Central Students Union (DUCSU) had the pre-eminent role in organizing and consolidating the movement even further. On this topic, Tofail Ahmed wrote, “On 24 December 1968, I was arrested at Vola, but I was able to flee from there. On 26 September me and General secretary of DUCSU, Nazim Kamran Chowdhury hoisted the flag to protest student murder in Lahore. On the same night, we held a meeting with especially the East Pakistan Chhatra League, East Pakistan Student Union (Menon), East Pakistan Student Union (Matia), and NSF (Dolon). We, the 4 leaders met together to float the Sarbadaliya Chhatra Sangram Parishad in January 1969. After that, under my moderation, the student union and The Chhatra Sangram Parishad declared its Eleven points Programme. At that time Some of the most consequential events in the history of

বাংলার পথে-প্রান্তরে ১৯৭০-এর নির্বাচনি প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman campaigning all over the country during the first general election, 1970

৭ ডিসেম্বর ঢাকায় হয়েছিল এক অভূতপূর্ব হরতাল। পুলিশ, ইপিআর, মিলিটারীর গুলি সেদিন জনতার আন্দোলনকে দমাতে পারেনি। প্রাণ দিয়েছিল সেদিন অনেক মানুষ। পরের দিন সাময়িক

Bangladesh—such as the1969's mass uprising that led to the creation of Bangladesh were led by DUCSU and the student body." (Bichitra, 3rd December 1984)

The Agartala case marked the rise of mass upsurge in a meteoric manner. The whole nation starts reverberating like "Arise, arise Bangalees arise"(Jago Bangali Jago), "Heroic Bengali, take up arms - Liberate Bangladesh" (Bir Bangali Ostro Dhoro, Bangladesh Shadheen Koro). This movement reached its peak with Bengali nationalism and the slogan and war cry of the common people was "Joy Bangla", "Your state, my state, Bangladesh, Bangladesh" these slogans were chanted everywhere. For the first time, in the history of what was East Pakistan up to 1971, "Joy Bangla" (Victory to Bengal), a new battle cry or slogan for solidarity of the East Bengali Nation, emerged in 1969. All the important events took place between 6 December 1968 to 23 February 1969. On 6 December 1968, Mawlana Bhasani openly declared at Paltan that, "We'll break padlock of prison to bring Sheikh Mujib out of prison. He warned the regime that he would lead a march on the Dhaka cantonment to free Mujib. Then he asked his followers to join the agitation and 'Gherao program' and started barricade programs everywhere.

On 7 December, a distinctive hartal took place at Dhaka. During the execution of the hartal program, there were clashes between the police and the hartal activists. Police, EPR, Military none could resist the outburst of people on that day. Many people died during that incident. The next day, he withdrew the prohibitory order and arranged invisible funeral prayer at Baitul Mukarram for the departed souls. The Sangram Parishad convened the first student meeting on 19 January on the occassion of the observance of 'Demand Day' and launched a procession violating Section 144. On 20

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বায়তুল মোকাররমে গায়েবি জানাজা পড়েছিলেন মওলানা ভাসানী। ১৯ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন দুঃসাহসী ছাত্র নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে প্রতিবাদ সভা করেছিল, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শোভাযাত্রা বের করেছিল। ২০ জানুয়ারি হাজার হাজার সাহসী ছাত্র যুবক বীর বিক্রমে লড়াই করেছিল হাজার হাজার পুলিশ আর ই পি আরের সঙ্গে। সেদিন পুলিশ ইপিআর পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। সব বাধা অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন থেকে শহিদ মিনারের দিকে বেরিয়ে গিয়েছিল বিশাল শোভাযাত্রা। শহিদ মিনার হয়ে মেডিকেল কলেজের দিকে যখন যাত্রা করে তখন সেই শোভাযাত্রার অন্যতম নায়ক আসাদুজ্জামানকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল মেডিকেল কলেজের সামনেই। তারপর জনতা আসাদের লাশ ছিনিয়ে নেবার জন্য আসাদের রক্তাক্ত শার্ট নিয়ে মুখোমুখি লড়েছিল সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে। ২৪ জানুয়ারি প্রতিবাদ দিবস ছিল কিন্তু দিবসটি পরিণত হলো গণঅভ্যুত্থান দিবস হিসেবে। জনতার ওপরে পুলিশের বার বার গুলিবর্ষণে ছাত্রসহ ৬ জন নিহত ও বহু আহত হয়েছিল। বিক্ষুব্ধ জনতা আগুনে পুড়ে ছাই করে দিয়েছিল দৈনিক পাকিস্তান ও মর্নিং নিউজ পত্রিকা অফিস। জনতার ক্ষোভ যত প্রখর হচ্ছিল ষড়যন্ত্রকারীর চক্রান্তও তত গভীর হচ্ছিল। আগরতলা মামলায় বিচারাধীন বন্দীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করা হলো। হত্যা করা হয়েছিল সার্জেন্ট জহুরুল হককে। কাশ্মিরী অফিসার লে: নাসিরুদ্দীন সতর্ক করে দেয়ায় ভাগ্যক্রমে শেখ মুজিব সেদিন বেঁচে গিয়েছিলেন। একই কাহিনির পুনরাবৃত্তি হলো ১৮ ফেব্রুয়ারি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ড. শামসুজ্জোহাকে নিষ্ঠুরভাবে বুলেট আর বেয়নেট বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। এই মৃত্যুর খবরে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকায় কারফিউ ভঙ্গ করে সারা রাত ধরে হাজার

January, all students stroke in the educational institutions as a protest against the oppression of the government with demand for release of the students arrested and fought against police and EPR. The students launched a procession and there were encounters between the students and the police. The police and EPR moved backwards seeing the massive wave of masses. A colossal procession sprout from the art building of Dhaka University towards central Shaheed Minar. When they marched toward Dhaka medical college Hospital, police opened fire at them. The students enacted their planned protest, with a procession in front of the medical. Student activist Assaduzzaman dies as the police open fire on demonstrators in front of the medical. Thousands of students and common people mourned for Asaduzzaman together in a procession, carrying his blood-stained shirt to Shaheed Minar. They were ready to fight with armed forces which led the nation towards a mass upsurge and independence. Friday, the 24th of January was one of the most significant days in the history of Bangladesh. It was basically a protestation day, soon became Mass Uprising Day, observed to mark the climax of the movement. Police openly fired at common people, six were spotted dead and many got injured. The mob set fire to the Morning News and Dainik Pakistan (two pro-Government dailies) buildings and attacked residences of certain pro-Government, politicians in Dhaka and elsewhere. The movement in East Pakistan soon turned into a catalyst in an anti-Ayub Uprising all over Pakistan. There was a subliminal conspiracy to kill all the convicts. A Pakistani soldier's brutal killing of Sergeant Zahurul Haq on 15th February, and the equally brutal killing of Dr. Shamsuzzoha, a professor at Rajshahi University in North Bengal by another Pakistani soldier on 18th February are examples

হাজার মানুষ পাগলের মতো লড়াই করেছিল পাক বাহিনীর সঙ্গে। সে রাতে ঢাকা রাজপথে রক্তের স্রোত বয়ে গিয়েছিল।

ড. শামসুজ্জোহার মৃত্যুই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়। তার ফলে শুধু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাই বাদ হয়ে যায়নি, আইয়ূব শাহীর পতনও অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। মুক্তি পেয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান ২২ ফেব্রুয়ারিতে আর তারপরই রমনার মাঠে বিরাট জনসমুদ্রে ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় পুরস্কার "বঙ্গবন্ধু" উপাধি। সেদিন বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এক বিরাট জনসমুদ্রে।

১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে আইয়ুব খান যে সর্বদলীয় গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করেন তাতে উপস্থিত হয়ে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব পেশ করে বলেন, "এই বৈঠকের অংশগ্রহণকারীদের প্রতি আমার আবেদন, তারা যেন মুক্ত মন ও উদার হৃদয় নিয়ে এগিয়ে আসেন, ভ্রাতৃত্ববোধ ও জাতীয় মনোবল নিয়ে দেশের সামনে আজ যে ভয়াবহ সমস্যা দেখা দিয়েছে অর্থাৎ অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের সমস্যা– তার সমাধানের একমাত্র উপায় হিসেবে যে ফেডারেল পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে তা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। অর্থনৈতিক অবিচারের বোধই বর্তমান সমস্যা সমূহের প্রধান উৎস। আসুন আমরা তা অপসারিত করি, আসুন আমরা সমস্যার মূলে হস্তক্ষেপ করি। এই মৌলিক সমস্যাসমূহের উপলব্ধিকে এড়িয়ে যাওয়ার যে কোনো রকম চেষ্টা হলে তাতে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে।" (Bangla Desh Documents vol 1, Ministry of External affairs, Govt of India,P.33.)

of Pakistani arrogance, obduracy, and hatred for everything of Bengali. Fortunately, a Kashmiree officer Lieu. Nasiruddin warned Sheikh Mujib, somehow, he managed to escape death.

His death added a new dimension to the anti-Ayub mass movement, as well as the fall of the Ayub government was quickened. People took to the streets demanding the withdrawal of the case and release of Sheikh Mujib. The widespread agitations forced the Ayub Khan government to release him and other prisoners in the Agartala conspiracy case on Feb 22, 1969. Finally, on 21st February the Pakistan Government declared the withdrawal of the Agartala Conspiracy Case. And people waited for the release of the convicts. On the 22nd, all the 34 detainees were released, the arrival of Sheikh Mujibur Rahman was one of my most memorable events of the Movement. The day following, 23 February, in a mammoth gathering in Racecourse Maidan the student leader Tofail Ahmed made a premium reward conferred upon Sheikh Mujibur Rahman the epithet of 'Bangabandhu'.

Hence, came the initiative from the Ayub regime to hold a Roundtable with the agitating political parties. On 10 March at the Rawalpindi Round Table Conference, Sheikh Mujibur Rahman reportedly pressed President Ayub Khan for accepting the East's legitimate aspirations reflected in the Six- and the Eleven-point charters of demands. It aimed at restructuring Pakistan's constitution on the basis of the Six-Points and Eleven Points Programme. He said- "to all of you attending this conference, I appeal you to be generous and liberal enough to make a way to face the problem of our country with brotherhood and national morale. Let solve the dreadful problems that are prominent in our country. We have difficulty with economic disparity-

কিন্তু গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয় আর ২৫ মার্চ আইয়ুব খান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা দিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন। ইয়াহিয়া খান ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। এই নির্বাচন উপলক্ষ্যে বেতার ও টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি শুধু একজন সংগ্রামী মহানায়ক নন, একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারক এবং অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনার বাহক তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিন সে ভাষণে তিনি বলেছিলেন-

"আমাদের সংগ্রাম চলবেই। কারণ আমাদের মূল লক্ষ্যে এখনও আমরা পৌঁছাইনি। জনগণকে ক্ষমতা অর্জন করতেই হবে। মানুষের ওপর মানুষের শোষণ– অঞ্চলের ওপর অঞ্চলের শোষণের অবসান ঘটাতেই হবে। প্রথমতঃ আজকে জাতীয় সংকটের প্রধান কারণ দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত; দ্বিতীয়তঃ জনগণের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বৈষম্যের কবলে পতিত; তৃতীয়তঃ অঞ্চলে অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অথনৈতিক বৈষম্যের জন্য সীমাহীন অবিচারের উপলব্ধি জমেছে। এগুলিই বাঙালিদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ।.....

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণ ও অবিচারের যে অসহনীয় কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে অবশ্যই তার আমুল পরিবর্তন করতে হবে। জাতীয় শিল্প সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগের অধিক আজ মাত্র দু'ডজন পরিবার করায়ত্ত করেছে। ব্যাঙ্কিং সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ এবং বীমা সম্পদের শতকরা ৭৫ ভাগ এ দু'ডজন পরিবারের কুক্ষিগত। ব্যাঙ্কের লগ্নিকৃত অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ আজ মাত্র শতকরা ৩ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। .....

অর্থনৈতিক ভয়াবহ বৈষম্যের চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে গত

only the introduction of a parliamentary system of governance with a federal form of government can solve this issue, be amiable to accept this thing. Economic injustice is the root of current complications. Let us get rid of that problem, let us step into the underlying problem and reduce it. Avoiding the fundamental essence of the problem will cause our extinction. We have to discern a perceptive eye on this issue. (Bangla Desh Documents vol 1, Ministry of External affairs, Govt of India,P.33.)

Roundtable ended in a whimper, neither President Ayub Khan nor any other politician from the West even agreed to consider the points to be on the official agenda for discussion. On the 25 of March Ayub Khan was forced out of power in a military coup and martial law was promulgated. General Yahya Kahn then took the reins of power. Yahya Khan declared the election date of the national assembly on 7 December and the provincial assembly on 17 December. Mujib's speech during the 1970 election made him a great leader of men. Speeches he gave in radio and television, that make him not only a staunch warrior leader but also a prudent nationalist, who is anti- imperialist. He holds up a socialist economic system and liberal democratic system. his speech moved million people to action that created a free Bangladesh. He said- "We will keep fighting. Because we have not reached our goal yet. We have the will and strength to overcome this mess. The power is now to be handed over to the people of East Bengal since they have the right to it. He also called upon all to be ready to build up the maximum level of resistance possible against the enemy. Internal exploitation of commoners should be stopped. Firstly, the reason for this national crisis is- we are deprived of our political rights: Secondly, though we had a larger population, we are deliberately facing a huge disparity;

'এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি'– কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার পংক্তি নিয়ে ১৯৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নদীমাতৃক বাংলার মানুষের মুক্তির প্রতীক নৌকা। সেই নৌকার কা-ারি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

This storm is heavy, I have to pay- Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman took part in the historic election campaign of 1970 with these verses of Kazi Nazrul Islam's poem.The boat is a symbol of the liberation of the people of riverine Bengal. The captain of that boat was Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

---

২২ বছরে সরকারের রাজস্ব খাতের মোট ব্যয়ের মাত্র ১৫শ কোটি টাকার মত (মোট ব্যয়ের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র) বাংলাদেশে খরচ করা হয়েছে। অথচ এর পাশাপাশি পশ্চিমে পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে ৬

Thirdly, East Pakistan was already economically disadvantaged at the time of Pakistan's creation, yet this economic disparity only increased under Pakistani rule. These were the fundamental reason for grudge and

হাজার কোটি টাকারও বেশি। গত ২২ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান মাত্র ১৩ শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে, কিন্তু ৩ হাজার কোটি টাকার বিদেশি দ্রব্য তারা আমদানী করেছে। বাংলাদেশের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে তিনগুণ বেশি বিদেশি দ্রব্য আমদানী করা হয়েছে। নিজস্ব বিদেশি মুদ্রা আয়ের চাইতেও পশ্চিম পাকিস্তান বাড়তি দু'হাজার কোটি টাকা মূল্যের বাড়তি বিদেশি দ্রব্য আমদানী করতে পেরেছে তার কারণ বাংলাদেশে অর্জিত পাঁচশো কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তান কুক্ষিগত করেছে। তার উপরও সর্ব-প্রকার বিদেশি সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান ব্যবহার করেছে।

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও পরিসংখ্যান একই রকমের মর্মান্তিক। স্বাধীনতার ২২ বছর গত হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে বাঙালির সংখ্যা আজও শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ। দেশরক্ষা সার্ভিসে বাঙালির সংখ্যা শতকরা দশভাগের কম। সার্বিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই প্রকট বৈষম্যের ফলে বাঙলার অর্থনীতি আজ সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংসের মুখে।... গত বাইশ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতির যে কাঠামো গড়ে তুলেছেন, এ সব অবিচার তারই পুঞ্জীভূত ফলশ্রুতি। এ-অবিচার দূর করবার সাধ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নেই।...আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচি, যে কর্মসূচি ১১-দফা কর্মসূচিতে অর্ন্তভুক্ত রয়েছে সে কর্মসূচি আঞ্চলিক অন্যায় অবিচারের বাস্তব সমাধানের পথ নির্দেশ করছে।...আগামী নির্বাচনে জাতীয় মৌলিক সমস্যাসমূহ বিশেষ করে ৬ দফার ভিত্তিতে আমরা গ্রহণ করেছি। ...আমাদের ৬ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ফেডারেশনের ইউনিটসমূহকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করে অঞ্চলে অঞ্চলে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এ ধরণের গণতান্ত্রিক আবহে দেশে সামাজিক বিপ্লবের জন্য প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কর্মসূচি

discontent against Pakistani….

The current economic system structurally bringing injustice and exploitation to the East. This economic system needs to revolutionize. 60 percent of national industrial resources is in the grip of only two dozen families. Even 80 percent of banking resources, as well as 75 percent of the insurance provider, was in control of those families. 80 percent of banking bunce was only limited to three-person.

In the past 22 years, the government's expenditure of revenue on Bangladesh was 15000 million which was only one-fifth of total disbursement. On the other hand, in Pakistan, they spent more than 6000,0 million. During those years, they earned 1300,0 million but they imported more than 3000,0 million worth of goods. That was thrice than that of in Bangladesh. An estimate showed that they imported extra merchandise of two thousand crore than their own export revenue, that is because of the extra revenue income they got from Bangladesh. They monopolized our five hundred crore income. In addition to unequal allocation of central government funds, inequality arose in provincial budgets. They took our income tax and a bigger share of import and export duties as well. Moreover, they use 80 percent of foreign aid in west Pakistan.

New disparities emerged in other outcomes such as the distribution of jobs in central government offices. In 22 years of independence, the central government office has only 15 percent of Bengalis. In military service, Bangali is less than ten percent. The overall economic disparity is salient, so our economy is obviously on the way to wreck. During the previous 22 years, the central govt. made an unjust economic structure. The fiscal relationship between the Centre and the provinces caused much dissent in our country. Central govt.

বাস্তবায়ন করতে হবে" (দৈনিক পাকিস্তান, ২৯ শে অক্টোবর ১৯৭০)।

আওয়ামী লীগ ১৯৭০-এর নির্বাচনকে ছয় দফার উপর গণভোট উল্লেখ করে নির্বাচনী প্রচারণায় নামে এবং সর্বসাধারণের বিপুল সমর্থন লাভ করে। জনগণের এ ঐতিহাসিক রায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেদিন বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে বলেছিলেন "আমরা আমাদের শহীদদের স্মৃতির প্রতি সালাম জানাইতেছি যাহারা নির্মম নিপীড়নের মধ্যেও এই কারণে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছে যে, একদিন যেন আমরা প্রকৃত স্বাধীনতায় বসবাস করতে পারি। আওয়ামী লীগের বিরাট বিজয় প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষের বিজয়।" (দৈনিক সংবাদ, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭০)

প্রসঙ্গত সেদিন দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক দলগুলো বিশেষতঃ জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে কোটি কোটি টাকা খরচ এবং ইসলামের জিগির তুলেও সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ন্যাপ (মুজাফ্ফর)ও শোচনীয় পরাজয় লাভ করে, জনগণের এই গণরায়কে অস্বীকার করে ইয়াহিয়া খান চালাতে থাকে নানা টালবাহানা। এর মধ্যেই ১৯৭১ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি 'শহীদ দিবস' আসন্ন সংগ্রামের সম্ভাবনায় বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। বাঙালি আর কোনো বৎসর ২১ ফেব্রুয়ারিতে এমন একতা ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এবং মুক্তির আকুলতায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠেনি।

সেদিন রাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জনতার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দেন তার মধ্য দিয়ে আসন্ন সংগ্রামের জন্য বাঙালি জাতির দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষিত হয়। বঙ্গবন্ধু সেদিন মধ্যরাতে শহীদ মিনারে একুশের উন্মেষ লগ্নে মশালের আগুন হাতে নিয়ে বলেছিলেন, "এই বাংলার স্বাধিকার– বাংলার ন্যায্য দাবীকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র চলছে।

couldn't remove those accumulated result then. The six-point agenda which was later included in 11-point agenda also was the only way to provide justice on regional repression on us. The upcoming election plan we made fundamentally on the basic six-point program to eradicate all regional problems. That also included general elections based on universal franchise, full regional autonomy and while uniting the western provinces under a sub-federation. Under a democratic atmosphere, we would make a social uprising which would lead to progressive economic sufficiency. (Dainik Pakistan, 29 October).

Awami league's election campaign was based on the Six-point program and thus it achieved huge public support. Sheikh Mujib shows his gratitude towards all the people who believed in him. On a thanksgiving speech, he said, "We are greeting salaam to our martyrs, who fights under the cruel oppression of tyrannous party to give us a safe place to live on. Awami league's triumph in the election is actually the victory of million people. (Dainik Sangbad, 10 December 1970).

With reference to other parties that participated in the election too lost abjectly. Particularly Jamaat-e-Islami spent a vast sum of money with religious agenda using Islam but could not win public support. NAP (Mujaffor) loses the bet too. President Yahya Khan and the Pakistan People's Party did not want the majority party from East Pakistan forming government. In the meantime, on 21 February 1971, the language movement martyrs day (Shaheed Dibosh) became solely important for the possibility of upcoming struggle. Bangali commemorated that day whole heartedly with a great significance than before. Everyone becomes resolute on the question of freedom, no one ever become sincere and earnest on previous days.

এখনও চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে। কিন্তু বাংলার সাত কোটি মানুষ আর বঞ্চিত হতে রাজি নয়। আমরা আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজন হলে আরও রক্ত দেব। আর শহীদ নয়, এবার গাজী হয়ে ঘরে ফিরব। বাংলার ঘরে ঘরে আজ দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে হবে আমাদের সংগ্রাম। মানুষ জন্ম নেয় মৃত্যুর জন্যে; তেমনি আমি আপনাদের কাছে বলছি, এই বাংলার মানুষ রক্ত দিয়ে আমাকে আগরতলা মামলা থেকে মুক্ত করে এনেছে, আমিও আপনাদের জন্যে নিজের রক্ত দিতে দ্বিধা করব না। বাঙলার সম্পদ আর লুট হতে দেবনা।" (গণবাংলা, ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১)।

তিনি তাঁর কথা রেখেছেন। রক্ত শুধু তিনি একা দেননি। সপরিবারেই দিয়েছেন। এমনকি শিশু সন্তান রাসেলকেও রেহাই দেয়নি পাকিস্তানি প্রেতাত্মারা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতিকে তাঁর স্বাধীন দেশেই বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে বাঙালি জাতিকে ভালবাসার দাম দিতে হয়েছিল। তাঁর অপরাধ ছিল একটাই- বাঙালির স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। সারাজীবনটাই কাটিয়েছেন কারান্তরালে পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর রুদ্ররোষে। সবুজের মাঝে লাল সূর্য উদয়ের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠে । বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের একটি মানচিত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের অস্তিত্বের জনক তিনি- এটাই ছিল একমাত্র অপরাধ। কবি বনফুলের (বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়) ভাষায় বলতে গেলে–

"আমার তোমার নয়, চাও তুমি বাংলার জয়

তারই লাগি মৃত্যুমুখে আগাইয়া গিয়াছ নির্ভয়,

On that night At Central Shaheed Minar Bangabandhu gave a speech to a gathering of people on upcoming events during a period of escalating tensions. At midnight of 21 February, he took the torch flare on his hand and said, "A conspiracy is emerging to knock-over our privileged rights. It is still running and will go on. But seventy million Bengalis do not want to get deprived of their privilege anymore. we will have to shed more blood to get our proper rights if needed. We do not want to die like a martyr, but we will fight valiantly like a hero. Build a fort in every home. We must confront the conspirer enemy. As We are born to die, I am

তোমার বিরাট সত্তা আজি তাই হিমাদ্রি-সমান

বাঙালির সর্ব গর্ব তোমাতেই আজি দ্যুতিমান ।”

(কবিতা: সহস্র সেলাম)

আমরা জানি, ইতিহাসই যুগে যুগে প্রবাদ পুরুষদের জন্ম দেয়। ইতিহাসের হাতে তৈরি হওয়া সেই ব্যক্তিরাই আবার ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে নিয়ামক হয়ে ওঠেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তেমনি একজন প্রবাদ পুরুষ। বঙ্গবন্ধু একদিনে তৈরি হননি, সংগ্রামী জীবন যাপনের মধ্যে দিয়ে তিনি তিলে তিলে নিজেকে তৈরি করেছিলেন ইস্পাত কঠিন দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী করে। মানুষের হৃদয়ের গহীনে থাকা ভাষা তথা অনুভূতিগুলো তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন। এই যে বুঝতে পারার ক্ষমতা, তা-ই তাঁকে জনগণের কাতারে নিয়ে গিয়েছিল।

এলেখায় এই লৌহ মানবের আপোষহীন সংগ্রামী ভূমিকার কিছু দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এই সংক্ষিপ্ত কলেবরে। স্বাধিকার থেকে

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার দাবীতে বাংলার নারী পুরুষ নেমেছিলো পথে।
Men and women of Bengal went down the road deamanding Bangabandhu's six points.

promising you all- people shed blood to discharge me from the Agartala case, I will not hesitate to shed my own blood for you. I will not let plunder Bengal's fortune.” (Gonobangla, 21 February 1971).

Mujib kept his word and made Bangladesh free. Not only Mujib gave his life but the whole family sacrificed with him. Even innocent Rasel was not spared, he did not get any mercy from the evil wrath. he was snatched away from his people by the bullets of assassins due to national and international plot. The father of the nation has to give his own blood as the price of loving his country. He was being guilty of leadership skills that inspired the war of independence. Bangabandhu spent almost the time of his life in prison in front of the bloodshot eyes of Pakistani tyrants. The vision he nurtured for the future of Bangladesh even in the dark days of confinement is like rising red sun coming out throughout greenery. The world got a new map of Bangladesh. He was guilty of being persistent for Bangladesh. As Poet Balai Chand Mukhopadhyay (Bonophul) wrote-

“Not mine not yours, you’re yearning for Bengal’s victory

That’s why you dare to step toward death

Today you’re stout-hearted like mountain

Bengalis’ pride is illuminating into you.”

(poem: Thousand Salute)

We know that History gives birth to great hearted men throughout the ages. Some people made in hand of the history became stimulant catalyst to change the course of history. Bangabandhu was not created within one day. As pressure makes diamond, he was constantly put under pressure, lived a struggled life. He formed himself gradually like hardened steel that is unyielding firm character. That unique compassion he possessed that he embraced

স্বাধীনতার দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামে নানা ভয়ভীতি, দমনপীড়ন যাঁকে এতটুকু বিচলিত করতে পারেনি। মুজিব বর্ষের শুভলগ্নে আমি সেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে ইতি টানছি–

"ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে,
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।"
(প্রবন্ধ: সভ্যতার সংকট)

Bangladeshis from the very core of his heart. This ability to understand people took him close to the mass.

I tried to bring out some aspect of the relentless struggle of the man of steel in my writing. During the long-term liberal movement, many kinds of terror, oppression, subjugation could not agitate even a little bit. On this gleeful inauguration of Mujib Year, I want to pay deep tribute to the greatest Bengali of all time, the father of the Nation Sheikh Mujibur Rahman quoting from Kobiguru (sobriquet) Rabindranath Tagore-

"There comes the great one,
Inciting thrill in every direction,
In every steak of grass of the land,
Conch-shells sound in Heaven,
Victory drums start beating on earth,
The moment of great birth has begun,"
(Essay: Crisis of civilization)

টুঙ্গিপাড়ায়ই
তাঁর যাত্রা শেষ হলো

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল্‌স (বিইউপি)

His journey was over at Tungipara

Dr. Syed Anwar Hossain
Bangabandhu Chairman Professor,
Bangladesh University of
Professionals (B.U.P)

টুঙ্গিপাড়া থেকেই বঙ্গবন্ধুর যাত্রা শুরু হয়েছিল, টুঙ্গিপাড়ায়ই তাঁর যাত্রা শেষ হলো। বঙ্গবন্ধু ৩২ নম্বরে অরক্ষিত ছিলেন; কিন্তু টুঙ্গিপাড়ার কবরে নয়। কারণ, তাঁর অস্তিত্ব এখন যে কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আওতার বাইরে। তিনি এখন সুরক্ষিত—তাঁর প্রিয় বাংলার মাটি দিয়ে।

শিরোনামের প্রশ্নটি বহু মুখে বহুবার দেশে ও বিদেশে উচ্চারিত হয়েছে, হয়তো ভবিষ্যতেও হবে। '৭৫-এর আগস্টের নির্মম হত্যাকা-টি যখন ঘটে তখন আমি দেশের বাইরে, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি। খবরটি প্রথম পাই বিবিসির সংবাদে। পরদিন সব সংবাদপত্রেই খবরটি ছিল। বঙ্গবন্ধু যে ৩২ নম্বরে প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় বসবাস করছিলেন, তা আমার জানা ছিল না। কারণ, '৭৩-এ দেশ থেকে চলে গিয়েছিলাম। তবে জেনেছি তাঁর হত্যাকা-ের খবরের সঙ্গে। খবরটি জানার পরই আমার মনে এ প্রশ্নটিই জেগেছিল। একই প্রশ্ন জেগেছিল এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে আমার প্রিয় শিক্ষক ভিক্টর কিয়েরনানের মনে। কারণ, ১৬ আগস্ট ইতিহাস বিভাগে ঢোকার মুখে তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি আমাকে হতচকিত করে দিয়ে কোনো ভূমিকা ছাড়াই প্রশ্নবিদ্ধ করেছিলেন: 'Why did your president Mujib live in his private residence literally unprotected?' আমার কাছে সেদিন প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার মতো প্রাসঙ্গিক তথ্য ছিল না। উত্তর দিতে গিয়ে আমি বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমারও একই প্রশ্ন।

অধ্যাপক কিয়েরনানের অফিসে গিয়ে সেদিন আমাদের আলাপচারিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল তৃতীয় বিশ্বে সেনাবাহিনীর ভূমিকা। কারণ, তখন পর্যন্ত ধারণা করা হয়েছিল যে, হত্যাকা-টি

1971, 23 gvP| evmfe‡bi evi»`v t_‡K RbZvi Awfev`‡bi Reve w`‡"Qb e½eÜ| †cQ‡b †R¨ô Kb¨v †kL nwmbv|

1971, 23 March. Bangabandhu is responding to people's greetings. Eldest daughter Sheikh Hasina standing behind him.

Bangabandhu started his journey from Tungipara, his journey ended at this same Tungipara. Bangabandhu was unprotected at number 32, but not in Tungipara grave because his existence is now beyond any defense. He is now safe in the soil of his favorite Bengal.

The question of the title has been uttered many times in many voices at home and abroad, will be uttered in future may be. When the brutal murder happened on 15th August of 75, I was abroad, studying at Edinburg University. At first, I got the news from the BBC. Every newspaper covered the story, the next day. I didn't know that Bangabandhu was living at member 32 in a state of almost no protection because I left my country in 73. But I got this information alongwith the news of his murder. As long as I got the news, this question arose in my mind. This same question arose in the mind of my

একটি সামরিক অভ্যুত্থানের অংশ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেল, আসলে ১৫ আগস্টের ঘটনাটি অভ্যুত্থানের অংশ নয়; বরং কিছু বিপথগামী সেনাসদস্যের হীন অভিলাষের পরিণতি। তবে আলাপচারিতার একপর্যায়ে আমি অধ্যাপক কিয়েরনানকে স্মরণ

favorite teacher, Victor Kiernan, Professor of History Department, Edinburg University. As soon as I was entering into the History Department on 16th August, by shocking me, he asked without any introduction

†Mvcvj M‡Äi Uwl½cvovq e½eÜi mgwa
Tungipara, Gopalganj, the tomb of Banganadhu

1965 mv‡ji 5 wW‡m¤i- knx` †mvnivIqv`xi gZ¨ewIKx‡Z e½eÜ †kL gwRei ingvb I AvIqvgx jxM †bÎxe›`

December 5, 1965- Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and Awamilig leader are attending in an event commemorating the death anniversary of the Huseyn Shaheed Suhrawardy,

করিয়ে দিয়েছিলাম আফ্রিকার ছোট রাষ্ট্র তোগোর ঘটনাটি। '৬৩-র জানুয়ারি মাসে দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট সিলভেনাস অলিম্পিওকেও সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য হত্যা করেছিল। কিন্তু সেদিনের সে আলাপচারিতায় আমরা দুজন আমাদের অভিন্ন প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে পাই নি। তবে পরবর্তীকালে জেনেছি যে, বঙ্গবন্ধুর জবানিতে প্রশ্নটির উত্তর বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া আছে।

বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন ও রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যেই প্রশ্নটির উত্তর নিহিত আছে। দুটো দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে বাঙালি-আপামর বাঙালি। আপামর বাঙালির স্বার্থচিন্তা সম্পৃক্ত প্রণোদনা থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়েছিল। জীবনের শুরুতে কিশোর বয়সে টুঙ্গিপাড়ার সে প্রত্যন্ত গ্রামে একবার হয়েছিল প্রচ- খরা। জমিতে আবাদ ছিল-না বললেই চলে। কাজেই গ্রামের কৃষকের অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। কিশোর মুজিব একদিন কজন কৃষককে ডেকে

that; "Why did your President Mujib live in his private residence literally unprotected?" I didn't have any relevant reference to reply that question that day. I was bound to reply that the same question had arisen in my mind as an initial response. I went to the office of the Professor Kiernan and the role of military in the Third World became the main topic of our conversation because until then it was the idea that this murder was the part of military coup. But later, it was observed that the incident of 15th August was not the part of military coup, rather it was the consequence of low desires of some misguided armed forces officers. But at one stage of conversation, I reminded him of the incident of the small state, named Togo of Africa. The first President of the state, named Sylvanus Olimpio was killed by some members of the Army on the January, 63. But from that conversation, we couldn't find the answer to that particular question. But later I came to know that the answer to the question was given in the statement of Bangabandhu himself. The answer to the question lies in the philosophy of Bangabandhu's own life and in his political life as well. The central point of these two philosophy is Bengali - our Bengali. His political career started from the self motivated motivation of our Bengali people. In the early of his adolescence, once there was a severe drought in the remote village of Tungipara. It goes without saying that there was no cultivation in the land. So the condition of the farmers was indescribable. One day the teenager Mujib called

‡Mvcvj M‡Äi Uz½xcvovq wPiwb`vq kvwqZ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb
Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman laid to eternal rest at tungipara in Gopalganj

এনে ধান দিয়েছিলেন। বাবার কাছে এ কাজের জন্য বকুনি খেয়ে উত্তর দিয়েছিলেন: ‘ওদের তো পেট আছে। ওদেরও খাবার প্রয়োজন।’ সেদিনের সে কিশোর মুজিব বড় হলো। রাজনীতির বিস্তৃত অঙ্গনে তাঁর সংগ্রামী পদচিহ্ন পড়ল। একদিন শেখ মুজিব হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। কিন্তু শুরু থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বাঙালির অন্ন আর স্বার্থ নিয়ে তিনি রাজনীতি করেছিলেন। যাদের

some people and gave them paddy. When his father rebuked him, he replied that they also have stomachs. They also need food. That teenager Mujib of that time, grew up. His struggling footsteps fell in the forgotten arena of politics. One day, Sheikh Mujib became Bangabandhu Sheikh Mujib. But from the beginning to the end he did politics for the food and interests of the

জন্য এবং যাদের নিয়ে রাজনীতি তাদের ঘনিষ্ঠ নৈকট্যেই ছিল তাঁর অবস্থান। কাজেই এমন একজন ব্যক্তিত্বের পক্ষে সম্ভব ছিল না সরকার প্রধানের সরকারি বাসভবনের কৃত্রিম পরিবেশ ও নিরাপত্তায় বাস করা।

'৬৩-তে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর বঙ্গবন্ধু যখন আওয়ামী লীগের হাল ধরেছিলেন, তখন থেকে দলটির চরিত্র বদলে যেতে শুরু করে। দলের সাংগঠনিক কাঠামো দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিয়ে আওয়ামী লীগকে তিনি রূপান্তরিত করলেন একটি গণভিত্তিক দলে। বঙ্গবন্ধুর সাংগঠনিক দক্ষতার কারণে '৬৬ থেকে '৭০-এর মধ্যে দলটি হয়ে উঠল বাঙালি প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন এবং যা প্রমাণিত হলো '৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মধ্য দিয়ে।

বঙ্গবন্ধুর আপামর বাঙালিলগ্নতা ৭ মার্চের ভাষণেও ছিল: 'আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই।' দেশের মানুষের অধিকার উপেক্ষা করে ক্ষমতাসর্বস্ব রাজনীতি করলে তিনি অনায়াসেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। কিন্তু জনতার ম্যান্ডেট নিয়ে জনতার সঙ্গে বেইমানি করার কোনো নির্দেশ তাঁর জীবন ও রাজনৈতিক দর্শনে ছিল না।

এ রাজনৈতিক দর্শনই তাঁকে আমৃত্যু বাঙালিলগ্ন রেখেছিল। অপরদিকে এই রাজনীতির কারণেই তিনি নিরাপত্তার পরিভাষায় ছিলেন অরক্ষিত। আর এ রাজনীতিই তাঁর জীবনের ধৈর্যকে করছিল সংকুচিত। একবার একজন প্রবাসী বাঙালি অধ্যাপক তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় তাঁকে তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু প্রশ্নটি উড়িয়ে দিয়ে যথেষ্ট প্রতীতি নিয়ে

Bengali. For those with whom politics was, in close proximity with his position. So it was impossible to live in the artificial environment and protection of government residence for the personality like him.

In 63, when Bangabandhu took over The Awami League after the death of Suhrawardi, from then on, the character of the team began to change. By spreading the organizational structure of the team to the grassroots level of the country, he transformed The Awami League to the mass based party. For the organizational skills of Bangabandhu, within 66 to 70, The Awami League became the representative organization of Bengali and it was proved through the acquisition of the absolute majority in the general election of the 70's. Bangali's mutual Bengali attachment of Bangabandhu was also found in the speech of 7th March. "I don't wish to be Prime Minister. I want the rights of the people of the country." If he would ignore the rights of the people of the country and did the power politics, he would become the Prime Minister of Pakistan easily. But there was no example in his life and in his political philosophy to be unfaithful to the people with the mandate of the people.

This political philosophy kept him attached to Bengali till death. On the other hand, he was vulnerable in terms of security for this politics. And this politics had shrunk the length of his life. Once an expatriate professor questioned him about his security during his interview. Bangabandhu dismissed the question, and answered

বলেছিলেন: 'আমাকে কোনো বাঙালি মারবে না।' বঙ্গবন্ধুর হিসাবে ভুল ছিল। বাঙালিই তাঁকে মেরেছিল। কিন্তু যে বাঙালি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল তাদের কি বাঙালি বলা যায়?

একদিন বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন জেলার দলীয় কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলছিলেন। একজন দলীয় নেতা তাঁর কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন: 'বঙ্গবন্ধু, আপনার ধানমন্ডির বাড়িটা তো অরক্ষিত। তবুও আপনি গণভবনে না থেকে সেখানে থাকেন কেন?' বঙ্গবন্ধু প্রশ্নটি গুরুত্ব দিয়েই সেদিন বিবেচনা করেছিলেন। কারণ, তাঁর উত্তর ছিল বেশ দীর্ঘ। উত্তরের একাংশে তিনি বলেছিলেন: 'আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী Reactionary আর দেশদ্রোহীরা আমার বিরুদ্ধে লেগেছে। They may hit me anytime কিন্তু সে সুযোগ আমি তাদের দেব না। একবার যদি পহেলা সেপ্টেম্বর ['৭৫] পর্যন্ত যেতে পারি, যদি নিউ সিস্টেম চালু করে দিতে পারি, তারপর দেখা যাবে কে কত ষড়যন্ত্র করতে পারে। আর তার আগেই যদি মারা যাই, তোরা এক কাজ করিস, বাংলার কোনো গ্রামে ধানখেতের পাশে কিংবা বাঁশবাগানে আমার কবর দিস। কবরে শুয়ে যেন বাংলার মাটির স্বাদ পাই। কোনো স্মৃতিস্তম্ভ নয়, আমার কবরে একটি চোঙা বানিয়ে রেখে দিস।' এ কথাগুলো শুনে একজনের বিনীত প্রশ্ন: 'চোঙা দিয়ে কী হবে, স্যার?' বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন: 'বাংলার মানুষ যুগ যুগ ধরে দেখবে শেখ মুজিব নামে একটি লোক একদিন টিনের চোঙা হাতে নিয়ে বাংলার রাজনীতিতে নেমেছিল। সারা জীবন বাঙালি বাঙালি বলে চিৎকার করে করে একদিন সেই চোঙা হাতে নিয়েই সে পৃথিবী থেকে চলে গেছে।' সেদিন বঙ্গবন্ধুর কথাগুলো যারা শুনেছিল তাদের মধ্যে তাঁর ভবিষ্যৎ ঘাতকদের কেউ ছিল না। কিন্তু ঘাতকরা তাঁকে টুঙ্গিপাড়ার গ্রামে সমাধিস্থ করে অন্তত একটি কথা রেখেছিল।

him with conviction that "No Bengali will kill me." As Bangabandhu was wrong. The person who killed him was none other than Bengali. But the Bengali, who killed Bangabandhu, can ever be called Bengali?

One day, Bangabandhu was talking to the party officers of the various districts. One of them questioned him, "Bangabandhu, as your residence of Dhanmondi is unprotected, why don't you stay in the Ganabhaban?"Bangabandhu considered the question with importance that day. Because his answer was long. In the one part of his answer, he said, "There is a conspiracy against me. Imperialists reactionary and the traitors are against me. They may hit me anytime. But I will not give them that opportunity. Once I would live up to the first September ('75), if I can start a new system. Then I will see, who can conspire so much. And if I die before that, you do one thing, grave me in a village, next to the paddy field or in a bamboo garden. Make sure, as I get the taste of the soil of Bengal, lying in the grave. Don't make any monument, rather make a funnel in my grave. "Hearing these, one has questioned politely, "What will happen with the funnel, sir?" Bangabandhu replied, "the people of Bengal will watch for ages, that there was a person named Sheikh Mujib who started politics with a funnel of tin in his hand. He kept shouting 'Bangali Bangali' all his life and one day he left the world with that funnel in his hand." Among those there were not the future killer of Bangabandhu,

বঙ্গবন্ধু গ্রামে ধানখেতের পাশেই শুয়ে আছেন। বাংলার পাখির গান শুনছেন, সোনালি ধানের ঘ্রাণ অবশ্যই পাচ্ছেন।

টুঙ্গিপাড়া থেকেই বঙ্গবন্ধুর যাত্রা শুরু হয়েছিল, টুঙ্গিপাড়ায়ই তাঁর যাত্রা শেষ হলো। বঙ্গবন্ধু ৩২ নম্বরে অরক্ষিত ছিলেন; কিন্তু টুঙ্গিপাড়ার কবরে নন। কারণ, তাঁর অস্তিত্ব এখন যে কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আওতার বাইরে। তিনি এখন সুরক্ষিত তাঁর প্রিয় বাংলার মাটি দিয়ে।

but the killers kept at least one word by burying at the village Tungipara. Bangabandhu is lying beside paddy field. He is hearing the songs of birds of Bengal. He must be smelling golden rice. Bangabandhu started his journey from Tungipara, he ended up at the same Tungipara. Bangabandhu was unprotected in the 32 number but now he is safe in the grave of Tungipara. Because his existence is now beyond any defense. He is now safeguarded by the soil of his favorite Bengal.

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বঙ্গবন্ধু

প্রধান উপদেষ্টা	:	ডা: মো: এনামুর রহমান এমপি প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	Chief Advisor	:	Dr: Md. Enamur Rahman MP Minister of State Ministry of Disaster Management and Relief
পৃষ্ঠপোষক ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে	:	মোঃ মহসীন সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	Patron and Overall Coordination	:	Md. Mohsin Secretary Ministry of Disaster Management and Relief
স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা কমিটি	:	রজিৎ কুমার সেন এনডিসি অতিরিক্ত সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-১) আহবায়ক	Commemorative Book Publication Committee	:	Ranjit Kumar Sen *ndc* Convenor Additional Secretary (Disaster Management-1)
		আলী রেজা মজিদ অতিরিক্ত সচিব (সিপিপি)			Ali Reza Mazid Additional Secretary (CPP)
		রওশন আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)			Rowsan Ara Begum Additional Secretary (Admin)
		মো. আরিফ যুগ্ম সচিব (সেবা)			Md. Arif Joint Secretary (Service)
		আব্দুল্লাহ আল আরিফ সদস্য সচিব উপসচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-১)			Abdullah Al Arif Deputy Secretary (Disaster Management-1) Member Secretary

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
Website: www.modmr.gov.bd
E-mail: secretary@modmr.gov.bd